১২ অগস্ট ২০২৫



দিতিপ্রিয়া এবং জীতুর বিবাদ এল প্রকাশ্যে

পঞ্চাশ বছর পরও কেন প্রাসঙ্গিক 'শোলে'?

# আমিরিয়ানা

সাত বছর পর ফ্যাশন শুটের জন্য **আমির খান** দাঁড়ালেন ক্যামেরার সামনে! আনন্দলোক-এর অনুরোধে সাজলেন চিরন্তন বাঙালি পোশাকে। তারপর? সাক্ষাৎকার পর্বে বললেন আমিরি ভাবনার কথা

প্রকাশিত

## উপন্যাস

প্রচেত গুপ্ত ● অন্বেষা রায় ● উপমন্যু রায়
কুহেলী চক্রবর্তী ● মানস সরকার

## আনন্দসাজ




আমির খান ● তানিয়া মানিকতলা
পঙ্কজ ত্রিপাঠী ● নেহা ধুপিয়া

**বাঙালি সাজে হলেন অনন্য!**

## সাক্ষাৎকার

রাজকুমার রাও ● অনন্যা পাণ্ডে

## মনের কথা

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়
শতাব্দী রায়

**সঙ্গীতবোধে অনন্য:** নিখিতা গান্ধী






টলি, বলি, হলি, ওয়েব ও টেলি
**তারকাদের দুর্দান্ত ফোটোফিচার**

- নায়িকা থেকে কীভাবে ‘অভিনেত্রী’ হয়ে উঠলেন শুভশ্রী, শ্রাবন্তী, কৌশানীরা?
- বলিউড-দক্ষিণের মেলবন্ধনে ইন্ডাস্ট্রির জয়!
- অ্যাকশনে বাজিমাত বাংলা সিরিয়ালের
- ‘নেপো বেবি’দের তারকা হওয়ার নেপথ্য কথা
- তারকাদের অদ্ভুতুড়ে শখের গল্প
- সঙ্গীতের জগতে ‘কোল্যাব’ সংস্কৃতির জয়গান!




ওটিটি-তে মাতৃতন্ত্রের জয়

লিখেছেন: পায়েল সেনগুপ্ত, আসিফ সালাম, সায়ক বসু, অংশুমিত্রা দত্ত, সাগরিকা চক্রবর্তী ও মধুরিমা সিংহ রায়

পূজাবার্ষিকী ১৪৩২

# আনন্দলোক

আরও জানতে www.anandalok.in www.facebook.com/anandalokmag, anandalok_abp @anandalok_ABP

আরও আনন্দ

# আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১২ অগস্ট ২০২৫


## কভার ড্রাইভ















**প্রচ্ছদ:** আমির খান

**ফোটোশুটের ছবি:** তেজস নেরুরকর,
**পোশাক:** আনন্দ, কুইন্স ম্যানসন, **মেকআপ:** নয়ন পিপালিয়া
**স্টাইলিং:** আয়েশা দেশমুখ, **গয়না:** ট্রাইব বাই আম্রপালি
**কো-অর্ডিনেশন:** আসিফ সালাম





**সম্পাদক:** কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 14th
RNI Regd No. 27039/74



■ গুরু দত্ত

## প্রশংসনীয় কভারকথা

গুরু দত্তর জন্মশতবর্ষে প্রবন্ধ, অজানা ছবি এবং অজানা গল্পের সমাহারে যেভাবে তাঁকে স্মরণ করা হল তা প্রশংসনীয়। তাঁর ১৩ বছরের স্বল্প, কিন্তু মহান কর্মজীবনের এই বর্ণনা স্মরণীয়।

**অসীম কুমার মিত্র, হাওড়া**

## উত্তম সংখ্যার আশায়

প্রতি বছর জুলাই মাসে আপনারা নিয়মমাফিক ‘উত্তম সংখ্যা’ প্রকাশ করেন। কিন্তু এবার হতাশ হলাম। বাণিজ্যিক দিক থেকেও তো এই বিশেষ সংখ্যা বেশ সফল। আশা রাখব, পরের সংখ্যায় মহানায়ক উত্তমকুমারকে নিয়ে একটি সংগ্রহযোগ্য সংখ্যা আপনারা প্রকাশ করবেন।

**অরুপরতন আইচ, কোন্নগর**

## ‘সইয়ারা’ ঝড়

প্রেমের ছবি ‘সইয়ারা’ ইতিমধ্যেই সর্বত্র সাড়া ফেলেছে। এই নিয়ে প্রতিবেদন একেবারে যথাযথ। তবে ছবির সাফল্যে না ভেসে নবাগতরা যদি নিজেদের আরও গ্রুম করতে পারেন, তাহলে তাঁরা লম্বা রেসের ঘোড়া হবেন।

**সায়ন তালুকদার, বরাহনগর**

## আরও প্রয়োজন

শেষ হল বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী। এই ধরনের যে-কোনও ধারাবাহিকই খুব তথ্যসমৃদ্ধ হয়। তাই এরকম আরও অনেক আত্মজীবনী পড়তে চাই।

**দীপক রায়, বারাসত**



■ ‘সইয়ারা’ ছবির একটি দৃশ্য



■ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়




## ভ্রম সংশোধন

আনন্দলোক ২৭ জুলাই সংখ্যা ‘শতবর্ষে গুরু দত্ত’র ৩৪ নম্বর পৃষ্ঠায় ‘পিয়াসা’ ছবির দৃশ্য বলে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, সেটি আসলে ‘কাগজ় কে ফুল’ ছবির স্ক্রিন টেস্টের ছবি। এই ভুল একেবারেই অনিচ্ছাকৃত। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

**আনন্দলোক সম্পাদকীয় দপ্তর**



এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
**anandalok@abp.in**



■ 'দ্য রয়্যালস'-এর একটি দৃশ্য

## আর নয় রাজ পরিবার

কিছুদিন আগে নেটফ্লিক্সে এসেছিল 'দ্য রয়্যালস' সিরিজ়টি। রাজপরিবারের লোকেদের জীবনযাপনকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এই সিরিজ়। ফলে তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। এবার সেই সিরিজ়ের সমালোচনা করে একত্রিত হল জয়পুর এবং মাইসোরের রাজ পরিবারে। রাজ পরিবারের মানুষরা যে বেহিসেবি জীবনযাপন করেন না, তা নিয়ে সোচ্চার হলেন তাঁরা। মাইসোরর রাজপরিবারের কামাক্ষী দেবী ওয়াদিয়া দৃঢ়ভাবে বলেন যে, রাজপরিবারগুলি অনৈতিক জীবনযাপন করে না। আমার ভাই অনেক হোটেল চালু করেছিলেন এবং প্রাসাদকে কখনও বিক্রি করতে হয়নি। যা দেখানো হচ্ছে সিনেমায়, তার মানে এই নয় যে সবাই বসে আছে এবং রাজপরিবারগুলি অনৈতিক জীবনযাপন করছে। বোধ হয় এরপরে এরকম কোনও সিনেমার শুটিংয়ের জন্য রাজপরিবারগুলি আর ভাড়া দেওয়া হবে না। আগে স্ক্রিপ্ট দেখতে চাওয়া হবে।

## বিয়ের সাজে শহর

মধ্য ইউরোপের লিশটেনস্টাইন ছবির মতো সুন্দর শহর। সেখানকার দীর্ঘদিনের শাসক প্রিন্স অ্যালোইসের একমাত্র কন্যার বিয়ে উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে শহর। খবর, লিশটেনস্টাইনের রাজকুমারি মেরি ক্যারোলিন বিয়ে করছেন। বিবাহ অনুষ্ঠান ৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ২৮ বছর বয়সি রাজকুমারি মেরি হলেন প্রিন্স অ্যালোইস এবং তার স্ত্রী প্রিন্সেস সোফির দ্বিতীয় সন্তান এবং একমাত্র কন্যা। ইতিমধ্যে কন্যা বাগদান পর্ব সেরে ফেলেছেন। তিনি যাঁকে বিয়ে করছেন, সেই ৩৪ বছর বয়সি লিওপোল্ড, ভেনেজুয়েলার কারাকাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রিন্স উইলিয়াম এবং কেট মিডলটনের পড়া এই কলেজেই দেখা হয় ক্যারোলিন এবং লিওপোল্ডের। এবার চার হাত এক হতে চলেছে।



■ রাজকুমারি মেরি ও লিওপোল্ড



■ রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ

## ভূতের ভয়!

রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ কি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতেন? কারণ সম্প্রতি একটি জার্নাল থেকে জানা গিয়েছে, রানি এবং তাঁর মা বাড়িতে 'এক্সরসিজ়ম'-এর প্র্যাকটিস করেছিলেন। ১৯৫২ সালে রানি এলিজ়াবেথের বাবা রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যু হওয়ার পর তাঁদের প্রাসাদের শয়নকক্ষে নাকি অদ্ভুত ও ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটতে থাকে। এই ব্যাপারে কর্মীদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর রানি নাকি ভীষণ ভয় পেয়ে যান এবং মা-কে নিয়ে বাড়ি থেকে অশুভ আত্মাদের মুক্ত করার জন্য একটি 'ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান' করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে এতদিন এই খবর রাজ প্রাসাদে গোপনই রাখা হচ্ছিল। যাতে কুসংস্কারের ভয় বাকিদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে এবং প্রাসাদ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

# আমিরিয়ানা

কলম্বাসের মতো তিনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে দেখালেন সিনেমা-ব্যবসার নতুন মডেল। চেনা ছক ধরে যখন সকলেই সাফল্য পেতে চান, তখন ছক উল্টে মিষ্টি হাসেন **আমির খান**। সাতবছর পর ফ্যাশন শুটের জন্য ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন! আনন্দলোকের জন্য সাজলেন বাঙালি পোশাকে। বাঙালি সাজে এবং প্রশ্নোত্তরে তাঁর আমিরিয়ানার আঁচ পেলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

'আমির খানের ফোটোশুট' শুনলেই একটু অবিশ্বাস হয়। গোটা কেরিয়ারে ফোটোশুট করেছেন হাতে গোনা। এবং ২০১৮-র পর ফ্যাশনশুট করেননি। তার উপর যখন আমির খান রাজি হলেন বাঙালি ধুতি-পাঞ্জাবিতে ফোটোশুট করতে, তখন অবিশ্বাসের মাত্রা বাড়ল। যতক্ষণ না শুট বাস্তবায়িত হচ্ছে, বিশ্বাসও হচ্ছে না। তখন সবে মুক্তি পেয়েছে 'সিতারে জ়মিন পর', ফলে আমিরের ব্যস্ততা তুঙ্গে! কখনও তিনি দিল্লিতে, কখনও চেন্নাইতে। শুটের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

একদিন প্ল্যান মাফিক আনন্দলোকের টিম, শুটিং ক্রু আমিরের পালি হিলের 'বেলা ভিস্তা' অ্যাপার্টমেন্ট পৌঁছল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমির একটি কাজে আটকে যাওয়ায় শুট বানচাল হয়ে গেল। মুম্বইয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকলে এসেছিলেন শুট করতে। কিন্তু কারও মুখে বিরক্তি নেই, যেন আমির খানের জন্য এটুকু করাই যায়! তার ঠিক দু'দিন পর হঠাৎ ফোন এল, আমির আজ শুটের জন্য সময় বের করেছেন, ৩০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছতে হবে তাঁর বাড়ি। আবারও গোরেগাঁও, দাদর, মলাড থেকে যথাসময়ে একত্রিত হল গোটা টিম। আমিরের বাসভবনে, একতলার অফিসে সকলে অপেক্ষায়, কখন ঢুকবেন আমির। সকলকে অবাক করে বাউন্সার, সহকারী ছাড়াই হঠাৎ চলে এলেন আমির। একেবারে সাধারণ এন্ট্রি! কিন্তু তাঁর হাঁটাচলা, ব্যক্তিত্ব নজরকাড়া। পা ছড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ ধুতি পাঞ্জাবি দেখে পছন্দ করেই বললেন, "আমি কিন্তু বাঙালিদের মতো করে ধুতি পরতে পারি না। কে পরাবেন ধুতি?" তারপর নিজেকে ছেড়ে দিলেন টিম আনন্দলোকের হাতে।

কোনওরকম আড়ষ্টতা ছাড়াই ক্যামেরার সামনে পোশাক বদল করলেন, মেকআপ আর্টিস্টের থেকে ব্রাশ নিয়ে চোখের আউটলাইন ঠিক করলেন। তারপর যখন ধুতির কোচা হাতে নিয়ে ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন বোঝা গেল 'স্টার ফ্যাক্টর' আসলে কী। যে সাধারণের মধ্যে মিশে সকলকে সহজ করে দিতে পারে। কিন্তু ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই অসাধারণ হয়ে যায়! কথা ছিল দুটো লুকে শুট করার। তা শেষ হতেই আমির বললনে, ''আপনারা ওই ছবিটা তো নিলেন না!'' কোন ছবি? ''আপনারা বাঙালিরা ওই যে হাত জোড়ো করে নমস্কার করেন... ওটাও তো একটা লাগবে,'' বললেন স্বয়ং আমির। আপ্তসহায়কের তাড়ায় বিশেষ কর্ণপাত না করে, শুট করলেন তৃতীয় লুকে! বোঝালেন, তিনি এমন এক তারকা, যিনি দর্শককে প্রত্যাশার চেয়ে বেশিই ফিরিয়ে দেন। শুট শেষে চটপট ছবি দেখে চিত্রগ্রাহককে মরাঠীতে বললেন, "খুব ছান!" অর্থাৎ খুব ভাল। ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে আমির বসলেন







■ 'সিতারে জ়মিন পর' ছবিকে কোনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নয়, ইউটিউবে নিয়ে এসেছে আমির খান প্রডাকশনস। ছবিটি এখন দেখা যাবে 'পে পার ভিউ' মডেলে

কালো টি-শার্ট এবং জিনস পরে। সাধারণ সেই পোশাকের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে আমিরিয়ানা, যার স্পর্শ পাওয়া গেল প্রশ্নোত্তর পর্বেও।

**'সিতারে জ়মিন পর' মুক্তির আগে আপনি ঘোষণা করেছিলেন, ছবিটি কোনও ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে আসবে না। দর্শককে হলে গিয়েই ছবিটি দেখতে হবে। কিন্তু আপনি অবশেষে ইউটিউবে ছবিটি নিয়ে এলেন। ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মের প্রতি মনোভাব পাল্টে গেল হঠাৎ?**

মনোভাব কিছু পাল্টায়নি। আমার কাছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মোটা অঙ্কের টাকার অফার ছিল। কিন্তু আমি কোনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে ছবি বিক্রি করতে চাইনি। চেয়েছি সরাসরি দর্শক বেছে নিক, তাঁরা আমার ছবি দেখতে চান কিনা। হ্যাঁ, আমি হয়তো মিথ্যে বলেছি যে হল ছাড়া আর কোথাও আসবে না ছবিটি। না হলে দর্শক অপেক্ষা করতেন, কবে ছবিটি ঘরে বসে দেখা যাবে! কোভিডে মানুষের ঘরে বসে-বসে সব কিছু করার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই আমি চেয়েছি, সেই অভ্যাস ছেড়ে হলে আসুক। হলের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে আমাকে মিথ্যে বলতে হয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত।

**ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে ছবি দিলেন না, কিন্তু ইউটিউবে ছবিটি মুক্তি দিলেন। পার্থক্যটা বোঝাবেন?**

ইউটিউবে যেভাবে ছবিটি দর্শক দেখবেন, তাকে বলে pay per view মডেল। থিয়েটারের মতোই। ইউটিউব চ্যানেল 'আমির খান টকিজ়'-এ দর্শক ছবিটি দেখতে পাবেন, ১০০ টাকা দিয়ে। এতে দর্শকের সঙ্গে আমার সরাসরি সংযোগ তৈরি হচ্ছে। আর এখন ভারতবর্ষের মানুষ ডিজিট্যাল পেমেন্টে অভ্যস্ত। আমার কাজ ছিল দর্শকের কাছে ছবিটিকে নিয়ে আসা। এবার তাঁরা ছবিটি দেখবেন কি না, এটা তাঁদের ইচ্ছে। ফলে আমার কাছে ডেটা থাকবে, কত মানুষ পয়সা দিয়ে সিনেমাটা দেখেছেন। ইউটিউব কমেন্ট পড়ে সরাসরি বুঝব তাঁদের ছবি কেমন লেগেছে। ওটিটি-র ক্ষেত্রে বা যে-কোনও সাবস্ক্রিপশন মডেলে, দর্শক ভাবেন, সাবস্ক্রিপশন আছে যখন সিনেমাটা একবার দেখাই যায়! তাতে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্বের অন্য দেশ থিয়েটারের পরে পে-পার-ভিউ মডেলে যাচ্ছে, তারপর সাবস্ক্রিপশন



■ নিউরো-এটিপিক্যাল সহ-অভিনেতাদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে আমির

মডেলে। ভারতবর্ষে থিয়েটার থেকে সরাসরি সাবস্ক্রিপশনে চলে যাচ্ছেন নির্মাতারা। আমি এটা পছন্দ করি না। বলতে পারেন, 'সিতারে জ়মিন পর' দিয়ে আমি নতুন মডেলটির পথ দেখালাম। আমিও প্রথমবার এই মডেলে ঢুকেছি, জানি না লাভজনক হবে কিনা।

**আপনি বলেছিলেন, সিনেমা যদি দর্শকের ঘরে চলে যায়, তা হলে দর্শক সিনেমা হলে যাবেন না। আপনিও তো দর্শকের ঘরেই সিনেমা পৌঁছে দিলেন। থিয়েটারের ব্যবসার উপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছেন?**

একটা সুপারহিট সিনেমা দেশের জনগণের ২-৩ শতাংশ মানুষ দেখেন। অর্থাৎ আমার কোনও হিট ছবিও দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। কারণ আমাদের দেশের পপুলেশন। আর সিনেমা হল ৯,০০০-এর মতো। তার মধ্যে সাড়ে চার হাজার স্ক্রিন তো দক্ষিণ ভারতে। তারা চারটি দক্ষিণী ভাষার ছবি দেখায়। আমি ১৫ বছর ধরে ভাবছি মাত্র সাড়ে চার হাজার সিনেমা হলের মাধ্যমে আমি কী করে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছব? কোভিডের সময় দেখলাম, আমার নিজেরই অনেক অভ্যাস বদলে গেছে। ডিজিট্যাল পেমেন্ট এত সহজ করে দিয়েছে

> আমাদের দেশে, সিনেমা হল ৯,০০০-এর মতো। তার মধ্যে সাড়ে চার হাজার স্ক্রিন তো দক্ষিণ ভারতে। তারা মূলত চারটি দক্ষিণী ভাষার ছবি দেখায় সারাবছর



'কুলি' ছবিতে আমিরের অন্যরকম লুক



পরিচালক লোকেশ কঙ্গরাজের সঙ্গে নতুন ছবিতে কাজ করছেন আমির

ভারত সরকার যে, আমি নিজে বাড়িতে বসে জামাকাপড়, বই কিনছি। আগে আমার পকেটে ক্যাশ থাকত, এখন থাকে না। 'ওয়র্ক ফ্রম হোম'-এর দৌলতে লোকে কাজ করছেন বাড়িতে বসে! ইউটিউব এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, যেটা সমস্ত ফোনে প্রি-ইনস্টল করা। প্রতিদিন মোটামুটি ৫৫ কোটি মানুষ ইউটিউব দেখেন। ফলে আমি যদি নিজের ছবি ইউটিউবে দিই, সেটা সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছয়। আগে মনে হত, দেশের জনতা কি অনলাইন পেমেন্ট করে কিছু দেখবেন? কিন্তু এখন সময় বদলেছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বদলাতেই হবে।

**সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তো স্টারডমের সংজ্ঞাও বদলেছে। এই ডিজিট্যাল যুগে, তিন খানের পর আর 'তারকা' তৈরি হবে না, এমনটা আপনি বিশ্বাস করেন?**

একদমই করি না। প্রথমত, আমাদের সময়ের



ফোটো: কৌশিক পাল

■ শুটের দিন নিজের জন্য গয়না বাছছেন আমির

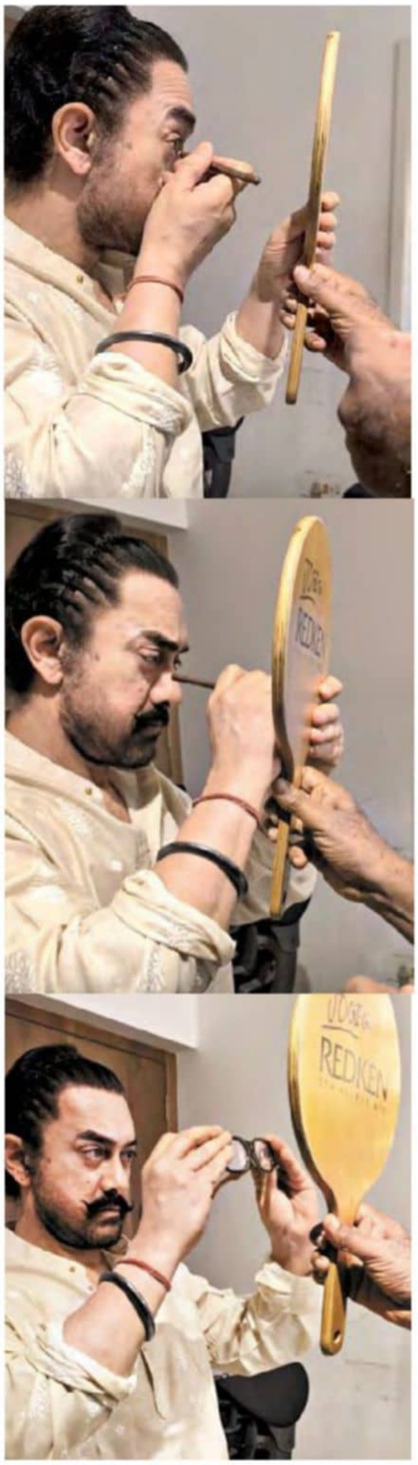


আমাদের সময়ের কথাও যদি ধরি… শুধু আমি, শাহরুখ, সলমন কিন্তু স্টার নই। অজয় স্টার। অক্ষয় স্টার। হৃতিক রোশন বড় স্টার। তারপর এসেছে দুই রণবীর

কথাও যদি ধরি… শুধু আমি, শাহরুখ, সলমন কিন্তু স্টার নই। অজয় স্টার। অক্ষয় স্টার। তারপর হৃতিক রোশন বড় স্টার। তারপর এসে রণবীর কপূর ও সিংহ স্টার হয়েছে। এখন ওই যে ছেলেটি, খুব নাম করেছে…(মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন) 'সইয়ারা' বলে ছবিটির… অহান! ও-ও তো স্টার! সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে স্টারডমের নেচার পাল্টাতে পারে, প্রতিটা প্রজন্ম তাদের স্টার তৈরি করেই নেয়। ফলে লোকে যা-ই বলুক, আমি মনে করি না আমরাই শেষ স্টার।

**'সিতারে জ়মিন পর'-এ আপনি অভিনয় করতে চাননি বলে শোনা যায়। এটা কেন?**
ছবিটি আমার প্রডিউস করার কথা ছিল। ছবির স্ক্রিপ্ট আমার দারুণ লেগেছিল। ফলে এই সিনেমায় অভিনয় করতে চাইনি, তা ঠিক নয়। আমি কোনও ছবিতেই অভিনয় করব না ঠিক করেছিলাম। তার কারণটা সম্পূর্ণ অন্য। কোভিডের সময় আমি দেখি যে, আমি গোটা জীবনটা সিনেমা নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি।

সিনেমায় ডুবে থেকেছি বলে পরিবারকে সময় দিতে পারিনি। ব্যর্থ হয়েছি। বাকি জীবনটা আমি পরিবারকে সময় দেব। অভিনয় অনেক হল। কিন্তু সারাদিন বাড়িতে, বাড়ির লোকের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে দেখলাম, ওরাও সেটা চায় না! বোর হয়ে গেছে। সকলের নিজস্ব জীবন রয়েছে, এগিয়ে গেছে তারা। আমি ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেললে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই আবার কাজে ফিরলাম।




ধুতি-পাঞ্জাবিতে শুটের আগে নিজেই দিলেন রূপটান
ফোটো: কৌশিক পাল




বান্ধবী গৌরী এবং ছেলে আজ়াদের সঙ্গে

সারাদিন বাড়িতে, বাড়ির লোকের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে দেখলাম, ওরা সেটা চায় না! বোর হয়ে গেছে। সকলের নিজস্ব জীবন রয়েছে, এগিয়ে গেছে তারা। আমি ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেললে খুবই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে

**আপনি 'মডার্ন ফ্যামিলি'র একটা মডেলও তৈরি করেছেন। সেখানে আপনি, আপনার প্রাক্তন দুই স্ত্রী, সন্তান, বর্তমান বান্ধবীকে নিয়ে খুশি-খুশি বসবাস করছেন। কোনও বিবাদের কথা সামনে আসছে না, দর্শককে নিজেই সব জানাচ্ছেন... এটা কি বাস্তবে সত্যিই সম্ভব?**

হ্যাঁ, বলতে পারেন আমি বিয়েতে সফল হইনি। কিন্তু ডিভোর্সে হয়েছি (হাসতে-হাসতে)! আমি, রিনা এবং কিরণ একসঙ্গে 'পানি ফাউন্ডেশন'-এ কাজ করি। ফাউন্ডেশনটা আমি এবং কিরণ শুরু করেছিলাম। রিনা তার চিফ অপারেটিং অফিসার। আমরা একটা বড় পরিবার। দেখুন বিয়ে আমাদের দেশে একটা সিরিয়াস ব্যাপার। আমার মনে হয়েছে, একটা সময়ে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকেনি। আমরা চাইলে ওভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম। অনেকেই কাটিয়ে দেন। কিন্তু সেটা কি বিয়ে প্রতিষ্ঠানটার প্রতি সুবিচার হত? পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সম্মান তো আমাদের মধ্যে রয়েছে। শুধু আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকতে পারিনি। আমি মনে করি, দর্শকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্বচ্ছ। আমার ব্যাপারে অন্য জায়গা থেকে তাঁরা খবর পাবেন, তার চেয়ে আমিই বলে দিই! তবে এটাও জানাতে চাই, আনন্দের সঙ্গে কেউ ডিভোর্স করে না। আমরাও অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর নয়, তবে তিক্তও নয়।

**শুটের সময় আপনি বারবার লুক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার কথা বলছিলেন। ছবির ক্ষেত্রেও কখনও ভারী চেহারার পালোয়ান, কখনও রোগাটে গড়নের কলেজ স্টুডেন্ট। কখনও একটি ছবিতেই**

**প্যাকস বানিয়েছেন, আবার ওজন অনেকটা বাড়িয়েছেন। লুক নিয়ে এরকম এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে আপনার শরীরের ক্ষতি হয়নি?**

এমনি তো ফিট লাগে, ভিতরে কিছু ক্ষতি হয়েছে কিনা এখনও বুঝিনি। কিন্তু আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি। তবে এটা তো লুকের জন্য নয়। আমি যে চরিত্রটা বাছব, তা যদি ওই ফিজ়িক্যাল চেঞ্জ ডিমান্ড করে, কী করব? একই ছবিতে যদি আমাকে কম এবং বেশি বয়সে দেখানো হয়, আমাকে তো সেই এফর্টটা দিতে হবে। ফিজ়িক্যালি বয়স্ক ফিল করলে তবেই তো সেটা অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারব। আর তার জন্য শুধু মেকআপ যথেষ্ট নয়। বয়স বেশি দেখাতে হলে আমার দৈহিক গড়ন তেমন হতে হবে। 'সিতারে জ়মিন পর'-এর চরিত্রটি মধ্য তিরিশের। সে বাস্কেট বল কোচ। তার জন্য ওজন কমাতেই হয়েছে। তবে যারা বছরে তিনটে ছবি করেন, তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। এই সব করতে গিয়ে আমার একটা ছবি শেষ হতে এত সময় লেগে যায়। শরীরের কী ক্ষতি হয়েছে, তা তো সময় বলবে। তবে এখন এআই আছে। তার সাহায্যে রোগাকে মোটা, মোটাকে রোগা করা যায়। কমবয়সিকে বয়স্ক দেখানো যায়, বৃদ্ধকে জোয়ান বানিয়ে দেওয়া যায়। সময়ে সিনেমা শেষ করা যায়... তবে তাতে অভিনয়ের মজাটা চলে যায়। ব্যক্তিগত ভবে আমি ওটা পছন্দ করি না।




■ আমিরের ছেলে জুনেদের সিনেমার প্রিমিয়ারে শাহরুখ এবং সলমন

শরীরের কী ক্ষতি হয়েছে, তা তো সময় বলবে। তবে এখন এআই আছে। তার সাহায্যে রোগাকে মোটা, মোটাকে রোগা করা যায়। কমবয়সিকে বয়স্ক দেখানো যায়, বৃদ্ধকে জোয়ান বানিয়ে দেওয়া যায়। তবে ব্যক্তিগত ভাবে...



■ মেয়ে আইরার বিয়েতে আমির এবং প্রাক্তন স্ত্রী রিনা

**লোকেশ কঙ্গরাজের 'কুলি'-তে আপনার লুক নিয়ে প্রচুর চর্চা হচ্ছে। এখন তো সকলেই সাউথের পরিচালকদের হাত ধরে অ্যাকশন ছবির দিকে ঝুঁকছেন। সেই ছকেই এগোলেন? শোনা যাচ্ছে, লোকেশের সঙ্গে আর একটি ছবিতে আপনি কাজ করছেন।**

আমি ছক বুঝতে-বুঝতেই ছক পাল্টে যায় (হাসতে-হাসতে)। আমি যখন এ আর মুরুগাডসের 'গজনী' শুট করেছিলাম, তখন অ্যাকশন ছবি চলছিল। কিন্তু সিনেমাটা শেষ হয়ে মুক্তি পেতে পাঁচবছর লেগে গেল। ততদিনে অ্যাকশনের ট্রেন্ড চলে গেছে! আর দক্ষিণী পরিচালকদের সঙ্গে তো আমি 'সরফরোশ'-এর সময় থেকেই কাজ করছি। লোকেশ যখন আমাকে 'কুলি'র ক্যামিয়ো চরিত্রের প্রস্তাব দেয়, গল্প শোনার আগেই আমি রাজি হয়ে যাই। কারণ তাতে রজনীকান্ত আছেন। আমি রজনীকান্তের বিরাট ফ্যান। ওঁর সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করতে পারার লোভেই রাজি হয়ে যাই। সেই সঙ্গে নাগার্জুনও রয়েছেন। তবে কাজটা করতে গিয়ে দেখি, লোকেশ পরিচালক হিসেবে খুব ক্লিয়ার মাইন্ডেড। তাই ওর সঙ্গে আরেকটা কাজও করছি। সামনের বছর শুট শুরু হবে। যবে ছবিটা মুক্তি পাবে, ততদিনে হয়তো অ্যাকশন ফিল্মের ট্রেন্ড চলে যাবে (হাসতে-হাসতে)।

**প্রতিটা সিনেমা তো অভিনেতাকে অন্তর থেকে একটু বদলে দেয়। 'সিতারে জ়মিন**



পর’ আপনার মধ্যে কী বদল এনেছে?
এই প্রথম আমার সহ-অভিনেতারা নিউরো-ডাইভারজেন্ট মানুষ। এই শব্দটাও আমার পছন্দ নয়। আমার মনে হয় নিউরো-এটিপিক্যাল শব্দটা ভাল। আমরা তাদের জাজ করি। কিন্তু ওরা একদম নন-জাজমেন্টাল মানুষ, জানেন? ওরা কাউকে সহজে জাজ করে না। ওদের মধ্যে ভালবাসার ক্ষমতা অনেক বেশি। অল্পেতে খুশি থাকে। ওরা কিন্তু সেটে পুরো প্রস্তুত হয়ে আসত। নিজেদের কোনও অংশে কম মনে করে না, মানুষের দয়া চায় না। ভালবাসা চায়। আর ধৈর্যও অনেক বেড়েছে আমার।

লোকেশ যখন আমাকে ‘কুলি’র ক্যামিয়ো চরিত্রের প্রস্তাব দেয়, গল্প শোনার আগেই আমি রাজি হয়ে যাই। কারণ তাতে রজনীকান্ত আছেন। আমি ওর বিরাট ফ্যান!

আমিরের সময় এবার শেষ। তাঁকে উঠতে হবে। তিনি জানালেন, বহুদিন পর ফ্যাশনশুট করে বেশ খুশি তিনি। ছবিগুলোও খুব পছন্দ হয়েছে। কোন ছবিটি তাঁর বিশেষ পছন্দের সেটাও জানাতে ভোলেননি। ততক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছেন তাঁর আপ্তসহায়ক। আমিরকে পৌঁছতে হবে অন্য একটি কাজে। তবে আমিরের শরীরী ভাষায় কোনও তাড়াহুড়ো নেই। সকলের ছবি তোলার আবদার মেটালেন হাসিমুখে। ধীরেসুস্থে বসে গল্প করতে-করতে শুটিংয়ের জন্য আনা অ্যাকসেসরিজ় থেকে পছন্দ করলেন একটি কানপাশা! আপ্তসহায়ক বললেন, টি-শার্টের সঙ্গে কানপাশা ভাল লাগবে না, পাঞ্জাবি পরে নিতে। আমিরের উত্তর, “একদম ব্যাকডেটেড তোমরা! খুব বোরিং।” তারপর তাঁর বিখ্যাত বাঁকা হাসি হেসে অনায়াসে টি-শার্টের সঙ্গে কানপাশা পরে নিলেন। চেনা ছকে হাঁটলে আর আমির খান রইলেন কোথায়! বারবার চেনা ছক উল্টে-পাল্টে দেওয়াতেই তো আমিরিয়ানা!

**ফোটোশুটের ছবি:** তেজস নেরুরকর
**পোশাক:** আনন্দ, কুইন্স ম্যানসন
**মেকআপ:** নয়ন পিপালিয়া
**স্টাইলিং:** আয়েশা দেশমুখ
**গয়না:** ট্রাইব বাই আম্রপালি
**কো-অর্ডিনেশন:** আসিফ সালাম

বাতাসে এখন পুজোর গন্ধ। চারিদিকে পুজোর কেনাকাটি, প্ল্যানিং সব শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে সেলেব্রিটিরা নিজেদের কাজে মগ্ন। তাঁদের সঙ্গে **আনন্দলোক**



১



২



৩



৪



৫



৬

১ ‘গৃহপ্রবেশ’-এর স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ে একসঙ্গে উপস্থিত রাজ-শুভশ্রী

২ কলকাতায় ‘ইয়ারি জ্যাম কনসার্ট’-এ পারফরম্যান্সের মাঝে সনম পুরী র

৩ একটি প্রযোজনা সংস্থার অফিসের উদ্বোধনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং জিৎ

৪ & ৫ বাংলা ছবি ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র প্রিমিয়ারে আড্ডায় অনির্বাণ ভট্টাচার্য, অপর্ণা সেন ও সুমন মুখোপাধ্যায়

সেই একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আবীর ও পরমব্রত

৬ মুম্বইতে একটি ফ্যাশন শোয়ে শো-স্টপার জাহ্নবী কপূর

৭ একটি পার্টিতে বাইকের উপর বসে পোজ় ইমনের

৮ নিজের একক গানের অনুষ্ঠানে শ্রাবণী সেন





ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ৪, ৫
অনির্বাণ সাহা: ১, ৩, ৭, ৯




৯

১০





১১

৯ ‘গৃহপ্রবেশ’-এর সাকসেস পার্টিতে চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত এবং জীতু কমল

১০ বিশ্ব ব্যাঘ্রদিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিলাদিত্য চৌধুরীর ফোটো এগজ়িবিশনে উপস্থিত গার্গী রায় চৌধুরী ও দেবলীনা কুমার

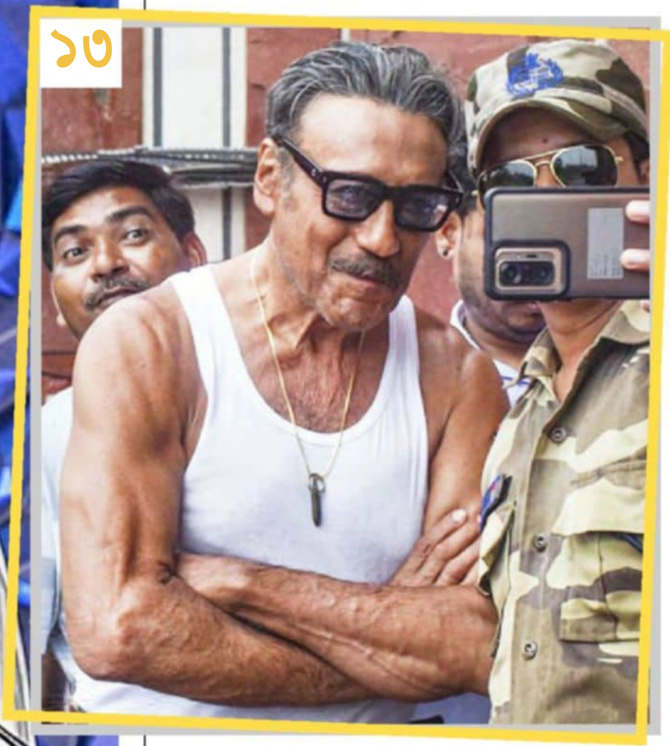
১১ মুম্বইয়ে একটি ইভেন্টে স্বমহিমায় অর্জুন রামপাল

১২ একটি অনুষ্ঠানে এসে স্পিচ দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কাজল

১৩ শুটের মাঝে ভক্তদের সঙ্গে সেলফি জ্যাকি শ্রফের



১২



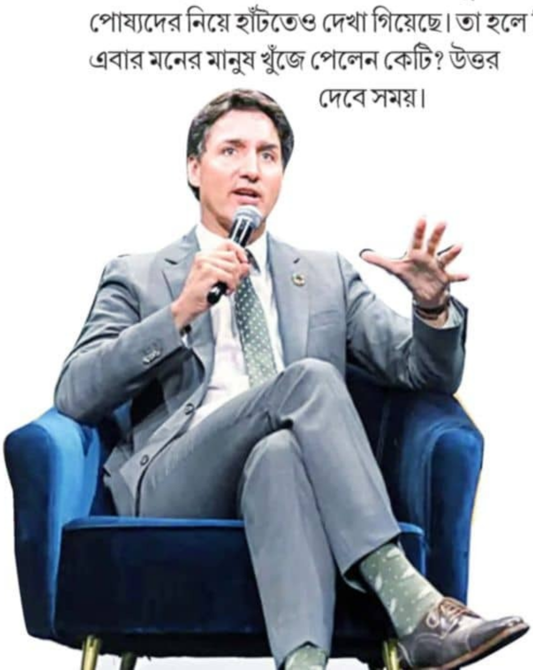
১৩



■ কেটি পেরি। (নীচে) জাস্টিন ট্রুডো

## প্রেম আবার এল

অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে বিচ্ছেদের খবরের অনতিবিলম্বে আবার শিরোনামে কেটি পেরি। কানাডার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে নাকি প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি! জাস্টিনও স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন দু'বছর হল। মন্ট্রিয়েলের একটি রেস্তরাঁয় ট্রুডো এবং কেটিকে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটাতে দেখা যায়। তারপর কেটির লাইভ শো-তে জাস্টিনকে দেখা যায় নিজের কন্যার সঙ্গে। শো শেষে কেটির সঙ্গে বেরিয়ে যান জাস্টিন। কেটির ঘনিষ্ঠমহল থেকে খবর আসছে, দু'জনের মধ্যে প্রেম ঘনীভূত হচ্ছে। মন্ট্রিয়েলের একটি পার্কে তারপর দু'জনকে পোষ্যদের নিয়ে হাঁটতেও দেখা গিয়েছে। তা হলে কি এবার মনের মানুষ খুঁজে পেলেন কেটি? উত্তর দেবে সময়।





■ ব্র্যাড পিট

## স্পিন-অফে ব্র্যাড

কোয়েন্টিন ট্যারেন্টিনো পরিচালিত ২০১৯-এর ছবি 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড' ছবির স্পিন-অফ হচ্ছে। পরিচালনা করছেন ডেভিড ফিঞ্চার। ট্যারেন্টিনো সিকোয়েলের সম্ভাবনা রেখেই লিখেছিলেন চিত্রনাট্য। দুঃখের বিষয়, তাতে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনীত চরিত্রটি বাদ পড়েছে। তবে ক্লিফ বুথ, ছয়ের দশকের স্টান্ট ম্যান, ফিরছে। এবং সেই চরিত্রে আবার দেখা যাবে ব্র্যাড পিটকে। কেন্দ্রীয় চরিত্রই তাঁর কারণ, স্পিন-অফের নাম 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্লিফ বুথ'। ইতিমধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেসে শুটিং শুরু করে গিয়েছে। এর আগে ডেভিড ফিঞ্চারের পরিচালনায় 'ফাইট ক্লাব' ছবিতে অভিনয় করেছেন ব্র্যাড। এই জুটি আবার মন জয় করবে, দর্শক নিশ্চিত।



■ কেলি ম্যাক

## অকাল প্রয়াণ

'ওয়াকিং ডেড' টিভি সিরিজ়ের 'অ্যাডি', অর্থাৎ অভিনেত্রী কেলি ম্যাক মারা গেলেন মাত্র ৩৩ বছর বয়সে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের গ্লায়োমা-তে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। ব্রেন টিউমার হয়েছিল তাঁর। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, অসুস্থ ছিলেন তিনি বহুদিন। কেলি ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞাপন, ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। নিউ ইয়র্ক স্কুল অফ আর্টে পড়াকালীন অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত হন। 'ওয়াকিং ডেড'-এ তাঁর চরিত্রটি খুব জনপ্রিয় হয়, বলাই বাহুল্য। এছাড়াও 'নাইন ওয়ান ওয়ান', 'শিকাগো' এবং 'স্কুলড' সিরিজ়ে অভিনয় করেন কেটি। এছাড়াও ছিলেন পেশাদার ভয়েস ওভার শিল্পী। নিজের জন্মভূমি সিনসিনাটিতেই প্রিয়জনদের মাঝে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

## এভাবেও ফেরত পাওয়া যায়

লস অ্যাঞ্জেলেসে অনেক নামী ব্যক্তিদের বাড়িতে ডাকাতি হয় ২০২৩ সালে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিয়ানু রিভসও। ছ'টি বহুমূল্য ঘড়ি ছিনতাই হয়েছিল তাঁর। চিলির পুলিশ দু'বছর পর সেই ঘড়ি উদ্ধার করে এবং জমা দেয় এফবিআই-এর কাছে। ঘড়ি চালান হয়ে পৌঁছেছিল চিলির রাজধানী স্যান্টিয়াগোতে। সেখানে রেড করে পুলিশ উদ্ধার করে ঘড়িগুলো। চিলির তদন্তকারী পুলিশ অফিসার মার্সেলো ভারাস জানিয়েছেন, কিয়ানু ছ'টি ঘড়ির সম্মিলিত মূল্য ১ লক্ষ পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার। এবার এফবিআই নিশ্চয়ই ঘড়িগুলো পৌঁছে দেবেন তার মালিকের কাছে।



■ কিয়ানু রিভস





## দুঃসহ অপেক্ষা

আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না! ২০০৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় ছবি 'ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা'র সিকোয়েল আসছে এতবছর পর। সেই খবর শোনার পর থেকেই শুরু হয়েছিল অপেক্ষা। কিন্তু ম্যানহাটনের বিভিন্ন জায়গায় শুটিংয়ের নানা চিত্র পাপারাৎজির ক্যামেরায় উঠে আসার পর থেকে সেই অপেক্ষা দুঃসহ হয়ে উঠছে। এই সিকোয়েলে মেরিল স্ট্রিপ, অ্যান হ্যাথওয়ে, স্ট্যানলি টুচি এবং এমিলি ব্লান্টকে দেখা যাবে আবার। প্রথম সামনে আসে অ্যান হ্যাথওয়ের শুটিংয়ের ছবি। তারপর মেরিল স্ট্রিপের। তবে স্ট্যানলি টুচি এবং মেরিল স্ট্রিপের এমন একটি ছবি সামনে এসেছে, যেখানে দু'জনে মেট গালার গালিচায় হাঁটছেন। তারপর থেকে দর্শকের উত্তেজনা তুঙ্গে!

■ **অ্যান হ্যাথওয়ে। (উপরে) স্ট্যানলি টুচি এবং মেরিল স্ট্রিপ**



# বিদ্যার দু’দশক

দেখতে-দেখতে অভিনয় কেরিয়ারের কুড়ি বছর অতিক্রম করলেন তিনি। ফিরে দেখলেন অতীতে। **বিদ্যা বালন**-এর এই সফরের সঙ্গী **আসিফ সালাম**

২০১৫ সালে আনন্দলোক পুজোবার্ষিকীর জন্য মুম্বইতে তাঁর ফোটোশুট হবে। লোখন্ডওয়ালার কাছে একটি স্টুডিয়ো বুক করা হয়েছে। কিন্তু সময়ের অভাবে সেখানে আগে থেকে আর রেকি করতে যাওয়া হয়নি। শুটের দিন সকালে ভেনুতে পৌঁছে সকলের মাথায় হাত। স্টুডিয়োটি এমন একটি ছোট গলির ভিতরে যে সেখানে ভ্যানিটি ঢোকা অসম্ভব। এদিকে স্টুডিয়োর ভিতরে যে মেকআপ রুম সেটা খুবই ছোট এবং তাঁর মাপের সেলেব্রিটির জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। তিনি, বলিউডের হেভিওয়েট নায়িকা, দ্য বিদ্যা বালন। ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে বিদ্যা আসবেন এবং স্টুডিয়ো দেখে শুট ক্যান্সেল করে চলে যাবেন। কল টাইম ছিল দুপুর বারোটা। বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই বিদ্যা হাজির এবং স্টুডিয়োর ভিতরে প্রবেশ করে নিজেই বলেন, ‘‘এই স্টুডিয়োর গলিতে তো ভ্যানিটি ঢুকবে না। আমি এই মেকআপ রুমেই তৈরি হয়ে নিচ্ছি কারণ সবচেয়ে জরুরি শুটটা ঠিকমতো হওয়া। তা ছাড়া আনন্দলোক-এর প্রতিনিধিরা এসেছেন অন্য শহর থেকে, তাঁদের সময়ের তো দাম আছে।’’ যে মানুষটার এই মানের প্রফেশনালিজ়ম, তিনি নিজের কেরিয়ারে কুড়ি বছর অতিক্রম করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। বরং কুড়ি বছর নয়, তাঁর কেরিয়ারের সফর আরও অনেক বেশি দীর্ঘায়িত হওয়াটাই কাম্য। বিদ্যার এই দুই দশকের কেরিয়ার অবশ্য শুরু হয়েছিল বাংলা ছবির হাত ধরে। গৌতম হালদার পরিচালিত বাংলা ছবি ‘ভাল থেকো’ বিদ্যার ডেবিউ ছবি। বিদ্যার সঙ্গে সেই ছবিতে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জয় সেনগুপ্ত, দেবশঙ্কর হালদার, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের মতো তুখোড় অভিনেতারা। তবে নতুন মুখ হয়েও ‘ভাল থেকো’-তে বিদ্যা নিজের একটা ছাপ ফেলেছিলেন দর্শকের মনে। এই ছবির জন্য আনন্দলোক পুরস্কারও পান তিনি। ‘‘আমার কাছে আনন্দলোক বরাবরই খুব স্পেশ্যাল থাকবে। কারণ আমার কেরিয়ারের প্রথম



আনন্দলোক পূজাবার্ষিকীর শুট



রঞ্জিত মল্লিকের হাত থেকে আনন্দলোক পুরস্কার নিচ্ছেন বিদ্যা বালন



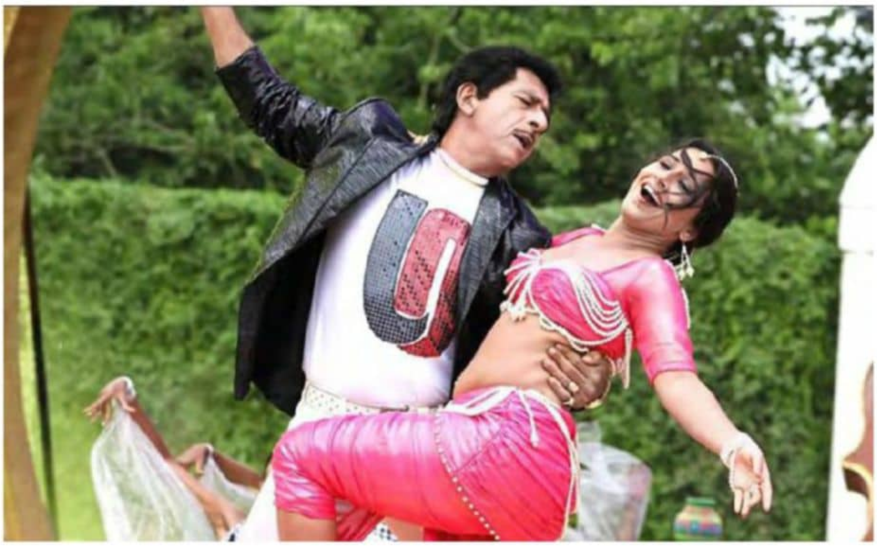
'কাহানি'র শুটে সুজয় ঘোষ ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যা

পুরস্কার ছিল আনন্দলোক পুরস্কার। এই স্বীকৃতি আমাকে অনেক সাহস দিয়েছে, নিজের উপর বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। তাই পরবর্তীকালে যত অ্যাওয়ার্ডই পাই না কেন, আনন্দলোক পুরস্কার বরাবর খুব স্পেশ্যাল হয়ে থাকবে,'' জানান বিদ্যা। নায়িকা মানেই গ্ল্যামার যোগ করার প্রপ হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হবে বা গল্পের নিরিখে তার চরিত্রের কোনও গুরুত্বই থাকবে না, আরও কয়েকজন নায়িকার সঙ্গে বিদ্যাও এই মিথকে ভুল প্রমাণ করেছেন। 'পরিণীতা', 'দ্য ডার্টি পিকচার', 'ইশকিয়া', 'কাহানি' থেকে হালফিলের 'শেরনি', বিদ্যার ছবি মানেই সেখানে নায়কের পাশাপাশি নায়িকারও সমান গুরুত্ব রয়েছে। একটা সময় তো এরকমও বলা হত যে বিদ্যা এতটাই দাপুটে অভিনেত্রী যে তাঁর সঙ্গে বলিউডের সুপারস্টার নায়করা কাজ করতে ভয় পেতেন। সত্যি তো, বলিউডের তিন খান শাহরুখ, আমির বা সলমনের সঙ্গে বিদ্যার কিন্তু কোনও ছবি নেই।

বিদ্যার কেরিয়ারের শুরুর ছবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেজেন্ডের সঙ্গে। সেই অভিজ্ঞতা তিনি কখনও ভোলেননি। সৌমিত্রর কাছ থেকে শেখা এমন কিছু বিষয় তিনি এই কুড়ি বছর ধরে নিজের সঙ্গে রেখে দিয়েছেন। ''আমার প্রথম সেলুলয়েডে শুট ছিল সৌমিত্রদার সঙ্গে 'ভাল থেকো'। এবং এটি ছিল পুরো নীরব শুট। কোনও সংলাপ বিনিময় হয়নি। আমরা মাত্র ১৮ দিনের মধ্যে গোটা ছবিটির শুটিং শেষ করেছিলাম। কলকাতা থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা দূরে ফলতা বলে একটি জায়গায় শুট হত। সৌমিত্রদা প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতেন। সেটে একটা গুজব ছিল যে, তিনি নাকি হোটেলের ঘরে থাকতে ভয় পান! ওখানে নাকি ভূত আছে! আমি যদিও কোনওদিন ওখানে ভৌতিক কিছু অনুভব করিনি। তবে সৌমিত্রদার কাছ থেকে ওই কয়েকদিনে অনেককিছু শিখেছিলাম। একটা কথা স্পষ্ট মনে আছে, উনি বলেছিলেন, 'ক্যামেরার সামনে কখনও অভিনয় করতে যেও না। রিয়েল লাইফে তুমি যেমন থাকো ক্যামেরার সামনেও ঠিক একই রকম থেকো।' আজ অবধি অভিনয়ের সময় আমি এটা ফলো করার চেষ্টা করি। কুড়ি বছর মানে অনেকটা সময়। এতগুলো বছরে নিজের মধ্যে কী কী বদল এনেছেন নায়িকা? উত্তরে বিদ্যা জানান, ''বদল এসেছে মানসিকতায়। আগের বিদ্যা হলে অল্পতেই খুব টেনশন করতাম। আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করে দিতাম। বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এখন আমি অনেক পরিণত হয়েছি। বুঝতে শিখেছি যে নিজের শর্তে বাঁচার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। আমার জন্য যেটা ভাল সেটাই আমি করব। আর জীবনে যতই প্রেশার আসুক, মাথা ঠান্ডা রাখব।'' একটা সময় তাঁকে প্রচুর বডি শেমিং ফেস করতে হয়েছে। ওজন বেশি বলে তাঁকে সমাজমাধ্যমে নানাধরনের কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছে। তবে বিদ্যা মনে করেন সেসব তাঁকে মানুষ হিসেবে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে শিখিয়েছে। নিজেকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। শুধু তাই নয়, কেরিয়ারের মাঝে বিয়ে করে নেওয়ার জন্যও বিদ্যাকে কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। তবে সেসবকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে বিদ্যার বক্তব্য, ''যত আপনাকে নিয়ে সমালোচনা হবে, তত বুঝবেন আপনি ভাল কাজ করছেন। আমার প্রথম হিন্দি ছবি 'পরিণীতা' যখন মুক্তি পায় তখন আমার বয়স ২৬।



প্রথম ছবি 'ভাল থেকো'র দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে



■ 'দ্য ডার্টি পিকচার'-এ নাসিরুদ্দিন শাহ ও বিদ্যার নাচ

আমার সঙ্গে সেই সময় যেসব নায়িকা কাজ করতে তারা আমার চেয়ে অনেক কম বয়সে কাজ শুরু করেছে। তাই আমাকে অনেক রকমের তকমা দেওয়া হয়েছিল। আমি বয়স্ক, বুড়ি! নায়িকা মানেই তাকে একেবারে তরুণী হতে হবে। আমি সেই মিথটাই ভেঙে দিলাম। নায়িকা মানেই গ্ল্যামার সংযোজন নয়, সেটা শুধু একটা অংশ। নায়িকা মানে একার কাঁধে একটা সিনেমা টেনে নিয়ে যাওয়াও। 'দ্য ডার্টি পিকচার'-এ আমাকে ছাড়া ছবিটা ভাবাই যাবে না। 'কাহানি'ও তাই। এটা আমি অহংকার করে বলছি না, কিন্তু সমাজের চিরচারিত ধ্যান-ধারনাকে বদলানোর জন্য বলছি। একটা সময় আমার ওজন নিয়ে কত



■ 'ভুল ভুলাইয়া ৩'র শুটে মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে নাচের রিহার্সাল



■ স্বামী সিদ্ধার্থ রায় কপুরের সঙ্গে

কথা শুনেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার ওজন নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। যখন মনে হয়েছে আমি কিন্তু ওজন কমিয়েও ফেলেছি। কিন্তু ওই যে একটু আগে বললাম, নিজের শর্তে বাঁচা। কেউ বলল বলেই কমাতে হবে তা নয়। আমার যখন মনে হবে আমি তখন কমাব। আমার শরীর, আমার ওজন, আমার ইচ্ছে। যখন ধারণা ছিল যে বিয়ে করলে নায়িকার কেরিয়ার শেষ, আমি সিদ্ধার্থকে বিয়ে করে কেরিয়ারের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করি। আর সেখানে রয়েছে 'কাহানি ২', 'বেগমজান', 'তুমহারি সুলু', 'শকুন্তলা দেবী, 'শেরনি'র মতো ছবি।''

এখনকার দিনে অধিকাংশ নায়িকাই যেখানে কসমেটিক সার্জারির শরণাপন্ন হয়েছেন সেখানে বিদ্যা কিন্তু আজ অবধি এগুলো থেকে দূরে থেকেছেন। ইন ফ্যাক্ট কেরিয়ারের শুরুর দিকে প্রদীপ সরকারের মতো সিনিয়র ব্যক্তিত্ব যখন বিদ্যাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নাকের সার্জারি করাতে, সেটাও নাকচ করে দিয়েছিলেন বিদ্যা। ''আমাকে প্রদীপদা বলেছিলেন 'তোমার নাকটা অনেক লম্বা, একটা অস্ত্রোপচার করিয়ে নাও। ক্যামেরায় দেখতে ভাল লাগবে।' আমি দাদাকে মুখের উপর না করেছিলাম। ইন ফ্যাক্ট আজ অবধি আমার মুখের উপর কোনওকিছু করা হয়নি, শুধু ফেশিয়াল বাদে। ঈশ্বর যেমন বানিয়েছেন আমি তেমনটাই থাকতে চাই,'' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান বিদ্যা। আপাতত খুব সিলেক্টিভ কাজ করবেন সঙ্গে সংসার এবং নিজেকে ভাল রাখা, এটাই পরিকল্পনা বিদ্যার। তবে শেষে একটা প্রশ্ন না করলেই নয়। বলিউডের তিন খানের বিপরীতে কবে দেখা যাবে? ''শাহরুখ, আমির, সলমন, তিনজনই খুব ভাল অভিনেতা, সুপারস্টার। আমার সঙ্গেও তাদের সুসম্পর্ক। কিন্তু তাদের সঙ্গে কাজ করতে চেয়ে আমি মরে যাচ্ছি না! অন্তত বিগত কুড়ি বছরে নিজের এইটুকু তো জায়গা তৈরি করতে পেরেছি যে তিন খান ছাড়াই আমার চলে যাচ্ছে। আমার কাছে বরাবর কনটেন্ট জরুরি, স্টার নয়। তাই ছবিতে কে থাকছে তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় ছবির গল্পে কী থাকছে,'' সাইন অফ করলেন বিদ্যা, একেবারে নিজের স্টাইলে!

# মেডিকেটেড চা: সঞ্জীব কপূর

খাবারের রেসিপি তো অনেক হল, এবার কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে এসে স্পেশ্যাল মেডিকেটেড চায়ের রেসিপি শেয়ার করলেন শেফ **সঞ্জীব কপূর**। সঙ্গে জানালেন এই চায়ের উপকারিতার কথাও।





■ এলাচ



■ চা পাতা



■ গোল মরিচ

আমাকে প্রত্যেকবারই যখন কোনও রেসিপি শেয়ার করতে বলা হয়, আমি কোনও খাবারের রেসিপি শেয়ার করি। সকলে হয়তো সেটাই আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। কিন্তু আজ আনন্দলোক-এর পাঠকদের জন্য আমি খাবার নয়, একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়ের রেসিপি শেয়ার করব। ভারতীয়দের মধ্যে যে পানীয় সবচেয়ে জনপ্রিয়, সেটা হল চা। তবে আমার এই চা বিশেষ মেডিকেটেড চা, যা আপনার স্বাস্থ্যকে ভাল রাখবে। এমনিতেও চায়ের কিন্তু অনেক গুণ রয়েছে। নিয়মিত চা পান করলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চা তৈরির অনেক ঝামেলাও রয়েছে। কখনও দুধ পুড়ে যায়, কখনও ঠিকমতো চা ফোটানো হয় না, কখনও চায়ের স্বাদ মনমতো হয় না। তাই আমি একটি সরঞ্জাম মার্কেটে এনেছি চায়ে ম্যাজিক নামে। এই যন্ত্র চা তৈরির দৈনন্দিন ঝামেলা থেকে আপনাদের মুক্ত করে নিশ্চিন্তে চায়ের স্বাদ গ্রহণের সুবিধা করে দিতে চলেছে। যাই হোক, এবার আমি শেয়ার করি আমার বিশেষ মেডিকেটেড চায়ের রেসিপি।



■ সঞ্জীব কপূর

**উপকরণ**: জল ২ কাপ, দুধ ১ কাপ, চা পাতা ২ চামচ, চিনি স্বাদমতো, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, জ়াফরান, আদা।

**প্রণালী**: প্রথমে, একটি পাত্রে জল গরম করুন এবং তাতে চা পাতা যোগ করুন। জল ফুটে উঠলে দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, জ়াফরান, আদা যোগ করুন এবং ২-৩ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এরপর দুধ এবং চিনি যোগ করে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। চায়ে একটি উৎকৃষ্ট স্বাদ আনতে, আপনি চাইলে সামান্য আদা বাটা যোগ করতে পারেন। পরিবেশনের আগে চা ছেঁকে নিন এবং গরম গরম পরিবেশন করুন।

**সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন:** আসিফ সালাম




## বিতর্কে কার্তিক

পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবেন কার্তিক আরিয়ান। এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। এমনিতেই ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব নিয়ে উত্তপ্ত বলিউড। নিষিদ্ধ করা হয়েছে একাধিক পাকিস্তানি তারকাদের। তার মাঝে কার্তিকের এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে সকলকে। শোনা গিয়েছিল, আমেরিকার হিউস্টনে ভারতীয়দের আয়োজিত একটি 'আজ়াদি উৎসব'-এ যোগ দেবেন অভিনেতা। কিন্তু যে রেস্তোঁরাতে অনুষ্ঠানটি হবে, সেটি আসলে একজন পাকিস্তানি ব্যক্তির। আয়োজক আসলে তিনিই। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজের পক্ষ থেকে সর্তক করা হয় কার্তিককে। কিন্তু এই খবর জানাজানি হতেই রীতিমতো বেঁকে বসে কার্তিক আরিয়ানের পিআর টিম। পুরোটাই ভুয়ো বলে আখ্যা দেন তাঁরা। অপরদিকে একাংশের দাবি, ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কার্তিকের উপস্থিত থাকার কথা। তবে পরবর্তীতে কার্তিকের টিম ওই আয়োজকদের জানায়, অনুষ্ঠানের প্রচারের জন্য তারা যেন কোনওভাবেই কার্তিকের নাম বা ছবি ব্যবহার না করে।।

■ কার্তিক আরিয়ান

## অভিযুক্ত বিজয়

অভিনেতা বিজয় সেতুপতির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। এক মহিলা সোশ্যাল মিডিয়া মারফত এ খবর ফাঁস করেছেন। ওই মহিলা লিখেছেন, অভিনেতা দীর্ঘদিন তাঁর উপর যৌন নির্যাতন করেছেন। এখন নাকি তাঁকে রিহ্যাবে থাকতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন এমন ঘটনার সম্মুখীন হওয়ায় মানসিকভাবে একেবারে বিপর্যস্ত ওই মহিলা। শুধু তিনিই নন, আর এক মহিলার সঙ্গেও নাকি এমন করেছেন বিজয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অভিনেতার বক্তব্য, তিনি এমন কিছুই করেননি। এতদিনে একটু হলেও সম্মান অর্জন করেছেন। তাই এগুলো সবই তাঁকে ছোট করার চক্রান্ত।



■ বিজয় সেতুপতি

## গোপনে বিয়ে?

প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটর আব্দুল রজ্জাককে গোপনে বিয়ে করেছেন তমন্না ভাটিয়া! বিজয় ভর্মার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসতেই তমন্না ও আব্দুলের প্রেম ও বিয়ে নিয়েও গুঞ্জন শুরু। একটি পুরনো ছবিতে দেখা গিয়েছে, তমন্না ও আব্দুল সোনার দোকানে হাসি মুখে গয়না দেখছেন। ছবিটি আসলে কোন কারণে তোলা হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়। এমন অভিযোগ উঠতেই তমন্নার উত্তর তৈরি। তিনি প্রথমেই ক্ষমা চান, ক্রিকেটারের কাছে। অভিনেত্রীর বক্তব্য, এমন রটনার জন্য আব্দুলের বৈবাহিক জীবনে প্রভাব পড়তে পারে। তাছাড়া আব্দুলকে ভাল ভাবে চেনেন না অভিনেত্রী। তমন্না জানান, তাঁর সঙ্গে এমন নাম জুড়ে দেওয়া হয়, যা তিনি নিজেও জানেন না। তাঁর সঙ্গে বিরাট কোহলির নামও জড়িয়েছিল।



■ ওয়াহিদা, আশা এবং হেলেন

## একান্তে তাঁরা

এই ফ্রেম নতুন হলেও পুরনো। তাঁর উত্তর ছবিতেই স্পষ্ট। এক সময় বলিউডে রাজ করতেন তাঁরা। কথা হচ্ছে ওয়াহিদা রেহমান, আশা পারেখ এবং হেলেনের। এখনও তাঁদের জনপ্রিয়তা বা বন্ধুত্ব কোনও কিছুতেই ভাটা পড়েনি। সম্প্রতি পুরনো বন্ধুরা আবারও একত্রিত হলেন। বহু বছর ধরেই খুব ভাল বন্ধু তাঁরা। সম্প্রতি মুম্বইয়ের একটি রেস্তোরাঁয় ডিনার ডেটে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে আশা লেখেন, 'যব উই মেট! আমার ভালবাসার মানুষদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর মুহূর্ত'।



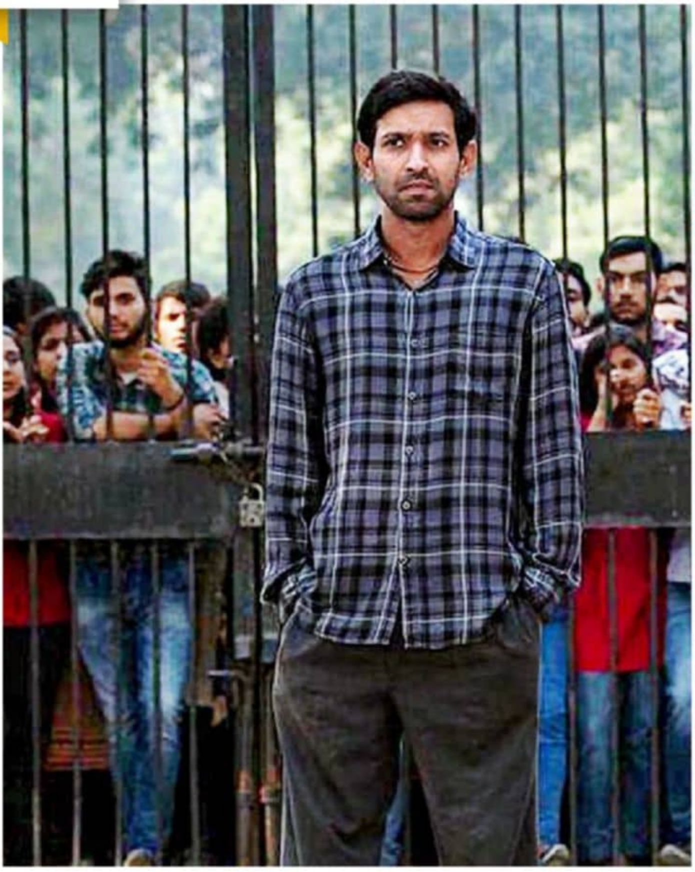
■ তমন্না ভাটিয়া



■ রণবীর সিংহ

## বিপাকে 'ডন থ্রি'

ফের পিছিয়ে গেল 'ডন থ্রি'র শুটিং। এক কথায় এই ছবির কাজ বিশ বাঁও জলে। প্রায় দু'বছর আগে এই ছবির কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। পিছিয়ে তা চলতি বছরে এসে স্থির হয়। কিন্তু তাতেও বিপত্তি। বিক্রান্ত ম্যাসি ছবিটি করবেন না জেনে, বড় ঢাক্কা পেয়েছিল ছবির পুরো টিম। তার আগে ফারহান আখতারের একটি ছবির জন্য 'ডন থ্রি'র শুটিং পিছিয়ে গিয়েছিল। এ দিকে কিয়ারার পরিবর্তে কৃতি শ্যাননকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়েও কোনও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এই সব কিছুতে সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছেন রণবীর সিংহ। কারণ এই ছবিটির জন্য মুখিয়ে রয়েছেন অভিনেতা। এখন শোনা যাচ্ছে, হয়তো পরবর্তী বছর ছবির শুটিং শুরু হতে পারে। আর তা যদি না হয়, তা হলে দীর্ঘ সময়ের জন্য এই ছবির কাজ স্থগিত থাকবে।



■ 'টুয়েলফথ ফেল'-এর জন্য বিক্রান্ত ম্যাসি পেলেন সেরা নায়ক-এর পুরস্কার




■ ৩৩ বছরের কেরিয়ারে এই প্রথমবার জাতীয় পুরস্কার পেলেন শাহরুখ

# জাতীয় পুরস্কার নিয়ে তরজা

**৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার**-এ চমকের চেয়েও বেশি কি সমালোচনাই সঙ্গী হয়ে থাকল? এমনিতেই সিনেমার জগতে 'কুলীন' পুরস্কার এটি, তাই তারকা থেকে পরিচালক সকলেই মুখিয়ে থাকেন এই সম্মানের জন্য। কিন্তু এ বার বিচারকদের বিচার নিয়ে প্রশ্ন কি একটু বেশিই? খতিয়ে দেখল আনন্দলোক

নিঃসন্দেহে জাতীয় পুরস্কার একটি অত্যন্ত গর্ব এবং উদযাপনের মঞ্চ। এখানে স্বীকৃতি পাওয়া মানে যে কোনও শিল্পীর কাছেই তা এক বিশাল বড় পাওনা। তবে এবারের জাতীয় পুরস্কারকে কেন্দ্র করে একাধিক অভিযোগও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন দেশের সবচেয়ে বড় সুপারস্টার শাহরুখ খানের প্রথমবার এই পুরস্কার পাওয়া নিয়ে সর্বত্র জয়গান শোনা যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে 'দ্য কেরালা স্টোরি'র মতো প্রোপাগান্ডা ছবির স্বীকৃতি পাওয়া নিয়ে উঠেছে তুমুল সমালোচনার ঝড়।

## এতদিন পর শাহরুখ!

এ বারে সেরা অভিনেতার সম্মান পেয়েছেন শাহরুখ খান। ৩৩ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে এই প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেলেন তিনি। প্রশ্ন উঠেছে, একটি জাতীয় পুরস্কার পেতে এতগুলো বছর কেন অপেক্ষা করতে হল সুপারস্টারকে? একটা সময় অবধি বলা হত, জাতীয় পুরস্কারে নাকি তথাকথিত বাণিজ্যিক ছবিগুলি অবহেলিতই থাকে। যেগুলি সাধারণত ফেস্টিভ্যাল সার্কিটের ছবি, সেগুলিই তুলনায় বেশি সম্মানিত হয়। এ কথা একেবারে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, পরিসংখ্যানই তা বলে দিচ্ছে। তবে শাহরুখ খান পুরস্কার পেয়েছেন 'জওয়ান'এর জন্য, যা আদ্যোপান্ত বাণিজ্যিক ছবি। বছরখানেক আগে 'পুষ্পা: দ্য রাইজ়'এর জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন অল্লু অর্জুন। প্রথম তেলুগু অভিনেতা হিসেবে ছিল সেই সম্মান। 'পুষ্পা' বা 'জওয়ান'এর মতো ছবি ও তাঁদের বাণিজ্যিক সুপারস্টারদের সম্মানিত করে জাতীয় পুরস্কারও কি নিজের ইমেজ শোধরানোর চেষ্টা করছে ইদানীং? বার্তা দিল যে জনগণের পছন্দকে তারা কুর্নিশ করছে? অনেকেই বলছেন, 'জওয়ান' নয়, বরং শাহরুখের অনেক আগেই পুরস্কৃত হওয়া উচিত ছিল 'স্বদেশ', 'মাই নেম ইজ় খান' বা 'চক দে ইন্ডিয়া'র মতো ছবির জন্য। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 'জওয়ান' তাঁর তিন দশকের কেরিয়ারে সবচেয়ে বড় হিট। 'জওয়ান' এমন একটি ছবি যা বাণিজ্য সফল তো বটেই, একইসঙ্গে সমালোচক মহলেও আদৃত। এবং এই অ্যাকশন অবতারের মাচো শাহরুখকে 'লার্জার দ্যান লাইফ' হিসেবে পর্দায় দর্শক

দেখলেন ৩৩ বছরে এই প্রথম! ঠিক যে ভাবে শাহরুখের ডুবন্ত কেরিয়ারে মোড় ঘোরানো ছবি উপহার দেওয়ার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত অ্যাটলির কাছে, তেমনই আদতে দক্ষিণ জাত ছবিটির জন্যই প্রথম জাতীয় পুরস্কারের জন্যও কি তিনি একটু কৃতজ্ঞ থাকবেন না? শাহরুখের জয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলা নিয়ে নয়। বরং, শাহরুখের মতো সুপারস্টারকে কেন বিক্রান্ত ম্যাসির সঙ্গে পুরস্কার ভাগ করে নিতে হবে, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। ‘টুয়েলফথ ফেল’এ বিক্রান্ত নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু যে পুরস্কারের জন্য শাহরুখের মতো তারকাকে অপেক্ষা করতে হল ৩৩ বছর, তা এত সহজে বিক্রান্ত পেয়ে গেলেন কী করে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শাহরুখ ভক্তরা! একই ভাবে রানি মুখোপাধ্যায়ও পুরস্কৃত হলেন এতদিন পরে, ‘মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে’র জন্য। যাঁর ঝুলিতে ‘ব্ল্যাক’এর মতো ছবি, তিনিও এতদিন পরে সম্মান কেন পেলেন?

## ইমেজ সংস্কারের জন্যই কি পুরস্কৃত ‘জওয়ান’?

প্রোপাগান্ডা ছবি জাতীয় মঞ্চে সম্মানিত হয়েছে এ বার। ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ কেন পুরস্কৃত হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।




■ ‘ডিপ ফ্রিজ’ পেল সেরা বাংলা ছবির সম্মান



■ সেরা অভিনেত্রী, রানি মুখোপাধ্যায়



■ ‘দ্য কেরালা স্টোরি’র পুরস্কার পাওয়া নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে যথেষ্ট

ছবিটির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন সুদীপ্ত সেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, এমন বিভাজনমূলক, ফেক ন্যারেটিভের ছবিকে সম্মানিত করে ভয়ঙ্কর ভুল বার্তা দিল পুরস্কার কমিটি। সিনেমাটিক গুণেও প্রায় শূন্য পাবে এমন ছবি, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। যে বিচারক মণ্ডলীতে রয়েছেন আশুতোষ গোয়ারিকরের মতো পোড়খাওয়া পরিচালক, সেখানে কী ভাবে দুর্বল স্ক্রিপ্ট, দুর্বল সিনেমাটোগ্রাফির ছবিটি পুরস্কৃত হতে পারে? তাও আবার সেরা পরিচালকের মতো প্রেস্টিজিয়াস বিভাগে? যেখানে ‘বিদুথালাই’, ‘চিত্তা’, ‘আতম’এর মতো দারুণ সব ছবি

> যে বিচারক মণ্ডলীতে রয়েছেন আশুতোষ গোয়ারিকর, সেখানে কী ভাবে দুর্বল স্ক্রিপ্ট, দুর্বল সিনেমাটোগ্রাফির ছবি পুরস্কৃত হয়?

ছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, পুরস্কারের স্বচ্ছতা নিয়ে। তাই কি খানিকটা ইমেজ সংস্কারের জন্যই ‘জওয়ান’কে পুরস্কৃত করা হল? ছবিতে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বার্তা দেওয়া হয়েছে একাধিক। তা সত্ত্বেও সেই ছবিকে একই বছর পুরস্কৃত করা হল, যে বার ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ও পুরস্কৃত হয়েছে।

## বাংলা ছবি নাকি দেখার মতো নয়!

এবারে সেরা বাংলা ছবি বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে অর্জুন দত্তর ‘ডিপ ফ্রিজ’। সেটি নিঃসন্দেহে খুশির খবর। কিন্তু কলকাতা থেকে জুরি বোর্ডে থাকা একমাত্র প্রতিনিধি অনীশ বসু বলেছেন, এ বছর বাংলা থেকে সাবমিটেড ছবিগুলি দেখে নাকি যারপরনাই হতাশ বিচারকরা। বাংলা ছবির গুণগত মান

নিয়ে একজন জাতীয় পুরস্কার কমিটির বিচারকের এহেন মন্তব্যেও শোরগোল পড়া স্বাভাবিক! অনীশ বলেছেন, "বাংলার সিনেমা একটা সময়ে 'ব্র্যান্ড' ছিল। কিন্তু এবারে যে ছবিগুলিকে সাবমিট করা হয়েছে, তার মান বিচারকদের কাছে অত্যন্ত হতাশাজনক লেগেছে। সে কারণেই কোনও বিভাগে কোনও বাংলা ছবি পুরস্কার জেতেনি।" এই মন্তব্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বিরোধিতা করেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় থেকে ইন্দ্রাশিস আচার্য। সৃজিতের 'পদাতিক' এবারে সাবমিশনে ছিল। অনীশ অভিযোগ করেন সব ছবিগুলিই নাকি একরকম, একই লোকেশনে মনে হয়েছে। সৃজিত বলেন, "আমার তৈরি 'পদাতিক' ৮৮টি লোকেশনে শুট হয়েছে। ১২টি আন্তর্জাতিক, দক্ষিণ এশীয় ও ভারতীয় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েছে। সেই ছবিকে ফাইনাল রাউন্ডে লড়াই অবধি করতে দেওয়া হয়নি।" ইন্দ্রাশিসের 'নীহারিকা' ছিল তালিকায়। তাঁর মতে, "কেউ জাতীয় পুরস্কার পেলেই তিনি যা খুশি বলার লাইসেন্স পেয়ে যান। বাংলা ছবি পুরস্কৃত না হলেও, তাকে নিয়ে মিথ্যেভাষণ বন্ধ হোক।"

## ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলেন কারা, রইল সেই তালিকা...

**সেরা হিন্দি ফিল্ম**
কটহল: আ জ্যাকফ্রুট মিস্ট্রি

**সেরা অভিনেতা**
শাহরুখ খান (জওয়ান)
বিক্রান্ত ম্যাসি (টুয়েলফথ ফেল)

**সেরা অভিনেত্রী**
রানি মুখোপাধ্যায়
(মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে)

**সেরা সিনেমা**
টুয়েলফথ ফেল

**সেরা ডিরেক্টর**
সুদীপ্ত সেন (দ্য কেরালা স্টোরি)

**সেরা পপুলার সিনেমা**
রকি অউর রানি কী
প্রেম কহানী (হিন্দি)

**বেস্ট ফিচার ফিল্ম প্রোমোটিং ন্যাশনাল, সোশাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ভ্যালু**
স্যাম বাহাদুর (হিন্দি)

**সেরা সহ-অভিনেতা**
বিজয়া রাঘবন (পোকাল্লম),
মুথু পেট্টাই সমু ভাস্কর (পার্কিং)

**সেরা গায়ক**
পিভিএন এস রোহিত
(প্রেমিস্তুন্না, বেবি)

**সেরা গায়িকা**
শিল্পা রাও (চলেয়া, জওয়ান)

**সেরা সিনেমাটোগ্রাফি**
দ্য কেরালা স্টোরি

**সেরা সাউন্ড ডিজ়াইন**
অ্যানিম্যাল

**সেরা বাংলা ফিল্ম**
ডিপ ফ্রিজ
(পরিচালক-অর্জুন দত্ত)



'পদাতিক'-এর জাতীয় পুরস্কার না পাওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ অনেকেই



'আদুজীবীতম' জাতীয় পুরস্কার না পাওয়ায় অনেকেই খুব অবাক হয়েছেন

## পৃথ্বীরাজ কেন বাদ?

বিচারকদের আরও একটি কারণে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। এ বারে অনেকেই ভেবেছিলেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন বা তাঁর ছবি 'আদুজীবীতম' পুরস্কৃত হবে। কিন্তু আশুতোষ গোয়ারিকর বলেন, 'ছবিটি নাকি অথেন্টিক নয়।' ছবির পরিচালক ব্লেসি অভিযোগের উত্তরে বলেন, "আশুতোষ আগে আমার ছবির প্রশংসা করেছিলেন। যিনি ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন, তিনিই পরে টেকনিক্যাল কারণ দেখিয়ে ছবিটিকে বাতিল কীভাবে করেন?" আশুতোষ নাকি ছবিটি দেখে ব্লেসিকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিশদে আলোচনার জন্য। কিন্তু তিনি ট্র্যাভেল করছিলেন বলে থাকতে পারেননি লাঞ্চে। প্রশ্ন উঠছে, যে ছবি নিয়ে জুরিদের মধ্যেই এত উন্মাদনা সৃষ্টি করল, তা হঠাৎই জুরি মেম্বারদের অপছন্দের তালিকায় চলে গেল কেন?

> অনেকেই ভেবেছিলেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন বা তাঁর ছবি 'আদুজীবীতম' পুরস্কৃত হবে। কিন্তু আশুতোষ গোয়ারিকর বলেন, 'ছবিটি অথেন্টিক নয়।' অথচ আশুতোষ ছবিটি দেখে পরিচালককে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সমালোচনা থাকলেও, যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন, তাঁদের জন্য আনন্দলোক-এর পক্ষ থেকে রইল অনেক অভিনন্দন। তবে আমাদের আশা, ভবিষ্যতে জাতীয় পুরস্কার-এর মতো দেশের শ্রেষ্ঠ মঞ্চে এরকম অপ্রীতিকর অভিযোগ ওঠার কারণ যেন আর না থাকে।



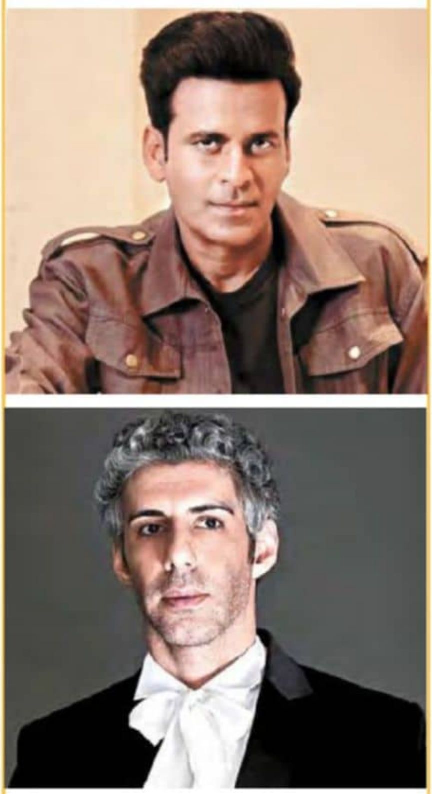
■ কাজল

## কামব্যাক করছেন কাজল

'দ্য ট্রায়াল'-এর দ্বিতীয় সিজ়ন আসতে চলেছে। নেটমাধ্যমে সম্প্রতি এমন ঘোষণা করেছেন কাজল। একটি মজার ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি বলেন, "আমি আর কতবার কামব্যাক করব! আপনারা ভাবেন আমি শুধু চেঁচাই আর কামব্যাক করি!" তারপরই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি ওয়েব সিরিজ়ের দ্বিতীয় সিজ়নের কথা বলেন। এর আগের সিজ়নে এই সিরিজ় যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল। তাই এবারের সিজ়ন নিয়ে দর্শকের মনে আগ্রহ রয়েছে, বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে কাজল সেই ভিডিয়োতে এও বলেন, "আমি নিজে এই সিরিজ় নিয়ে খুব উৎসাহী। আমার ছেলেমেয়েদেরও এই সিরিজ়টি খুব প্রিয়। আশা করি আপনাদেরও ভাল লাগবে।"

## কপ ড্রামায় মনোজ-জিম

নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে চলেছে নতুন কপ ড্রামা 'ইন্সপেক্টর জ়েন্ডে'। সাত ও আটের দশকের মুম্বইতে স্থিত এই কপ কমেডি ড্রামার মুখ্য আকর্ষণ মনোজ বাজপেয়ী ও জিম সারভ। মনোজ এখানে ইন্সপেক্টর মধুকর জ়েন্ডে ও জিম হলেন 'সুইমসুট কিলার'। ছোট ও বড় পর্দার একাধিক পরিচিত মুখ থাকছেন ছবিটিতে। শুধু কাস্টিংয়ে নয়, শোনা যাচ্ছে এই কপ ড্রামার প্রধান চমক হল এর কনটেন্টে। এরকম কনটেন্ট নাকি আগে কখনও হিন্দি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যায়নি। এছাড়া, মনোজ এবং জিম দু'জনেই তুখোড় অভিনেতা। তাঁদের একে-অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃশ্যগুলোতেও নাকি থাকবে চমক।



■ মনোজ বাজপেয়ী ও জিম সারভ



■ নাচ দিয়ে পুরনো স্মৃতি তাজা করলেন দেব এবং শুভশ্রী

# আবার বছর ১০ পর এক ফ্রেমে দেব-শুভশ্রী

**দেব** এবং **শুভশ্রী** যে বাংলা সিনেমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড, তা প্রমাণ হল আরও একবার। 'ধূমকেতু'র ট্রেলার লঞ্চে বীজ বপন হল ভবিষ্যতের। আবারও কি জুটি হিসেবে ফেরার সম্ভাবনা আছে তাঁদের? লিখছেন **সায়ক বসু**

প্রায় দশ বছর পরে একসঙ্গে মঞ্চে এলেন তাঁরা। ইন্টারভিউ দিলেন একসঙ্গে, নাচলেন একসঙ্গে, চোখে-চোখ রাখলেন, হাতে হাত... এবং প্রমাণ করলেন বাংলা সিনেমার জগতে এই মুহূর্তে তাঁদের চেয়ে বেশি রোম্যান্টিক, বেশি 'বিক্রয়যোগ্য' এবং লার্জার দ্যান লাইফ জুটি আর নেই। 'ধূমকেতু' ছবিটির ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানের জন্য নজরুল মঞ্চের ভরা প্রেক্ষাগৃহে দেব-শুভশ্রী শুধু প্রথমবার একসঙ্গেই এলেন না, উত্তর দিলেন এমন কিছু প্রশ্নের, যা নিয়ে এতদিন ধরে মানুষের মনে কৌতূহল ছিল। সেই কারণেই হয়তো এই



■ 'ধূমকেতু' ছবিতে দেব এবং শুভশ্রী

ছবির প্রচারে এর আগে একসঙ্গে কোনও মিডিয়া ইন্টারভিউ দেননি তাঁরা। কারণ জনসমক্ষে স্বীকারোক্তির অভিঘাত সবসময় বেশি হয়। তাই তো, ভরা প্রেক্ষাগৃহে দাঁড়িয়ে শুভশ্রী হাত বাড়িয়ে দিতে পারলেন দেবের দিকে এবং জিজ্ঞেস করতে পারলেন, 'আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?' দেব উত্তরে বললেন 'কেন?' এবং শুভশ্রী বলেন 'এমনি'। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেব যে-যে ছবি পোস্ট করেন, তার অধিকাংশের ক্যাপশনেই লেখেন 'এমনি'। হতে পারে, উপরোক্ত কথোপকথন 'চ্যালেঞ্জ' ছবিটির সংলাপ, যা নিয়ে হয়েছে বিস্তর ট্রোলও, কিন্তু

দেব এবং শুভশ্রীর কেরিয়ারের শুরুর দিকের এই ছবির সঙ্গেই জুড়ে গিয়েছে তাঁদের সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা, এবং ব্রেকআপের রহস্যময়তা। সেই রহস্যের সঙ্গে জুড়ে আছে দেবের ওই ক্যাপশনে লেখা 'এমনি' শব্দটিও। কোথাও কি শুভশ্রীকে এখনও মিস করেন তিনি? সেই ধোঁয়াশাই সেদিনের রাতে উস্কে গেল যেন, আবার। আজ দু'জনে দু'প্রান্তে চলে গেলেও, ফিরে এলেন কোথাও।

তবে বাকি আরও অনেক কিছুই ছিল। সঞ্চালক তথা অভিনেতা রোহন ভট্টাচার্য যখন প্রশ্ন করলেন, তাঁরা কবে থেকে একে অপরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করা শুরু করবেন, দেব তখন উত্তর করেছিলেন, 'ব্লক থেকে আনব্লক হয়েছে, এটাই কি যথেষ্ট নয়?' বোঝাই যাচ্ছিল, তাঁর লক্ষ্য শুভশ্রী। কিন্তু উল্টো গুগলি দেন শুভশ্রীও। বলেন, 'কে করেছিল ব্লক? ব্লকটা করল কে? আমি তো করিনি।' জনতার সামনে সত্যিটা সামনে আনলেন তিনি। চেয়ে নিলেন নিজের ফোন। এবং পরক্ষণেই সব দূরত্বের সীমা অতিক্রম করে ফের একে অপরকে 'ফলো' করতে শুরু করলেন তাঁরা। তুললেন সেলফিও। অথচ



একসঙ্গে হয়তো প্রথমবার, হাত ধরে মঞ্চে এলেন না তাঁরা। কিন্তু ফিরলেন হাতে-হাত ধরেই

খারাপ লাগা কি নেই? দেবকে একটি গানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুভশ্রী যখন গেয়ে ওঠেন, 'বিজলি থেকে খোকা বিড়ি জ্বালায়, সেই বিড়ির ছাই সবাই হাত পেতে নেয়,' তখন তো দেব সত্যিই বুঝতে পারেন না, শুভশ্রী তাঁর সমালোচনা করলেন, নাকি প্রশংসা! আসলে এই অনুষ্ঠান যেন অনেকটাই দেব এবং শুভশ্রীর ব্র্যান্ডভ্যালু বাড়ানো এবং প্রফেশনাল-ব্যক্তিগত জীবনের মাঝের বিভেদরেখা ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য। তাই তো যখন, দেব বলেন, 'অনস্ক্রিন জুটি নিয়ে আলোচনা হলে, আমার নাম থেকে শুভশ্রীর নাম সরানো যাবে না।' বা তুমি যেখানেই যাও, ('দেব' বলতে গিয়ে একটু থেমে) 'ধূমকেতু' তোমার পিছু ছাড়বে না, তখন তো দর্শকের মনের আশাই পূর্ণ হয়। তাঁরা ঠিক যেটা শুনতে চান, সেটাই তাঁদের শুনিয়েছেন দেব শুভশ্রী। হতে পারে, তাঁদের দু'জনের আলাদা সংসার আছে। কিন্তু শুভশ্রী যখন বলেন, 'যা খুশি প্রশ্ন করো, মার খাওয়ার ভয় আমার নেই,' তখন তাঁর অকুতোভয় চরিত্রই তো আরও বেশি করে সামনে আসে। একে অপরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্টক করেন কি না, প্রশ্নের উত্তরে দেব জানান, 'যার সম্পর্কে লোকে কিছু জানে না, তাকে স্টক করে। আমি তো ওর সম্পর্কে সব জানি! তা ছাড়া আমরা এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি যে, আমরা একে অপরের নিউজ় ফিডে সবসময় থাকি।'

'সন্তান' এবং 'খাদান' একদিনে মুক্তি পেয়েছিল। এবং 'সন্তান'-এর পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ছবি নিয়ে র‍্যাপ তৈরি করেছিলেন। খানিক শ্লেষ ছোড়া হয়েছিল 'খাদান'-এর দিকেও। সেই প্রসঙ্গে দেব বললেন, 'ওটায় আমার খারাপ লাগেনি। খারাপ লেগেছিল, ওই র‍্যাপের পিছনের (শুভশ্রীর) হাসিতে।' তিনি এও জানালেন, এই হাসি শুনেই 'খাদান'-এর প্রচারের জোর আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উত্তরে শুভশ্রী বললেন, 'একটা হাসি যদি কারও সিনেমার প্রচার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, তা হলে তো কেয়া বাত!'

বলতে বাধা নেই, যতই প্রশ্ন আগে থেকে



সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরকে ফলো করার পর তুললেন সেলফি

জানা থাকুক, বা কী উত্তর দেওয়া হবে, আগে থেকে ঠিক করা থাকুক, দেব এবং শুভশ্রী নিজেদের আভিজাত্য এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রেখেছেন পুরোমাত্রায়। কিন্তু দর্শকদের কাছে থেকে গিয়েছে তাঁদের পছন্দের নায়ক-নায়িকার রোম্যান্সটুকুই। দেবের বলা 'সন্তান তো আমারই' কথাটায় দর্শকরা চিৎকার করে উঠলেও, কে না জানে, এই কথাগুলোতেই তৈরি হয় রূপকথা। তৈরি হয় আরও গল্প। একসঙ্গে কাজ করার তাগিদ। দেব-শুভশ্রী জুটির যেন পুনর্জন্ম হল সেদিন। 'ধূমকেতু' ছবিটি প্রচুর মানুষ দেখবেন হয়তো, কিন্তু আশা করা যেতেই পারে, এই একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগামিতে নিজেদের জুটির প্রত্যাবর্তনের একটা রাস্তা খোলা রাখলেন তাঁরা। একসঙ্গে নিজেদের পুরনো গানের মেডলিতে নেচে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁদের কেমিস্ট্রি ফুরিয়ে যায়নি, ব্র্যান্ডভ্যালুও না। তাই যখন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করলেন, তাঁদের ছবিতে দেব-শুভশ্রী কাজ করবেন কি না, তাঁরা হেসে সম্মতি জানালেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই, 'ধূমকেতু'র ট্রেলার লঞ্চে এসে যে চমক দেব এবং শুভশ্রী দিলেন, তা বাংলা সিনেমার প্রেক্ষিতে শুধু নতুন নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে। কারণ হিন্দি সিনেমাতেও এর আগে রণবীর কপূর ও দীপিকা পাড়ুকোনকে একসঙ্গে কাজ করতে দেখা গিয়েছে ব্রেক আপের পরেও। রণবীর, ক্যাটরিনা একসঙ্গে ছবি করেছেন, প্রচারও। রণবীর সিংহ এবং অনুষ্কা শর্মাও কাজ করেছেন। কিন্তু কোথাও, কখনও তাঁদের এতটা অকপট হতে দেখা যায়নি নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে। বরং 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ছবির প্রচারে যখন রণবীর-দীপিকাকে সম্পর্ক নিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়, তাঁরা রেগেই গিয়েছিলেন। অনেক সময় ইগোর কারণেও 'প্রাক্তন'রা এক মঞ্চে আসতে চান না। কিন্তু দেব এবং শুভশ্রী নিজেদের মধ্যের এই দূরত্ব কাটালেন। স্ক্রিপ্টেড হলেও, কিছু ইঙ্গিত রাখলেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে, যা তাঁদের জুটির আলো আরও জোরদার করল। আরে, তাঁরা রাজি তো অন্তত হয়েছেন এরকম উত্তর দিতে! ফলে কুর্নিশ জানাতেই হয় এই পদক্ষেপকে। বাংলা সিনেমা যেখানে আজ এক প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে দরকার দু'জন সুপারস্টারের একসঙ্গে কাজ করার। দরকার বিস্ফোরণের। দেব-শুভশ্রীর এই প্রচার প্রমাণ করে দিল, অহংকে দূরে রেখে যদি শুধু ছবির স্বার্থে দুই প্রান্তে থাকা তারকারা এক হতে পারেন, তা হলে ম্যাজিক তৈরি হলেও হতে পারে। 'ধূমকেতু'র সাফল্যের (যা বোঝা যাবে ১৪ অগস্টের পর) বিশ্লেষণ যদি করা হয় কখনও, তা হলে এই পূর্ব পরিকল্পিত, অহং বিবর্জিত সাক্ষাতের কথাও কোথাও লেখা থাকবে নিশ্চয়ই।



■ গুগলি এবং পাল্টা গুগলির খেলা চলল পুরো সময় জুড়ে



■ স্টেজে তখন তৈরি হচ্ছে একের পর এক মুহূর্ত। দেব এবং শুভশ্রী ছেড়ে দিলেন না এক ইঞ্চি জমি



■ তৈরি হল পুরনো ম্যাজিক। নিজেদের পুরনো গানের সঙ্গে নাচলেন দেব-শুভশ্রী

**অনুষ্ঠানের ছবিগুলি তুলেছেন (প্রথমটি বাদে):** বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু



■ কেটি হোমস ও জশুয়া জ্যাকসন

## প্রাক্তনরা কাছাকাছি

নয়ের দশকে তাঁরা প্রেম করতেন। কেটি হোমস এবং জশুয়া জ্যাকসন। ‘ডসনস ক্রিক’ সিরিজ়ে একসঙ্গে অভিনয়ও করতেন। তারপর ২০০৩-এ সিরিজ় শেষ, তাঁদের প্রেমও। তারপর কেটির জীবনে টম ক্রুজ় আসেন। তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। সে অনেক ঘটনা। এখন দু’জনেই সিঙ্গল। এবং ‘হ্যাপি আওয়ার’ বলে একটি ছবিতে আবার জুটি হিসেবে ফিরছেন তাঁরা। শুটিং শুরু হয়েছে সবে, এবং ইতিমধ্যেই দু’জনের রসায়ন জমে উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, তাঁদের দেখে মনে হচ্ছে কোনওদিন ব্রেকআপ হয়ইনি! ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও তাঁদের সমীকরণের প্রদীপ জ্বলছেই। এবার কি তা হলে কেটি এবং জশুয়া প্রেমের সেকেন্ড ইনিংস খেলতে নামবেন অফস্ক্রিন?



■ মৃণাল ঠাকুর। ধনুষ (নীচে)

## পার্টির ফাঁদে

মৃণাল ঠাকুর বিশ্বাস করেন, কু-নজর থেকে প্রেমের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু তাঁর এবং ধনুষের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তা তিনি নিজেই প্রকাশ করে ফেলেছেন! পার্টির মোহ আর কী! আনন্দ এল রাইয়ের ছবি ‘তেরে ইশক মেঁ’-তে ধনুষ এবং কৃতি স্যানন অভিনয় করেছেন। কিন্তু ছবির একটি বিশেষ পার্টিতে নায়িকা কৃতির চেয়ে বেশি ছবি তুলেছেন ধনুষের বিশেষ অতিথি মৃণাল। ওদিকে মৃণালের ছবি ‘সন অফ সর্দার ২’-এর স্ক্রিনিংয়ে ব্যক্তিগত গেস্ট লিস্টে ধনুষের নাম দেখে অবাক সকলেই। এবং সেই স্ক্রিনিংয়ে ধনুষ চলেও এসেছেন! সেখানেও দু’জনকে আড়াল করা যাচ্ছে না! ওদিকে ধনুষের দুই বোনকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে শুরু করেছেন মৃণাল। মনে হয়, কু-নজরের ভয়টা আর পাচ্ছেন না।



# তিন রূপে সোহিনী

তিনি কখনও মাটির কাছাকাছি, কখনও ক্যাজুয়াল, কখনও গ্ল্যামারাস। **সোহিনী সরকার** নিজেকে মেলে ধরলেন তিন ভিন্ন রূপে। সেই যাত্রার সঙ্গী হলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

"সিনেমায় সাধারণত চরিত্রটা বেশি গুরুত্ব পায়, তাই লুক নিয়ে খুব বেশি এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ থাকে না। সেখানে ডিরেক্টর যেভাবে চরিত্রটাকে সাজান, সেভাবে সাজতে হয়। কিন্তু আজ আপনারা যেভাবে সাজাবেন, সাজব। যত খুশি এক্সপেরিমেন্ট করব," শুটের শুরুতেই বলে দিলেন সোহিনী সরকার। মেঘলা দিন, যখন-তখন বৃষ্টি নামছে। তাই একটু আলস্যের সঙ্গে শুরু হয়েছিল শুট। কিন্তু প্রথম শট হতেই পুরো টিম উৎসাহে ভরপুর। সেহিনী পরলেন একটি জামদানী ড্রেস। হলুদ রঙের সেই জামদানী ড্রেসের সঙ্গে অ্যাক্রিলিক কানের দুল, মেঘলা দিনের নৌকাবিহারের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দেয়। ধূসর ক্যানভাসে রং ছোঁয়াল সোহিনীর প্রথম লুক।







ডেনিম-অন-ডেনিম ক্যাজুয়াল ড্রেসিংয়ের অঙ্গ হলেও, সাধারণত সেটা সামনে আসে না। ডেনিম লুজ় প্যান্টসের সঙ্গে সোহিনী পরলেন ওভারসাইজ়ড ডেনিম জ্যাকেট। জানালেন, “এই ডেনিমটা আসলে শোভনের। আমি পছন্দ করি বলে নিয়ে চলে এসেছি।” তবে তার সঙ্গে ট্যাসলড ইয়ারিংস ডেনিম-অন-ডেনিম লুককে অন্যরকম করে দিল। সেই সঙ্গে টম্যাটো রেড লিপস্টিক যোগ করল ‘পার্টিপ্রিয়েট’ লুক।



অবশেষে সোহিনী তৈরি হলেন নিজের গ্ল্যামারাস অবতারের জন্য। মেরুন ব্লেজ়ার। তার সঙ্গে ভিন্ন মাত্রা যোগ করল নিওন অরেঞ্জ টাইটস। কনটেম্পোরারি গোল্ডেন চোকার, ব্রেসলেট এবং হিলসের সঙ্গে তৈরি হল এমন একটি গ্ল্যাম লুক, যে রূপে সোহিনীকে কখনও দেখা যায় না। তবে এই পোশাকে তিনি যতটা সাবলীলভাবে পোজ় দিলেন, তাতে প্রশ্ন জাগে, কেন এমন লুকে তাঁকে পর্দায় আনেন না পরিচালকরা? আনন্দলোক-এর শুটের ছবি পাঠক কীভাবে গ্রহণ করে, সোহিনীও জানতে আগ্রহী।

**ফোটো:** সৌম্য সিংহ
**মেকআপ:** সৌরভ দাস
**হেয়ার:** আম্রপালি
**স্টাইলিং:** নীল সাহা
**পোশাক (জামদানী ড্রেস):** পাবলো বাই অদিতি
**হসপিট্যালিটি:** পোলো ফ্লোটেল, কলকাতা





# বিবাদ চিরদিনের

তুমুল বিবাদে লিপ্ত 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকের নায়ক-নায়িকা **জীতু কমল** এবং **দিতিপ্রিয়া রায়**। দিতিপ্রিয়া করছেন মানসিক হেনস্থার অভিযোগ, তো জীতু তোপ দাগছেন অভিনেত্রীর পরিবারের দিকে। দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বললেন **অংশুমিত্রা দত্ত** ও **আসিফ সালাম**

'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকের জুটি দিতিপ্রিয়া রায় এবং জীতু কমলের মধ্যে কথা বন্ধ। এমনটা সিরিয়ালের সেট থেকে খবর ছিল। কারণটা জানিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালেন দিতিপ্রিয়া। ফেসবুক পোস্ট দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে জীতু তাঁর সঙ্গে যা ব্যবহার করছেন, তারপর আর মুখ বুজে থাকা গেল না। শুরুর কথা পরে বলব, আগে একটু মাঝের সময়ে আসি। জীতু নিজের এবং দিতিপ্রিয়ার সিরিয়ালের নানা দৃশ্যের ছবি পোস্ট করছিলেন ফেসবুকে। তার মধ্যে একটি ছবি দিতিপ্রিয়ার পছন্দ হয়নি, তিনি সিরিয়ালের প্রডাকশনকে অনুরোধ করেন, জীতু যেন ওই ছবিটি সরিয়ে নেন। জীতু ছবিটি ডিলিট করলেও, অভিযোগ, নানা সাক্ষাৎকারে নিজের ফোন থেকে ছবিটি দেখিয়ে তিনি বলেন, এমন একটি ছবি দিতিপ্রিয়া সরিয়ে নিতে বলেছেন। কারণ তিনি স্পন্টেনিয়াস নন। সংবাদমাধ্যমের পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে তিনি নাকি এমন খবরও দেন যে, সেটে দিতিপ্রিয়ার বয়ফ্রেন্ড উপস্থিত থাকেন বলে দিতিপ্রিয়া সাবলীল হতে পারেন না জীতুর সঙ্গে! এবং তাতেই মুখ খুলতে বাধ্য হন দিতিপ্রিয়া। আনন্দলোক-কে তিনি জানান, "উনি একটা জিনিস প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে আমি খুব ইন্টারেস্টেড ওঁর ব্যাপারে। কিন্তু আমার মা এবং বয়ফ্রেন্ড বাধা দিচ্ছেন অর্থাৎ আমার ইচ্ছেকে উনি গ্রাহ্যই করছেন না! আমি একটি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, আমার যে ওঁর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই, এতে বোধহয় ওঁর ইগোতে আঘাত লেগেছে। তাই এই ধরনের কথা ছড়াচ্ছেন সংবাদমাধ্যমে।"

## দিতিপ্রিয়ার অভিযোগ

দিতিপ্রিয়া আরও বলেন, "সেটে যখন আমাদের প্রথম আলাপ হয়, তখন আমার কাছে ওঁর ফোন নম্বর ছিল না। উনি আমাকে দু'বার গলা পাল্টে প্র্যাঙ্ককল করেছেন! আমি বুঝতে পারিনি বলে পরে সেটে নিজেই বলেছেন, ওটা তো উনি করেছিলেন! সেভাবে মজার ছলেই ওঁর সঙ্গে কথা শুরু হয়। সেটেই



■ শুরুরদিনগুলোতে সিরিয়ালের ক্রু মেম্বারদের সঙ্গে জীতু ও দিতিপ্রিয়া

কথা হত। কিন্তু হঠাৎ একমাস পর দেখি সেটে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না। অথচ হোয়াটসঅ্যাপ করছেন! আমি ওঁকে বলি, ‘তুমি সেটে কথা বলো না কেন?’ তখন উনি বলছেন, ‘বলতে চাই, কিন্তু কাকিমাকে খুব ভয় লাগে।’ তখন আমার অবাক লাগে। ছোটবেলা থেকেই মা আমার সঙ্গে সেটে যান। সব বন্ধুরা মাকে চেনে। কেউ তো বলেনি মাকে ভয় করে! তা হলে ওঁর কেন লাগছে? তা হলে নিশ্চয়ই ওঁর মনে কুচিন্তা আছে?” তারপর দিতিপ্রিয়া এবং নিজের এআই নির্মিত একটি চুম্বনের ছবি (যেটি ক’দিন ধরেই সমাজমাধ্যমে ঘুরছিল) পাঠিয়ে জীতু মেসেজ করেন, ‘বেশ হয়েছে। তোমার বয়ফ্রেন্ডকে পাঠাও, আজই ব্রেকআপ হয়ে যাবে।’ দিতিপ্রিয়া বলেন, “ওই মেসেজটা পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। উনি ভাবছেন, এত ঠুনকো আমার প্রেম যে এআই মেড একটা ছবি দেখলে ব্রেকআপ হয়ে যাবে! আমার বয়ফ্রেন্ড সিরিয়াল, সেট, কো-অ্যাক্টর নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়। যাঁরা আমাদের চেনেন, তাঁরা জানেন।” দিতিপ্রিয়ার দাবি, “আপনাকে আমি মেসেজ দেখাতে পারি, যেখানে আমার ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে শুনে উনি লিখেছেন, ‘তুমি কি প্রেগন্যান্ট?’ এটা কি আপনার ইয়ার্কি বলে মনে হচ্ছে? হাসি পাচ্ছে? আমার তো পায়নি। এবং তাই নাকি আমি ‘বেরসিক’! আমাকে উনি বলেছেন, ‘তুমি আমাকে ফোন কোরো, এমন সময় যখন কাকিমা থাকবেন না।’ কী এমন কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি? তারপর থেকে আমি ওর মেসেজের রিপ্লাই করিনি, ফোনও ধরিনি।’’

## জীতুর পাল্টা

দিতিপ্রিয়ার বক্তব্যের পর পাল্টা মুখ খুলেছেন জীতু কমলও। রীতিমতো তাঁর ও দিতিপ্রিয়ার দীর্ঘ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিন শট তুলে দিয়েছেন সমাজমাধ্যমে। চ্যাটের বক্তব্য পড়ে কেউ বলছেন, দিতিপ্রিয়া কোনও কারণ ছাড়াই বড্ড বাড়াবাড়ি করলেন। কেউ বলছেন, জীতু নাকি নিছক সহকর্মীসুলভ আচরণ না করে একটু ওভারফ্রেন্ডলি হতে চেয়েছেন। আবার, কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, ব্যক্তিগত চ্যাট আদৌ সমাজমাধ্যমে এ ভাবে তুলে দেওয়া ঠিক কিনা। তিন নম্বর বক্তব্যটি বিশেষ সমর্থন পাচ্ছে না, কারণ প্রথম আক্রমণটি যেহেতু দিতিপ্রিয়ার পক্ষ থেকেই এসেছিল, তাই প্রতি আক্রমণ তো আসবেই। ঠিক কী কী লিখেছেন জীতু? চ্যাটে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ১২ মার্চ দিতিপ্রিয়া তাঁকে প্রথম মেসেজ করেন। লেখেন, ‘হ্যালো, দিতিপ্রিয়া দিস সাইড। ইজ় দিস ইয়োর নম্বর?’ তার উত্তরে জীতু গলা বদলে, একটি ভয়েস নোট পাঠান। তারপর ১৯ মার্চ জীতু দিতিপ্রিয়ার অভিনয়ের প্রশংসা করে তাঁকে বলেন, “আমার মা এই প্রথম খুব ভাল বলল।” তাতে দিতিপ্রিয়া জীতুর মা-কে ধন্যবাদ জানান। পুরো চ্যাটে আপাতদৃষ্টিতে কোথাও মনে হবে না যে কোনও পক্ষের কোনও অস্বস্তির জায়গা তৈরি হচ্ছে। সংশয় বাঁধে ঠিক এখানেই! দিতিপ্রিয়া সমাজমাধ্যমে যে বক্তব্যগুলি নিয়ে অভিযোগ এনেছেন তার একটি হল, আনন্দবাজার-এর একটি অনুষ্ঠানে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। ১২ জুলাই জীতু দিতিপ্রিয়াকে মজার ছলে ‘মা’ বলে সম্বোধন করে জানতে চান তিনি ওই উক্ত অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন কি না। তাতে দিতিপ্রিয়া প্রথমে ‘মা’ সম্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে হাসির ইমোজি দেন। তারপর লেখেন, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তখন জীতু লেখেন, “কেন? প্রেগন্যান্ট?” কিন্তু এটুকু শুনেই যাঁরা গেল-গেল রব তুলছেন, তাঁরা হয়তো চ্যাটের বাকি অংশটুকু দেখেননি। সেখানে দিতিপ্রিয়া এমন মন্তব্যের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করেননি। উল্টে নাক সিঁটকানোর ইমোজি দিয়ে লেখেন মায়ের ইমপ্লান্টস হবে দাঁতে। পরে জীতু আবার জিজ্ঞেসও করেন, তিনি এ

> আপনাকে আমি মেসেজ দেখাতে পারি, যেখানে আমার ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে শুনে উনি লিখেছেন, ‘তুমি কি প্রেগন্যান্ট?’ এটা কি আপনার ইয়ার্কি বলে মনে হচ্ছে? হাসি পাচ্ছে? আমার তো পায়নি। – *দিতিপ্রিয়া*



■ কশ্মীরে শুটিং করতে গিয়ে



■ সিরিয়ালের সেটে জীতু ও দিতিপ্রিয়া। প্রকাশ্যে কথা হয় না তাঁদের। যা কথা, হয় হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে




■ জীতুর দেওয়া চ্যাটের স্ক্রিন শট। আছে 'বিতর্কিত' শব্দ

দিতিপ্রিয়ার মা অত্যন্ত ঝগড়ুটে ও রুড। এটা আমি নয়, ইন্ডাস্ট্রির বাকিরাও বলবেন। সিরিয়ালের শুট চলাকালীন উনি পুরো সময়টা সেটে থাকেন এবং সবকিছু তদারকি করেন। উনি মেয়েকে কোনও সাহায্য করেনেই না... **– জীতু**

ধরনের মন্তব্যকে সিরিয়াসলি নিলেন কি না। তাতেও দিতিপ্রিয়ার উত্তর, 'তোমাকে আমি সিরিয়াসলি নিই না।' সঙ্গে হাসির ইমোজি। জীতুর প্রশ্ন, যদি তাঁর কথায় দিতিপ্রিয়ার কোনও অস্বস্তি হত, তাহলে চ্যাটেই কি তিনি প্রতিবাদ করতেন না? বা অন্তত কোনও উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেলেও তো হত। কিন্তু সেসব কিছুই করেননি দিতিপ্রিয়া।

দিতিপ্রিয়া উল্লেখ করেন, এআই দ্বারা নির্মিত ছবিটিতে তাঁরা দু'জন চুম্বনরত। সেই ছবিটি তাঁকে তাঁর বয়ফ্রেন্ডকে দেখাতে বলেন জীতু। এবং বলেন, ছবি দেখালে ব্রেক আপ নিশ্চিত! কিন্তু চ্যাট তো সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে! প্রথমে বেশ কয়েকটি মেসেজ ডিলিট করে দেন জীতু। দিতিপ্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, নায়িকার মা-কে ভয় পান বলে ওরকম 'লিমিটলেস' মেসেজ ডিলিট করেছেন। তারপরে এআই দ্বারা নির্মিত ঘনিষ্ঠ ছবিটি দেখিয়ে জীতু বলেন, তাঁর বয়ফ্রেন্ডকে দেখাতে। কিন্তু এখানেও দিতিপ্রিয়া কোনও রকম অস্বস্তিতে পড়েছেন বলে চ্যাট থেকে মনে হচ্ছে না। দিতিপ্রিয়া জানান, তিনি ও তাঁর বয়ফ্রেন্ড দু'জনে বসে এই ছবি দেখে হাসছেন!

তা হলে সমস্যাটা কোথায় হল যে দিতিপ্রিয়া সমাজমাধ্যমে হঠাৎ তোপ দাগলেন জীতুর বিরুদ্ধে? জীতুই বা কেন সামনাসামনি কথা না বলে মেসেজে কথা বলতেন সহকর্মীর সঙ্গে? কেনই বা বারবার মা-কে ভয় পাওয়ার কথা বলতেন? উত্তরে আনন্দলোক-কে ফোনে জীতু বললেন, "দিতিপ্রিয়ার মা অত্যন্ত ঝগড়ুটে ও রুড। এটা আমি নয়, ইন্ডাস্ট্রির বাকিরাও বলবেন। সিরিয়ালের শুট চলাকালীন উনি পুরো সময়টা সেটে থাকেন এবং সবকিছু তদারকি করেন। উনি মেয়েকে কোনও সাহায্য তো করেনেই না, উল্টে খাওয়াদাওয়া-পার্টি করতে ব্যস্ত থাকেন। দেখুন, পর্দায় আমরা নায়ক-নায়িকা। ফলে, একে অপরের হাত ধরব, রোম্যান্টিক দৃশ্যও করব সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর মায়ের তাতেও আপত্তি। আমি দিতিপ্রিয়ার হাত ধরছি কি না, সবেতেই ওঁর নজরদারি। এমনকি, উনি আমাকে সেটে একদিন শাসিয়েছিলেন, আমি যেন ওঁর মেয়ের সঙ্গে কথা না বলি। ঠিক এ কারণেই আমি সেটে দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিই, প্যাক আপ হলে মেসেজে কথা বলি। এরপর আমি প্রডাকশনকে জানাই যে, দিতিপ্রিয়ার মা সেটে উপস্থিত থাকলে আমার পক্ষে শট দেওয়া সম্ভব নয়। অভিনেতা হিসেবে আমারও তো কমফর্টের প্রয়োজন। এই কথা দিতিপ্রিয়ার কানে যাওয়ার পরেই ও আমাকে ম্যালাইন করার চেষ্টা করে।" জীতুর চ্যাটে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, দিতিপ্রিয়ার মা-কে তিনি ভয় পান। জীতুর কথা অনুযায়ী, দিতিপ্রিয়ার মা নাকি এর আগে অন্য শুটিং সেটে গিয়েও একই ভাবে ইন্টারফেয়ার করেছেন।

কিন্তু এত কিছুর পর দিতিপ্রিয়াকে কী বলবেন? অ্যাফেয়ারের যাবতীয় গুঞ্জন উড়িয়ে জীতুর বক্তব্য, "দিতিপ্রিয়া বাচ্চা মেয়ে। ওর জন্য আমার অকুণ্ঠ স্নেহ। ও সবে কেরিয়ার শুরু করেছে, এখনও অবধি দু'একটি সিরিয়াল হিট করেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে যে ও বিশাল কিছু করে ফেলেছে, তেমনটা নয়। তবে সামনে অনেকটা পথ চলা বাকি। আমার বেস্ট উইশেস থাকবে ওর জন্য। আর আমি তো বয়সে বড়, তাই আমি এটা বড়দের মতোই হ্যান্ডেল করব। আগামীকালও যখন সেটে যাব, আগের মতোই স্বাভাবিক ভাবে কাজ করার চেষ্টা করব।"

জীতুর বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ ছিল যে, তিনিই নাকি দিতিপ্রিয়ার নম্বর নিয়ে প্রথমে তাঁকে প্র্যাঙ্ক কল করেন। জীতু এই অভিযোগও অস্বীকার করেছেন। দিনের পর দিন একই ধারাবাহিকে কাজ করতে-করতে সহ অভিনেতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বা বন্ধুত্ব হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তা পেশাগত সমীকরণের সীমানা ছাড়িয়ে গেলে কেউ আপত্তি করতেই পারেন। সমস্যা হল, যাঁরা বলছেন যে জীতু নাকি একটু বেশিই আগ বাড়িয়ে কথা বলেছেন। তাঁদের প্রতি জীতুর বক্তব্য, 'তাঁরা এটা বলছেন না যে দিতিপ্রিয়ার অস্বস্তি হলে তিনি কেন কিছু বললেন না?' কেউ কেউ বলছেন, জীতু অনেকটাই ম্যাচিয়োরড। তাই উনি ওঁর মতো করে বিষয়টিকে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করেছেন। তবে সত্যিই কি প্রেমের গুঞ্জন মিথ্যে? জীতু



■ মায়ের সঙ্গে দিতিপ্রিয়া

আনন্দলোক-কে স্পষ্ট জানালেন, "নবনীতা (দাস। জীতুর প্রাক্তন স্ত্রী) জীবন থেকে চলে যাওয়ার পর আমি আর কারও সঙ্গে অ্যাফেয়ারে জড়াইনি। এখনও ওই ফেজ় থেকে পুরো বেরিয়ে আসতে পারিনি। তাই এসবই মিথ্যে। দিতিপ্রিয়া আমার চেয়ে অনেক ছোট, ওকে আমি শুধু স্নেহই করি।"

## দিতিপ্রিয়ার উত্তর

দিতিপ্রিয়া এর উত্তরে বলেন, "চ্যাট তো উনিই ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। সকলেই দেখেছেন যে সেখানে আমি শুধু উত্তর দিয়েছি ওঁর কথার। উনি বারবার নানা পোস্টে লিখেছেন আমাকে খুব সম্মান করেন। প্রকারান্তরে বলেছেন, আমি ইমম্যাচিয়োর। তা হলে এই চ্যাট প্রকাশ্যে আনার মাধ্যমে



■ সিরিয়ালের সেটে দু'জনে (উপরে ও নীচে)। তাঁদের রোম্যান্টিক দৃশ্য নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে



উনি কি ম্যাচিয়োরিটি দেখিয়েছেন? তার উপর প্রথমে যে স্ক্রিনশট দিয়েছিলেন, তাতে আমার ব্যক্তিগত ফোন নম্বর ছিল। পরে উনি তার শেষ ডিজিটগুলো মুছে দিয়েছেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেকেই দেখে ফেলেছেন। এটা আমার প্রতি কীরকম সম্মানপ্রদর্শন জানি না।" দিতিপ্রিয়া আরও বলেন, "যে ছবিটি আমার ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়েছে, সেটা উনি মুছে দিলেও বারবার নানা ইন্টারভিউতে নিজের ফোন থেকে ওটা দেখানো বা আমাকে ইমম্যাচিয়োর বলা কি ঠিক? আমি এতদিন ধরে অভিনয় করছি, কোনও কো-অ্যাক্টরের সঙ্গে সেটে কথা হয় না, এমন হয়নি। আমি কিন্তু এতদিন কিচ্ছু বলিনি। কিন্তু উনি বারবার নানা ইন্টারভিউতে আমাকে নিয়ে কথা বলে গেছেন, ওই ছবিটি দেখিয়েছেন। এটা আমাকে মানসিকভাবে ভীষণ ব্যথিত করেছে। মানসিক হেনস্থা ছাড়া এটা আর কী?"
জীতু একদিকে বলেছেন, দিতিপ্রিয়ার মাকে নিয়ে তাঁর সমস্যার কথা তিনি প্রডাকশনকে জানিয়েছেন। কিন্তু দিতিপ্রিয়া এই অভিযোগ শুনে অবাক! তিনি বলছেন, "উনি যদি প্রডাকশনকে জানিয়ে থাকেন, তা হলে প্রডাকশন আমাকে কিছু বলেনি কেন? ওই আপত্তিকর ছবি নিয়ে সমস্যা মেটাতে আমি চ্যানেল এবং জীতুদার সঙ্গে বসে মিটিং করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জীতুদা সেই মিটিংটা ছেড়ে উঠে যান। বলেন, 'যেমন বল আসবে, আমি তেমন খেলব। এই বিষয়ে আমার পিআর টিম কথা বলবে। আগে জানলে মিটিংয়ে আসতামই না।' ফলে আমি আর অন্য রাস্তা দেখিনি ফেসবুকে এই হেনস্থার কথা জানানো ছাড়া। তবে সেদিনই মিটিংয়ে উপস্থিত চ্যানেলের লোককে আমি জীতুদার মেসেজগুলো দেখাই।"
জীতু বলছেন, তিনি মানহানির মামলার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু দিতিপ্রিয়া বয়সে ছোট, তাঁকে জীতু স্নেহ করেন বলে এমন কিছু করছেন না। দিতিপ্রিয়া কী করবেন, এখনও সিদ্ধান্ত নেননি। তবে তিনি বলছেন, "আমার পরিবারকে আক্রমণ করলে আমি তো চুপ করে থাকব না।"

প্রডাকশন হাউজ় এসভিএফ এবং চ্যানেল জ়ি বাংলা এই বিষয়ে মুখ খুলতে চায় না। চ্যানেলের এক এগজ়িকিউটিভ প্রডিউসরকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আর্টিস্টদের ঝামেলা নিয়ে চ্যানেল কথা বলতে চায় না। আর সেটে আমরা অন্তত কোনও ঝামেলার আঁচ পাইনি।" 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এর টিআরপি খুব একটা ভাল নয়। তাই হয়তো ঝামেলা এড়াতে চাইছে চ্যানেলও। আবার নিন্দুকেরা প্রশ্ন তুলছে, পুরোটাই টিআরপি বাড়ানোর কৌশল নয় তো?




■ যুজ়বেন্দ্র চহাল

## আত্মহত্যার চিন্তা!

ধনশ্রী বর্মার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পরে প্রথম বার মুখ খুললেন ভারতের লেগস্পিনার যুজ়বেন্দ্র চহাল। সেই বিচ্ছেদ পর্বে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের এতটাই অবনতি হয়েছিল যে, আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন। এক পডকাস্টে চহাল বলেছেন, "বিচ্ছেদ কিন্তু এক দিনে হয়নি। এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। বর্হিবিশ্বের থেকে এই ঘটনা লুকিয়ে রেখেছিলাম। সমাজ মাধ্যমেও স্বাভাবিক দম্পতির মতো আচরণ করতাম। এক মাস ধরে মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। এমনকি অনেক বার আত্মহত্যার কথাও ভেবেছি। এই নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। ক্রিকেট থেকে আমি বিরতি চেয়েছিলাম। এমনকি মাঠে নেমেও পুরোপুরি ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে পারিনি।" আসলে প্রতারক তকমাটি মেনে নিতে পারেননি চাহল। এই কুৎসা তাঁকে মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। তবে এখন তিনি ঠিক আছেন। নতুন জীবন শুরু করছেন।

## দিব্যার বিশ্বজয়

তারুণ্যের কাছে হার মানল অভিজ্ঞতা। ৩৮ বছরের কনেরু হাম্পিকে হারিয়ে জর্জিয়াতে দাবা বিশ্বকাপ জিতলেন ১৯ বছরের দিব্যা দেশমুখ। শুধু তাই নয়, ইন্টারন্যাশানাল মাস্টার্স থেকে ভারতের ৮৮ তম গ্র্যান্ডমাস্টারও হলেন দিব্যা। মহিলাদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন চতুর্থ গ্র্যান্ডমাস্টার। প্রতিযোগিতায় দিব্যা এসেছিলেন ১৫তম বাছাই হিসেবে। এর পরে দিব্যার কাছে পরাস্ত হতে হয়েছে একের পর এক প্রতিযোগীকে। ফাইনালের মতো চাপের ম্যাচেও ভেঙে পড়েননি তিনি। ভারতের এক নম্বর মহিলা দাবাড়ুকে কিস্তিমাত করেন। ক্লাসিকাল পর্যায়ে দু'টি গেমই ড্র হয়েছিল। ফলে ফাইনালে র‍্যাপিড টাইব্রেক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম র‍্যাপিড গেমে দিব্যা শুরু করেন সাদা ঘুঁটি নিয়ে, কিন্তু সেই ম্যাচ ড্র হয়। দ্বিতীয় গেমে কালো ঘুঁটি নিয়ে অবশ্য দিব্যাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ৩৮ বছরের হাম্পি শেষ দিকে সময়ের চাপে পড়ে যান। একের পর এক ভুল করতে থাকেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ১.৫-০.৫ ফলে খেতাব স্পর্শ করলেন দিব্যা।




■ দিব্যা দেশমুখ



## শুভমনকে উপহার

ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে টেস্টে এক সিরিজ়ে সব চেয়ে বেশি রানের নজির গাওস্করের দখলে রয়েছে। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ়ে ৭৭৪ রান করেছিলেন তিনি। ভাবা হয়েছিল, এবারের ইংল্যান্ড সিরিজ়ে সুনীলের সেই রেকর্ড ভেঙে দেবেন শুভমন গিল। কিন্তু শুভমন ৭৫৪ রান করে আটকে যান। তবে রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও, শুভমনকে বিশেষ উপহার দিয়েছেন গাওস্কর। ওভালে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পরে মাঠে নেমে এসে ভারত অধিনায়কের হাতে তুলে দেন একটি শার্ট ও টুপি। গাওস্কর বলেছেন, "তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি। ভেবেছিলাম তুমি আমার রেকর্ড ভেঙে দেবে। কিন্তু তা হয়নি। তবে পরের সিরিজ়ে এটাই তোমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। এই শার্টে আমার নামের আদ্যক্ষর এসজি রয়েছে। নিজের জন্য বানিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে দিচ্ছি। আর রয়েছে একটা টুপি, যা আমি খুব কম মানুষকেই দিই।"

■ সুনীল ও শুভমন



■ জর্জ কোস্তা

## প্রয়াত অধিনায়ক

চলে গেলেন পর্তুগালের প্রাক্তন অধিনায়ক জর্জ কোস্তা। মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন তিনি। প্রথমে ফুটবলার ও পরে কোচ হিসাবে বিশ্ব ফুটবলে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন এই ফুটবলার। মৃত্যুর সময় ছিলেন এফসি পোর্তোর ডিরেক্টর অফ ফুটবল পদে। ক্লাব সূত্রে জানানো হয়েছে, ওলিভালে ট্রেনিং সেন্টারে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৫৩ বছরের কোস্তা। তিনি জড়িত ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গেও। ২০১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত আইএসএলে মুম্বই সিটি এফসি-র কোচ ছিলেন তিনি। ইউরোপের প্রথম সারির ক্লাবগুলিকে টেক্কা দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নেন পর্তুগালের ক্লাব পোর্তো। সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন কোস্তা। পোর্তোর হয়ে আটবার ঘরোয়া লিগ-সহ মোট ২৪টি ট্রফি জেতেন তিনি। যার মধ্যে জিতেছেন একটি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, উয়েফা কাপ এবং ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ। পাশাপাশি দেশের জার্সিতে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপ জেতেন এই ডিফেন্ডার, সিনিয়র দলের হয়ে খেলেছেন পঞ্চাশটি ম্যাচ। দীর্ঘদিন ছিলেন পর্তুগালের অধিনায়কও।



# ভালবাসার সিরাজ

দেশের জন্য একেবারে নিবেদিত প্রাণ তিনি। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের তোয়াক্কা না করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরপর ৫টি টেস্ট খেলে দেশকে ‘জেতালেন’ তিনি। লিখেছেন **সায়ক বসু**

সদ্য সমাপ্ত ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ় ২-২ ফলে অমীমাংসিত থাকার পরে দু’ দলের কোচের একটা কর্তব্য ছিল। প্রতিপক্ষ দলের একজন করে ‘প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ়’ বাছার। ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর বেছেছিলেন হ্যারি ব্রুককে। ইংল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাকালাম প্রাথমিকভাবে শুভমন গিলের নাম বাছলেও, শেষ টেস্টের পঞ্চম দিনে ভারতের অভাবনীয় জয়ের পরে নামটা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে যাওয়ায় সেই নতুন ক্রিকেটারের নাম আর দেওয়া যায়নি। সিরিজ় সেরা হন শুভমনই। তবে শুভমন নিজেও স্বীকার করেছেন, মহম্মদ সিরাজ গোটা সিরিজ়ে যে অবিশ্বাস্য ক্রিকেট খেলেছেন, তাতে যাবতীয় সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। ইংল্যান্ডে গিয়ে ভারত যেভাবে ২-২ ফল করেছে, তার পিছনে শুভমন, রাহুল, যশস্বী, ঋষভ, জাদেজা, ওয়াশিংটন, বুমরার কৃতিত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু মহম্মদ সিরাজ যেন শুধু নিজের নিরলস ধারাবাহিকতার জন্যই অনন্য স্থান পাবেন। কারণ পাঁচ টেস্টের ন’টা ইনিংসে মোট ১৮৫.৩ ওভার বল করেছেন সিরাজ়। মোট ১১১৩টা বল! ভারত-ইংল্যান্ড মিলিয়ে আর কোনও বোলার ৯০০ বলও করেননি। দু’দল মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি ২৩টা উইকেটও নিয়েছেন তিনিই! কী ভাবে প্রতিটা স্পেলে একই গতি, একই উদ্যমে বল করেছেন সিরাজ, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সকলে। আসলে ক্রিকেটকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান বলে মনে করেন সিরাজ। তাই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নেই তাঁর। নেই কোনও ক্লান্তি। অথচ দেখুন, হ্যারি ব্রুকের ক্যাচ ধরেও বাউন্ডারি লাইনের বাইরে চলে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয়েছে তাঁকে নিয়েই। লর্ডস টেস্টে, শেষ উইকেটের লড়াই চালাকালীন সিরাজের ব্যাটে বল লাগার

■ লর্ডস টেস্টে আউট হয়ে যাওয়ার পর



পরও সেটা গড়িয়ে গিয়ে উইকেট ভেঙে দিয়েছিল। ফলে সেই ম্যাচ হেরেছে ভারত। সিরাজের এতদিন একটাই কষ্ট ছিল, এত পরিশ্রম এবং মন দিয়ে খেলেও, কেন তিনি প্রাপ্য সম্মান পান না? কিন্তু এবার পেলেন। যেভাবে ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের প্রায় একার হাতে আটকে দিলেন তিনি, তাতে বোঝা যায় জসপ্রীত বুমরার ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এবং ভারত এমন একজন ফাস্ট বোলার পেয়েছে, যিনি কোনওভাবেই ক্লান্তির অজুহাতে মাঠের বাইরে বসবেন না। গৌতম গম্ভীর সবসময় টিমগেমের কথা বলেন। সেই তিনিও আলাদা করে প্রশংসা করেছেন সিরাজের। যেভাবে তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আগে দেশকে রেখেছেন, তা মোহিত করেছে সকলকে।

তবে সিরাজের ফিটনেসের নেপথ্য কারণ কী? কোন মন্ত্রেই বা সফল হয়েছেন ভারতীয় পেসার? তাঁর ভাই মহম্মদ ইসমাইল বলেন, সিরাজ নাকি বাইরের খাবার খাওয়া বন্ধ করে

**১৮৫.৩ ওভার বল করেছেন সিরাজ়। মোট ১১১৩টা বল! ভারত-ইংল্যান্ড মিলিয়ে আর কোনও বোলার ৯০০ বলও করেননি...**

■ জিমে সিরাজের সেলফি





■ শেষ টেস্টে ভারতকে জিতিয়ে



■ ওভালে ব্রুকের ক্যাচ ধরেও বাউন্ডারির বাইরে




■ পড়ে গিয়েছেন, কিন্তু উঠেও দাঁড়িয়েছেন সিরাজ। সমালোচনার জবাব দিয়েছেন মাঠেই

দিয়েছেন। হায়দরাবাদে থাকলেও, খুব কমই বিরিয়ানি খান। বাড়িতে রান্না হলে তবেই খান। পিৎজ়া, ফাস্টফুড এখন আর ছুঁয়ে দেখেন না। গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সুযোগ পাননি সিরাজ। তাতে হতাশ হননি। উল্টে নতুন উদ্যমে পরিশ্রম শুরু করেন। ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে মৃত পিতার কবরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি। তাঁর বাবা মহম্মদ ঘৌসের একটাই স্বপ্ন ছিল, ছেলে ভারতের হয়ে খেলবে। অথচ আন্তর্জাতিক দলে সিরাজের অভিষেকের আগেই মৃত্যু হয় তাঁর। তাই এখন বাবার স্বপ্নপূরণের জন্যই নিজের সবটা উজাড় করে দেন সিরাজ। সিরাজের মা অবধি বলেছেন, ছেলেকে বল করতে দেখে মনে হয়, সব সময় যেন তিনি বাবার কথা ভাবছেন। বিরাট কোহলিকে দেখে নিজের ফিটনেসে আরও উন্নতি করেছেন। তাই ক্লান্তি শব্দটি তাঁর অভিধানে নেই। লর্ডসের পরে ওভালেও দলকে প্রায় হারিয়ে দিচ্ছিল সিরাজের একটি ভুল। সেখান থেকে ফিরেছেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন। দুই ইনিংস



দলের উচ্ছ্বাসে তিনিই ছিলেন মধ্যমনি



পেস অ্যাটাকে সিরাজের সঙ্গী আকাশ দীপ



শুভমন গিল, যশস্বী ও আকাশ দীপের সঙ্গে

মিলিয়ে তাঁর ৯ উইকেট দলকে জিতিয়েছে। শেষ উইকেটও নিয়েছেন তিনিই। এ যেন একটা-একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার গল্প। তাই তো সিরাজ এখন ক্রিকেট ঈশ্বরের উপর আরও বেশি করে ভরসা রাখেন। তিনি এতদিন ভাবতেন, কেন ঈশ্বর এতটা কঠিন তাঁর প্রতি। কিন্তু ওভালের শেষদিনে ভারতকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জেতানোর পরে বিশ্বাস করেন, কোথাও না কোথাও সব ঠিকই হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। অন্ধকারের মধ্যেও থাকে আলোর ঝলক। তাই তো এখন সিরাজের উত্থানের সময়। ওভাল



ক্যাপ্টেন গিলের সঙ্গে

টেস্টের শেষদিনে ভোরে ঘুম থেকে উঠে মোবাইল দেখছিলেন তিনি। ভারত ম্যাচে পিছিয়ে ছিল। ভারতের দরকার ছিল ইংল্যান্ডের চারটি উইকেটে। আর ডিফেন্ড করার জন্য হাতে কিনা মোটে ৩৫ রান! তখন গুগল থেকে একটি ফোটো ডাউনলোড করেন সিরাজ। ফটোতে লেখা ছিল Believe। অর্থাৎ বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস। ওই ছবিটিই ফোনে ওয়ালপেপার করে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। সিরাজ জানতেন, মিরাকেল ঘটানো তাঁরই দায়িত্ব। ভারতকে জেতানোর জন্য তাই নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিলেন তিনি। ফলও পেলেন হাতেনাতে, সিরাজ এখন দেশের ভালবাসার অন্য নাম।

## মনে রাখার মতো

‘বাংলা ব্যান্ডের ইতিকথা’ নামের যে অনুষ্ঠান জি ডি বিড়লা সভাঘরে ক্যাকটাস পরিবেশন করল, তা শ্রোতার মনে থাকবে বহুদিন। মহীনের ঘোড়াগুলি, নগর ফিলোমেল, অভিলাষা, ক্রসউইন্ডস, পরশপাথর, চন্দ্রবিন্দু, ফসিলস, লক্ষ্মীছাড়া, শহরের মতো ব্যান্ড হোক বা নিজেদের অনুজ পৃথিবী বা ঈশান, সকলের গান পরিবেশন করল ব্যান্ড ক্যাকটাস। সিধু এবং পটার কণ্ঠে উঠে এল ক্যাকটাসের পুরনো এবং নতুন গান। বাংলা ব্যান্ডের বিবাদের যে ইতিহাস, তা মুছে দিয়ে পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে যাওয়ার এই যে প্রচেষ্টা, তার জন্য ক্যাকটাসকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।



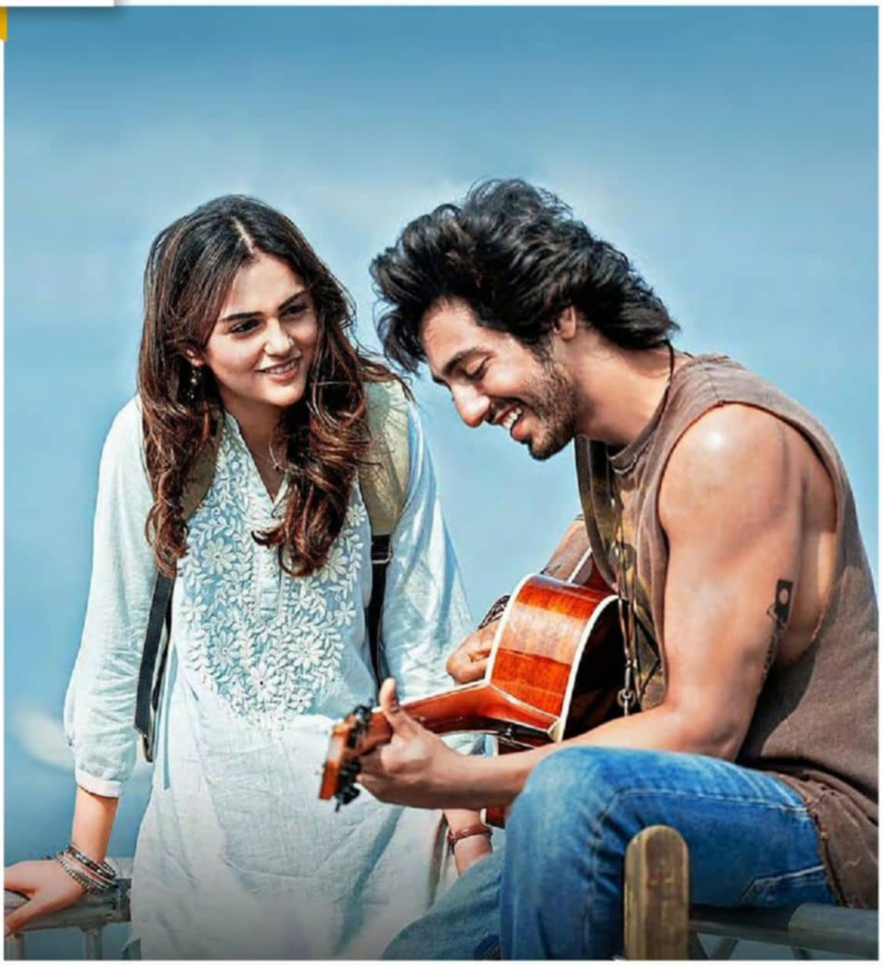
‘বাংলা ব্যান্ডের ইতিকথা’র মঞ্চে সিধু এবং পটা



অরিজিৎ সিংহ

## নিজের হাতে সেট

এই দেশের তো বটেই, বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা তিনি। কিন্তু তারকাসুলভ কোনও ট্র্যানট্রামই তাঁর নেই। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে স্কুটি চালিয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি। হেঁটে বেড়ান রাস্তায়। সেই অরিজিৎ সিংহ এবার নিজের দ্বিতীয় ছবির সেট তৈরি করতে নিজের হাতে ইট গাঁথছেন এবং পেরেক পুঁতছেন। বোলপুরে জোরকদমে চলছে অরিজিতের প্রথম হিন্দি ছবির সেটের কাজ। ছবির সম্ভাব্য নাম ‘ভয়’। সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন গায়ক-পরিচালক। দাঁড়িয়ে থেকে সেট তৈরির তদারকি করছেন। প্রয়োজনে হাত লাগাচ্ছেন নিজেও! ধল্লার সায়ারা গ্রামে সাঁওতালি মাটির বাড়ির আদলে সেট তৈরি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বহনযোগ্য টেরাকোটার মন্দির। অরিজিৎ নিজের হাতে সেই সেটের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করছেন। এই ছবির প্রযোজক মহাবীর জৈন। ছবির গল্প লিখেছেন অরিজিৎ এবং তাঁর স্ত্রী কোয়েল সিংহ।



# প্রচারের অন্য সংজ্ঞা

প্রচার ছাড়াই চূড়ান্ত সফল মোহিত সুরির 'সইয়ারা'। চিত্রনাট্য, গান, অভিনয়... কোনও কিছুই আসল কারণ নয়। তাহলে বলিউডে নতুন প্রজন্মের প্রেম কাহিনির ইউএসপি কী? উত্তর খুঁজলেন **সাগরিকা চক্রবর্তী**

এখনও পর্যন্ত বলিউডি সকল সফল ছবির ব্যবসাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে মোহিত সুরির 'সইয়ারা'। যে ছবির বাজেট ৬০ কোটি টাকা। সেই ছবি মুক্তির আগেই ৯ কোটিরও বেশি আয় করেছে। প্রথম দিনে ছবির আয় হয় ২০ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত 'সাইয়ারা'র বক্স অফিস কালেকশন ৩০৯ কোটি (পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত)। ইতিমধ্যেই 'ধড়ক টু' এবং 'সন অফ সর্দার'-এর মতো ছবিও মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু চতুর্থ সপ্তাহেও মোহিত সুরির মিউজ়িক্যাল ড্রামা টেক্কা দিচ্ছে নতুন ছবিকে।

## শুরুতেই শুরুতে

নতুন মুখ, প্রেমের গল্প, ছবিতে একাধিক গানের ব্যবহার বরাবরই নতুন প্রজন্মকে নতুন দিশা দেখায়। তাই 'সইয়ারা' মুক্তির আগে নবাগত অহন পান্ডে এবং অপেক্ষাকৃত নবাগত অনীত পাড্ডাকে (এর আগে একাধিক বিজ্ঞাপন এবং 'সালাম ভেঙ্কি' ছবিতে কাজ করেছেন) দেখে মোহিত সুরির 'আশিকী টু'র স্মৃতিতে ডুব দিয়েছিল দর্শক। কারণ দুই ছবির সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতোই। তবে শুধু 'আশিকী টু' বললে ভুল হবে, মোহিত সুরি যতবারই প্রেমের গল্প বলেছেন কিংবা নতুন প্রজন্মের নতুন জুটিকে সামনে এনেছেন, ততবারই ছবি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয়তা পাওয়া আর মুক্তির এক দিন পরেই প্রায় ১লক্ষ ৪৫ হাজার টিকিট বিক্রি হওয়া, অবিশ্বাস্য! অগ্রিম বুকিংয়ের সংখ্যাও তো নেহাতই কম নয়। অথচ ছবি মুক্তির এক মাস আগে টিজ়ার আর ট্রেলার ছাড়া কিছুই সামনে আসেনি। কোনও সাক্ষাৎকার নেই, কোনও মিডিয়া বৈঠক নেই, কোনও প্রচার নেই। হঠাৎ করেই 'সইয়ারা'র জনপ্রিয়তা জনসমুদ্রে বদলায়।

## নতুন প্রজন্মের উন্মাদনা

নতুন মুখ দেখে জেন জ়ি-দের উত্তেজনা বা আগ্রহ বরাবরই বেশি থাকে। কিন্তু এই ছবির ক্ষেত্রে তা চরমে পৌঁছেছে। কীভাবে? সোশ্যাল মিডিয়া এক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার। সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই চোখে পড়ছে কীভাবে স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা এই ছবি দেখে আবেগে ভাসছে। কেউ কেউ নাকি নিজের প্রাক্তনকে নিয়ে এই ছবি দেখতে যাচ্ছে। কেউ আবার ছবির মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ছে! ছবি শেষে কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কেউ আবার আইভি ড্রিপ নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে বসে রয়েছে। নয়ের দশকে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জয়েঙ্গে', 'হাম আপকে হ্যায় কউন' কিংবা 'বাজ়িগর'-এর মতো অনেক ছবিই রয়েছে, যা দেখতে দর্শক বারবার প্রেক্ষাগৃহে গিয়েছে। দর্শকদের সিটি কিংবা উল্লাসে ফেটে পড়েছে প্রেক্ষাগৃহ। ঘণ্টার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট না পাওয়ার মতো মুহূর্তও রয়েছে। কিন্তু কোনও ছবির ক্ষেত্রেই অতিনাটকীয় কিছুই ঘটেনি। 'সইয়ারা' যেভাবে দেশের সব প্রান্তের প্রেক্ষাগৃহ নিজের দখলে এনেছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।



■ মোহিত সুরির সঙ্গে অহন ও অনীত

## প্রচার কৌশলে নতুনত্ব

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশের নানা প্রান্তের প্রেক্ষাগৃহে জেন জ়ি-দের কার্যকলাপ দেখে অবাক হচ্ছে দর্শকরা। ঠিক একইভাবে এই চিত্রগুলোই আরও বেশি করে প্রভাবিত করেছে কমবয়সী দর্শকদের। কী এমন রয়েছে এই সিনেমায়, যা দেখে বর্তমান প্রজন্ম এতটা আবেগতাড়িত? একাংশের মতে প্রেক্ষাগৃহের সব দৃশ্যই আদতে প্রমোশনাল স্ট্র্যাটেজি। তবে ঠিক কর্পোরেট বুকিংয়ের আওতায় এই পন্থাকে ফেলা যায় না। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, দেশের উন্নয়নশীল শহরগুলিতে এই প্রমোশনাল স্ট্র্যাটেজিকে কাজে লাগিয়ে আজ 'সইয়ারা'র জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। অবশ্যই এর সঙ্গে অন্য আরও অন্যান্য পন্থা রয়েছে। কিন্তু এই পন্থাকে আগে কোনও ছবির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়নি। এক্ষেত্রে ছবির পরিচালক ও প্রযোজক অমৃতস্বর, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, পাটনা, নাগপুরের মতো টায়ার টু এবং থ্রি সিটির একাধিক প্রেক্ষাগৃহে 'সইয়ারা' দেখিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এবং জোর দিয়েছেন কমবয়সী ছেলেমেয়েদের উপর। কিছু ক্ষেত্রে অর্থও প্রদান করেছেন প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের। আর তাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কনটেন্টের বন্যা। যাদের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, তারা বেশিরভাগই ওইসব শহরের বাসিন্দা। এবং বেশিরভাগের কাছেই প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখা বিলাসিতা। তাদের সাহায্যে আবেগপূর্ণ ভিডিয়ো তুলে, তা ছবি মুক্তির পর প্রকাশ্যে আনেন নির্মাতারা। এই পন্থায় ছবি যে চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।




নিজের ছবির পোস্টারের সামনে অনীত। ছবিটি পোস্ট করেছিলেন অহন

> একাংশের মতে প্রেক্ষাগৃহের সব দৃশ্যই আদতে প্রমোশনাল স্ট্র্যাটেজি। তবে অন্যান্য ছবির প্রচারের মতো ঠিক কর্পোরেট বুকিংয়ের আওতায় ফেলা যায় না এটিকে...

এ দিকে বলিউডে ছবি মুক্তির অনেক আগে থেকেই লুক টেস্টের দৃশ্য, গানের ঝলক, কাস্টদের নাম প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু 'সইয়ারা' অন্য পথে হেঁটেছে। নতুন প্রজন্মের দুই নতুন তারকাকে নির্মাতারা সামনে এনেছেন ঠিকই, কিন্তু তা অত্যন্ত সংযতভাবে। অনীত বা অহন কেউই তাদের ছবি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও পোস্ট করেনি। ছবি মুক্তির আগে তাঁদের অনুরাগী সংখ্যা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু রাতারাতি তাঁদের অনুরাগীসংখ্যা মিলিয়নে পৌঁছেছে 'সইয়ারা'র জনপ্রিয়তার পরে। প্রসঙ্গ উঠতে পারে অন্যান্য নবাগত তারকাদেরও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবির জনপ্রিয়তা তাঁদের জনপ্রিয়তা এনে দেয়। ঠিক যেমন 'লাপাতা লেডিজ়'-এর হাত ধরে জনপ্রিয়তা



অহন এখন 'কৃশ কপূর' নামেই জনপ্রিয় দর্শকমহলে



■ মানালিতে, তখন শুটিং চলছে 'সইয়ারা'র



■ 'সালাম ভেঙ্কি' ছবির একটি দৃশ্যে অনীত পাড্ডা। এটাই তাঁর প্রথম ছবি।



■ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে কমবয়সী দর্শকদের মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা চোখে পড়ার মতো

অভিনব পন্থায় ছবি যে হিট, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এটাও ঠিক, নতুন মুখ, ভাল গান,প্রেমের গল্প এই সব কিছু দর্শকদের প্রিয়। তাতে চিত্রনাট্য ও অভিনয় মাঝারি মানের হলেও আপত্তি নেই...

পেয়েছিলেন নিতাংশী গোয়েল এবং প্রতিভা রত্ন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁরা আগে থেকেই সক্রিয় ছিলেন। ছবির প্রচার করেছিলেন নিজেরাই। অহন এবং অনীত দু'জনেই এত দিন ছিলেন দর্শকদের চোখের আড়ালে।

আরও একটি বিষয়কে বিশেষভাবে প্রমোশনাল স্ট্র্যাটেজি হিসেবেই আখ্যা দেওয়া যায়। 'সইয়ারা' মুক্তির পর একাধিক 'বিহাইন্ড দ্য সিন' প্রকাশ্যে এসেছে। একজন গোয়ায় ঘুরতে গিয়ে এক বছর আগে 'সইয়ারা'র শুটিং দেখেছে। সেও ছবি মুক্তির পর সেই দৃশ্য প্রকাশ্যে আনছে। কেউ বা তার বাড়ির সামনের দৃশ্য তুলে ধরে জানাচ্ছেন, কিছু মাস আগে তার বাড়ির সামনেই 'সইয়ারা'র শুটিং হয়েছিল। শুটিং শেষে পুরো টিমের পার্টি করার মুহূর্তও এখন প্রকাশ্যে আসছে। সাধারণত কোনও ছবির ক্ষেত্রেই এতটা গোপনীয়তা বজায় রাখা হয় না। বরং সময় মেনে ছবির চরিত্র, গান, শুটিংয়ের দৃশ্য, সব কিছুই প্রকাশ্যে আনেন নির্মাতারা।

এই অভিনব পন্থায় ছবি যে হিট, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এর পাশাপাশি এই কথাও অস্বীকার করার জায়গা নেই, নতুন মুখ, ভাল গান,প্রেমের গল্প এই সব কিছু দর্শকদের প্রিয়। তাতে চিত্রনাট্য ও অভিনয় মাঝারি মানের হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু মোহিত সুরি নিজের ছবির এই জনপ্রিয়তাকে একেবারেই নির্ভেজাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রেক্ষাগৃহের দৃশ্যও অর্গানিক এতে তাঁদের হাত নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে দ্বিমত ওই ছবিরই এক অভিনেতার। 'সইয়ারা'র মতো প্রেমের ছবি আগেও হয়েছে। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ থেকে দর্শকদের যে প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়া মারফত সামনে এসেছে, তা সাজানো। এমন কথা জানিয়েছেন অভিনেতা বরুণ বদোলা, যিনি ছবিতে অহনের বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি নিজেই এখনও ছবিটি দেখেননি। এমন কি শুটিংয়ের সময় চিত্রনাট্য বা অভিনয় দেখে তাঁর কখনও মনে হয়নি, ছবিটি এত বড় জায়গায় যেতে পারে। তবে সত্যি যাই হোক, আসল সত্যি এটাই 'ছাওয়া' (৭৯৭ কোটি) পর ভারতীয় বক্স অফিসে রাজ করছে নবাগতদের 'সইয়ারা'। এবং ছবিটির হাত ধরেই এই মুহূর্তে জেন-জ়ি-রা পেয়ে গিয়েছে তাঁদের প্রজন্মের সেনসেশনাল দুই তারকা, অহন পান্ডে এবং অনীত পাড্ডাকে।

আশা করা যায়, তাঁদের ঘিরে এই উন্মাদনা বজায় থাকবে পরবর্তী ছবিগুলোতেও। এবং সত্যিকারের তারকা হয়ে উঠবেন তাঁরা।



অনুপম ও প্রস্মিতা

# নতুন তারে জীবনের সুর

একসঙ্গে দেড় বছর সংসার করলেন **অনুপম রায়** এবং **প্রস্মিতা পাল**। বললেন, গান তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও, সবটা নয়। তাঁদের কথা শুনলেন **সায়ক বসু**

**অনুপম এবং প্রস্মিতার জুটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? দু'জন সঙ্গীতশিল্পীর কাছাকাছি আসা, নাকি দু'জন মানুষের, সেখানে সঙ্গীত কোনও ফ্যাক্টরই নয়...**

অনুপম: দু'জন মানুষের কাছাকাছি আসা এবং একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রস্মিতা: একেবারেই। সেখানে গান পাকেচক্রে একটা ফ্যাক্টর হয়ে গিয়েছে। সেটা আমাদের পেশা, অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু শুধু গানের জন্যই একসঙ্গে থাকছি, সেটাও ভাবিনি।

অনুপম: সেটা হলে বিষয়টা ভীষণ আরোপিত হতে পারত।

**কিন্তু দু'জন পেশাদার সঙ্গীতশিল্পীর একসঙ্গে থাকার বিষয়টাও তো অস্বীকার করা যায় না। আদতে তো একটা জুটি তৈরি হল...**

অনুপম: তা হয়তো হল। একসঙ্গে একটা সিঙ্গলও আমরা কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছি। 'আমার বস' ছবিতে ও আমার সুরে গানও গাইল। 'ভাগ্যলক্ষ্মী'তে একসঙ্গে কাজ হল। কিন্তু সেটা তো কাজের জায়গা...

**ব্যক্তিগত জীবনে তার কোনও প্রভাব পড়ে না বলছেন? দু'জন পেশাদার শিল্পীর কাজ ও ব্যক্তিগত জীবন আলাদা করা যায়?**

অনুপম: চাইলেই যায়। দেখুন, আপনি যতই আমাদের সঙ্গীতশিল্পী পরিচয়টাকে সামনে আনুন না কেন, সেটা কিন্তু আমাদের সম্পর্ক তৈরির আদত ভিত্তি নয়। মানে 'মনের



সোহিনী সরকার, প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, গাবু, জয়ের মতো বন্ধুদের সঙ্গে

মিল হবে, তাই একই পেশার মানুষকে বিয়ে করি' টাইপের ভাবনা আমাদের মাথায় ছিল না। মানুষ অনুপমের ভাল লেগেছে মানুষ প্রস্মিতাকে। তাই তারা একসঙ্গে আছে।

প্রস্মিতা: তাছাড়া সঙ্গীত আমার একমাত্র পেশা নয়, আমার তো একটা পুরোদস্তুর চাকরি আছে। তবে আপনি যেটা বলছেন, সেই সুবিধে একদম নেই, তা বলতে পারি না।

**কেমন সেটা...**

অনুপম: একেবারে টেকনিক্যাল সুবিধে হল, আমার কোনও স্ক্র্যাচ রেকর্ড করতে গেলে প্রস্মিতাকে পাওয়া যায়। তাছাড়া ওর গলার স্কেলটা যেহেতু একটু উপরের দিকে, তাই আমার গলার সঙ্গে বা একটা পুরুষ কণ্ঠের সঙ্গে ওর গলাটা বেশ মানিয়ে যায়।

প্রস্মিতা: ওটাই। তাছাড়া আমাদের দু'জনের দুনিয়া একেবারে আলাদা। ও আলাদা শো করে, আমি আলাদা করি। দু'জন আলাদা ঘরে রেওয়াজ করি।

অনুপম: বাড়িতে সকালে একটা মিষ্টি গলা শোনা যাচ্ছে, এটা তো ভাল লাগেই। তবে হ্যাঁ, ওর কানকে আমি বিশ্বাস করি। আমি ভুল গাইলে, বলে দেয়। কোনও গান তৈরির ক্ষেত্রে সংশয় হলে, ওকে আমি জিজ্ঞেস করে নিই।

**কিন্তু এই যে পরস্পরের কাজ সম্পর্কে দু'জনেই ক্রমাগত জেনে যাচ্ছেন। শুনছেন, একে অপরের কাছে কী কাজ আসছে, এটা কি কোথাও দ্বন্দ্ব বা শিল্পীর নিজস্ব অহংবোধে নাড়া দেয়?**

অনুপম: এই উত্তরটা দেওয়ার জন্য সঠিক সময় এটা নয়। মানে, বলতে চাইছি যে মাত্র দেড় বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি উত্তরটা দিতে পারব না।

প্রস্মিতা: আমার কিন্তু এটা নিয়ে কোনওদিনই কোনও সমস্যা হয়নি। আর একজন আর একজনের কাজ সম্পর্কে জানতে পারব, এটাই তো স্বাভাবিক। এক বাড়িতে আছি...

**এখন অনুপম এবং প্রস্মিতা 'জুটি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অনেক প্রযোজক পরিচালকই আপনাদের জুটি হিসেবে কাজ করাতে চাইবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাদের নিজেদের তাগিদটা কী? যদি অনুপম কোনও সুরের কাজ করতে যান, তা হলে কি জুটির তাগিদে প্রস্মিতা স্বাভাবিকভাবেই আপনার কাজে আসবেন?**

অনুপম: একেবারেই না। কোন গান কাকে দিয়ে গাওয়ালে ভাল লাগবে, সে কথা প্রাথমিকভাবে আমি বলতে পারি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্রযোজক পরিচালককে আমার সেই কথা মানতে হবে। ফরমায়েশি কাজে ওঁরা যা বলবেন, সেটাই শেষ কথা। এমন বহুবার হয়েছে যে, কাউকে দিয়ে আমি কোনও গান গাওয়াতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। গানটা জঘন্য হয়েছে ভেবে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যদি প্রস্মিতাকে নিতে বলেন, তা হলে নেব। যদি নিতে না বলেন, নেব না। আমরা যখন নিজেরা সিঙ্গল তৈরি করব, তখন নিজেদের ভাবনাচিন্তা কাজ করবে, না হলে নয়।

**আপনাদের সম্পর্কের শুরুর দিনগুলো সম্পর্কে একটু শুনি...**

প্রস্মিতা: আমরা আগে থেকেই একে অপরকে চিনতাম। একসঙ্গে কাজ করেছি। বন্ধুবান্ধবদের সূত্রে বাড়িতেও যাতায়াত ছিল।

অনুপম: আর আমি যে জীবনসঙ্গী খুঁজছিলাম, তা তো আপনি জানেন। প্রস্মিতাকে দেখে যখন আমার ভাল লাগে, তখন কথাটা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলাম। এবং অদ্ভুতভাবে আমাকে ভাল লাগার কথাও প্রস্মিতা ওঁকেই জানিয়েছিল। ফলে অনিন্দ্যদা খানিক ঘটকালি করে দিয়েছেন এই ব্যাপারে বলা চলে।

**প্রথম ডেটে কবে গিয়েছিলেন?**

অনুপম: কোথায় আর ডেটে যাব বলুন, মানুষ আমাকে চিনতে পারে যে! সেটা যে কী সমস্যা, প্রাইভেসি থাকে না। জানেন, আমি শপিং মলে জামাকাপড় অবধি নিশ্চিন্তে কিনতে যেতে পারি না।

প্রস্মিতা: দেখাসাক্ষাৎটা বাড়িতেই করতে হত তাই। বন্ধুর বাড়ি। কিন্তু সেভাবে প্রথম ডেট বলে কিছু হয়নি কখনও।

**কিন্তু অনুপম, আপনি নিজের হাতে বাজারটা তো করেন! রান্না কি প্রস্মিতা করতে পারেন?**

অনুপম: হ্যাঁ, ওটা অনেকদিন থেকেই করি। আর বাজারে সবাই চিনে গিয়েছে বলে সমস্যা হয় না এখন। রান্না প্রস্মিতা ভালই করে।



টার্কিতে বেড়াতে গিয়ে

আমাদের কুক আছে যদিও, তবে সপ্তাহে তিন দিন রান্না যদি প্রস্মিতা করে, তিন সপ্তাহে একবার আমি করি। অবশ্য পুরোটাই শখে।

**এতদিন একসঙ্গে থাকার ফলে একে অপরের কোন গুণটা আয়ত্ব করেছেন?**

প্রস্মিতা: ও খুব নিয়মে চলে। আমি যে একেবারে চলি না, তা নয়। কিন্তু ওর পাল্লায় পড়ে আমি আরও অনেক বেশি নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলি। ডিনারের সময় অনেক এগিয়ে এনেছি। জীবনটা আরও স্ট্রাকচারড হয়েছে।

অনুপম: প্রস্মিতা দারুণ রেওয়াজ করে। আমি খুব মন দিয়ে শুনি। তাতে হয়েছে কী, যখনই ও নতুন কিছু করে, আমি মন দিয়ে শুনে সেটা নিজে করার চেষ্টা করি। ফলে সুবিধে হয়েছে, আমাদের একসঙ্গে থাকায়।

**আচ্ছা, একটা কথা বলুন, এই সময়ে দাঁড়িয়ে বহু মানুষের মুখেই শোনা যায় যে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটা অবলুপ্তির পথে। এখন ডিভোর্সের হার প্রবলভাবে বাড়ছে। মানুষ এতটাই আর্থিক এবং মানসিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে যে, সহ্য করার শক্তিও কমে গিয়েছে। সেখানে আপনারা আবার বিয়ে করার শক্তিটা পেলেন কীভাবে?**

প্রস্মিতা: আমি আপনার সঙ্গে অনেকটাই একমত। দেখুন, বিয়ের যে স্ট্রাকচার, যে নিয়ম তা তো অনেকটাই পুরুষতান্ত্রিক। ফলে আমার মনে হয় না, ম্যারেজ অ্যাজ় অ্যান ইন্সটিটিউশন উইল ওয়ার্ক এনি



অনুপম ও প্রস্মিতা। (নীচে) বিয়ের দিন জয় ও লোপামুদ্রার সঙ্গে



মোর ইন ফিউচার। মেয়েরা আজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, পাল্টে গিয়েছে। আর্থিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে। তারা আর বিয়ের গণ্ডিতে আটকে নেই। কিন্তু ছেলেরা এখনও সেটার মধ্যেই আবদ্ধ।

অনুপম: আমি বিয়েতে খুব বিশ্বাস করি। প্রস্মিতা শোষক এবং শোসিতের জায়গা থেকে কথাটা বলছে ঠিকই, কিন্তু সামাজিকভাবে একে অপরের দায়িত্ব নিচ্ছি, এটা তো মানুষ ভেবে বের করেছে, (প্রস্মিতা পাশ থেকে বললেন, 'পুরুষরা ভেবে বের করেছে') আমি তাতে খুব কমফোর্টেবল। সংসারে স্বামী এবং স্ত্রীর দায়িত্ব, সেটা আমার ভাল লাগে।

প্রস্মিতা: যদি ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে সুযোগ এবং অধিকার সমান হয়, তা হলেই কিন্তু বিয়ে প্রতিষ্ঠানটা থাকবে। আজ যদি স্ত্রীকে কাজের সূত্রে বাইরে যেতে হয়, আর সেটা যদি স্বামী খুশি মনে মেনে দায়িত্ব পালন করেন, তা হলেই তো সমস্যা নেই। অনুপমের সঙ্গে আমি সংসার করতে পারছি, কারণ ও একেবারে আলাদা। এত ডাউন টু আর্থ, অনেস্ট মানুষ আমি দেখিনি। এত বিখ্যাত হওয়ার পরেও, তাই ওর সঙ্গে সংসার করে আমি খুশি।

**কোন জিনিসটা আপনাদের সংসার এবং সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়?**

প্রস্মিতা: একটাই কথা, ভালবাসা।

অনুপম: আর আমাদের যদিও মনোমালিন্য সেভাবে হয়নি, কিন্তু হলেও, আমরা খুব সহজে একে অপরকে সরি বলতে পারি। তাতে ইগো থাকে না।




# ‘শোলে’: রূপকথার রোজনামচা

৫০ বছরে পড়ল রমেশ সিপ্পির ‘শোলে’। কিন্তু কেন আজও জনপ্রিয় এবং প্রাসঙ্গিক এই ছবি? শুধু কি বিনোদনের কারণে? নাকি অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায় এই সিনেমাকে? বিশ্লেষণ করলেন **সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**

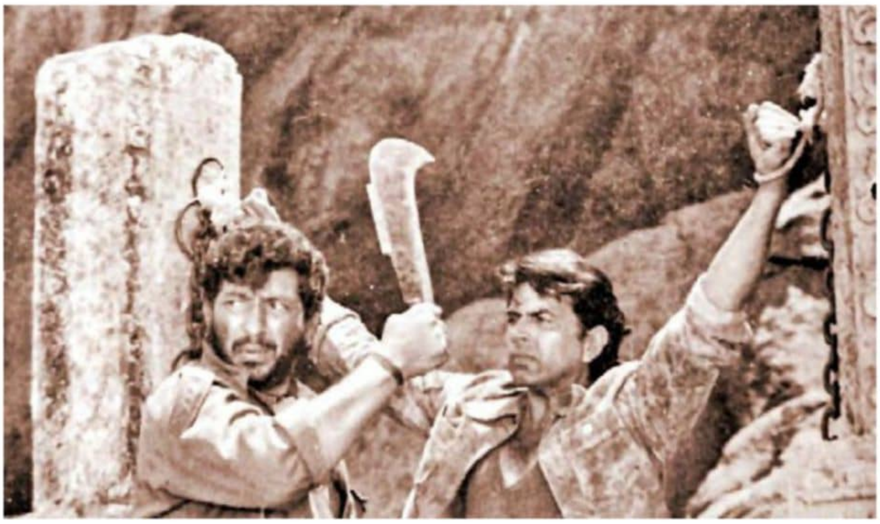
‘শোলে’ ছবিটির ৫০ বছর পার হল। এটি একটি বিবৃতি মাত্র। আসলে ভারতীয়দের ৫০ বছরের স্বপ্ন পর্যটন পূরণ হতে যাচ্ছে। ‘শোলে’কে আমরা কতটা ‘শুধুই একটি চলচ্চিত্র’ বলে বিচার করতে পারব? এটা ঠিক যে, ১৯৭৫ সালে কলকাতা শহরের জ্যোতি সিনেমাহলে যখন আমি প্রথমবার ‘শোলে’ দেখেছিলাম, তখন তার ৭০ মিলিমিটার স্ক্রিন ও স্টিরিয়োফোনিক সাউন্ড আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। কিন্তু সে তো কারিগরির চমৎকারিত্ব। বাকিটা? আজও কেন ‘শোলে’ কিংবদন্তির মতো ঘরে-ঘরে ঘোরে? কিংবদন্তি কথাটা যখন উচ্চারণ করলাম, তখন বলতেই হবে, ব্যাপারটি আদতে কী?

আমার মতে, কিংবদন্তির একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শগত প্ররোচনা থাকে এবং এটি ভাষাগত পরিসর থেকে মুক্ত হয়ে এক ধরনের সীমাহীনতার মধ্যে ঘুরতে পারে। ‘শোলে’র ক্ষেত্রে এই দু’টি বিষয়ই ভিন্ন-ভিন্নভাবে সত্য। যদি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তা হলে দেখব, ১৯৫৫ সালে ‘পথের পাঁচালী’র মুক্তি এবং তার ঠিক ২০ বছর বাদে ‘শোলে’র মুক্তি ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্বের মধ্যে এক বিমূর্ত সমীকরণ তৈরি করে ফেলে। ‘শোলে’ ছবিটি কতখানি সিনেমা? আজ মনে হয় একে সিনেমার বদলে শহুরে

লোকনাট্য বলা যায়। অথবা যদি আমরা এক ধরনের জাতীয় রূপকের কথা ভাবি, তা হলেও 'শোলে' অদ্ভুতভাবে এই শব্দের যথার্থ উদাহরণ হিসেবে উঠে আসতে পারে। এই ছবির প্রতিটি পরতে সমকালীনতা গল্পকথার মুখোশ পরে মানুষের সামনে হাজির হয়েছে। 'শোলে' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৫ সালে। তখন দেশে জরুরি অবস্থা। কঠিন সময়, তাও এই ছবি ইতিহাসের সঙ্গে করমর্দন করে। পুরাণের সঙ্গেও।

## প্রতীক, ছন্দোবদ্ধ সংলাপ ও অন্যান্য

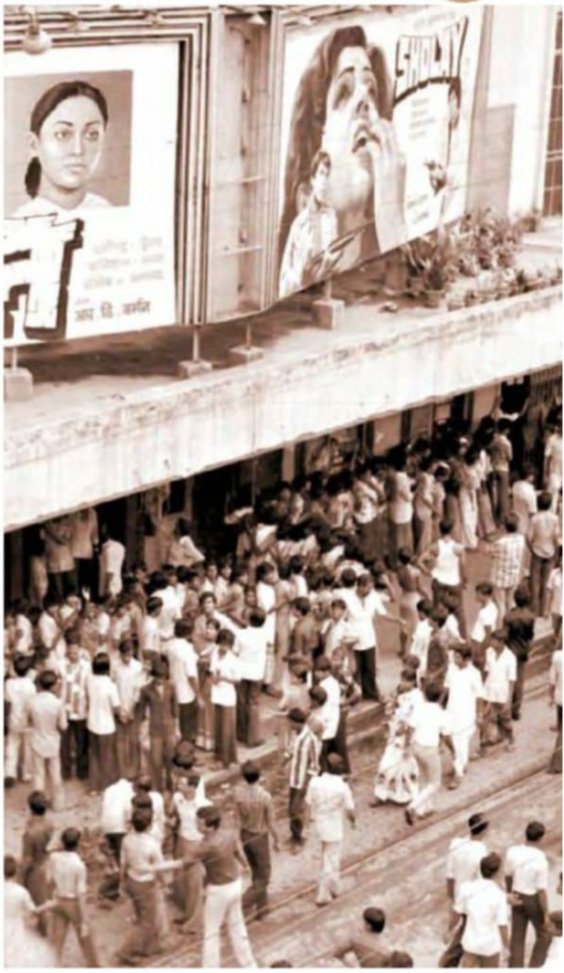
আমাদের অবাক লাগে যে, 'শোলে'র শুরু এবং শেষে একটি ট্রেনের মোটিফ কীভাবে উপস্থিত থেকে যায় ('পথের পাঁচালী'তেও ট্রেনের মোটিফ ছিল, 'অপু ট্রিলজি'তেও সেভাবে বলতে গেলে)! আসলে ট্রেনই একমাত্র যান যা, সিনেমার সূচনাকাল থেকে সাঙ্কেতিকভাবে এই মাধ্যমে প্রবেশ করেছে। সেই লুমিয়ের ভাইদের প্রথম ছবির কথা মনে করুন। সভ্যতার প্রথম চলমান চিত্র, যেখানে একটি ট্রেন প্যারিসের স্টেশনে এসে দাঁড়াল! অথবা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে, ১৯০৩ সালে তৈরি আমেরিকার প্রথম কাহিনিচিত্র 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি'র দৃশ্যকল্পের কথাও। সেই ছবি তো 'শোলে'র মেরুদণ্ড হিসেবেই কাজ করেছে! আসলে রমেশ সিপ্পির এই ছবি একটি জনপ্রিয়তার পরিসরে গল্প বলে এবং সিনেমার পর্দায় সেই গল্প বলার ইতিহাসকে স্মরণও করে। প্রথম দৃশ্যে পরিচালকের করা এক্সট্রিম লং শটে নেওয়া ট্রেনের দৃশ্য জন ফোর্ডের ছবির ক্যামেরার কথা মনে পড়ায়! তবে 'শোলে' আরও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে অন্য জায়গায়। জায়মান অশ্বখুরধ্বনি এবং রেলগাড়ির গতিপথ,



■ গব্বর সিংহের জন্মবৃত্তান্ত কেন পাওয়া যায় না শোলে-তে? কেন অন্ধকারই নিয়তি গব্বরের?



■ সেলিম-জাভেদ ভারতীয় পুরাণ এবং রাজনীতিকে মিশিয়েছিলেন 'শোলে'-তে



■ 'শোলে' মুক্তির পর হলের সামনে লাইন

ডাকাতদের সঙ্গে সংঘর্ষ মুহূর্তের মধ্যে ছবিটিকে বাস্তব থেকে অ-বাস্তবতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এবং রুক্ষ প্রকৃতি থেকে গল্প চলে আসে রামগড়ে, যেটি ছোট্ট গ্রাম হলেও, আদতে সমগ্র দেশের পটচিত্র। ট্রেন আসে, আমরা সেই গ্রামের সঙ্গে পরিচিত হই। চরিত্ররা আলোয় দাঁড়ায় দেশের প্রতিভূ হয়ে। এবং তারপর তা নিষ্পত্তি করে ট্রেনে উঠেই ফিরে যায় এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে। যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। এবং এক অনুভূতিমালা দর্শক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। পরিচালক শেখর কপূর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, ভারতীয় তথা হিন্দি সিনেমাকে 'শোলে' পূর্ববর্তী এবং 'শোলে' পরবর্তী সময় হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে। মিথ্যা নয় একেবারেই। এই যে 'শোলে' ভারতীয় চলচ্চিত্রের পাঠ্যপুস্তক হয়ে রয়েছে, তার কারণ কী? এখানে যেভাবে সমস্যার উৎপত্তি এবং নিষ্পত্তি অনুপুঙ্খে বিবৃত হয়েছে, তা তুলনারহিত। এই ছবি শিল্প নয় একেবারেই, কিন্তু জনতার ব্যাপক পরিসরে একটি গল্প কীভাবে বলা হবে, তার আদর্শ উদাহরণ।

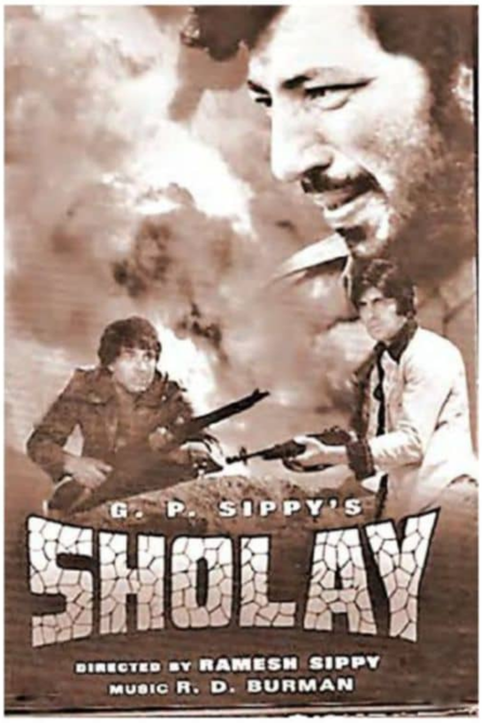


■ শুটিংয়ের নেপথ্যে। ধর্মেন্দ্র এবং অমিতাভ বচ্চন শট দিচ্ছেন



■ কেন 'বাসন্তী' হয়ে গেলেন সুভদ্রা এবং 'বীরু' অর্জুন? পুরাণ কীভাবে মিশল শোলে-তে?

আমার মনে হয়, ভারতীয় সিনেমা শুধু দৃশ্য বা গল্পের ভারে নুব্জ্য নয়, তাতে কথকতারও একটা আলাদা ভূমিকা আছে। তাই তো রামচরিতমানস থেকে শুরু করে পালাগান এত জনপ্রিয়। আজকের ভারতেও, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গানের মাধ্যমে গল্প বলা বেশ চর্চিত। আমাদের কথায় সুর আছে। 'শোলে' যে সংলাপ-পথ তৈরি করেছিল, তা ভারতবর্ষের সর্বত্র উচ্চারিত হয়। 'ইয়ে হাত মুঝে দে দে ঠাকুর' হোক বা 'জো ডর গয়া, সমঝো উও মর গয়া' বা 'কিতনে আদমি থে', 'তেরা নাম কয়া হ্যায় বসন্তী'... কোথাও গিয়ে একটা ছন্দোবদ্ধ সংলাপের সৃষ্টি করে এবং মানুষের মনে গান বা কবিতার অভিঘাত সৃষ্টি করে। 'শোলে' তার বিন্যাস, আখ্যানভঙ্গির দিক থেকে পশ্চিমি ঘরানার ছবি। অনেকেই বলবেন, ছবির অনেক দৃশ্য পশ্চিমি ছবি থেকে নেওয়া। ধর্মেন্দ্রর সেই মদ্যপান করে জলের




■ 'শোলে' ছবির পোস্টার

ট্যাঙ্কে উঠে পড়ার দৃশ্যটির সঙ্গে তো অনেক বিশ্লেষক ও সমালোচক ১৯৬৯ সালে তৈরি স্ট্যানলি ক্রেমারের 'দ্য সিক্রেট অফ সান্তা ভিক্তোরিয়া'র একটি দৃশ্যের মিলও খুঁজে পান। কিন্তু ভেবে দেখুন, সেই দৃশ্যে ধর্মেন্দ্র বলেন, 'মত পুছো চাচা, তুমহারে আঁসু নিকল আয়েঙ্গে। ইস স্টোরি মেঁ ড্রামা হ্যায়, ইমোশন হ্যায়, ট্র্যাজেডি হ্যায়...''

এই সংলাপ কেন লিখলেন সেলিম-জাভেদ? কারণ পশ্চিমি ছবির দৃশ্য হলেও, 'শোলে' আদতে ভারতীয় ছবির যে আবেগময়তা ও অশ্রুসজলতার ঘরানা, তাকেই নির্দেশ করতে চায়। নিজের আখ্যানশৈলিকেই নির্ধারণ করে দেয়। বলতে চায়, পশ্চিমি ধাঁচের হলেও, পরিচালক আসলে ভারতীয় মশলা মিশিয়ে এই ছবিকে 'কারি-ওয়েস্টার্ন' হিসেবে তৈরি করেছেন। তাই আন্তর্জাতিক ছবির ছায়া-বর্জিত না হলেও, 'শোলে' আদতে ভারতীয় আত্মাকেই ধারণ করে রয়েছে, বহু

রঙে মিশে।

## মহাকাব্যের রেফারেন্স, নারী চরিত্র

এই ছবির পৃথিবীটি সরল। এখানে সরল-দুর্বল, ভীরু ও ক্ষমতাবান, বৈধ-অবৈধ, শোসক ও শোসিতর গল্প ধরা আছে প্রকটভাবে। ন্যায়-অন্যায়, হিংসা-অহিংসা, পরিবার এবং একাকিত্ব... এই সমস্ত কিছুকেই একটি লাবণ্যময় ভাষায় বলা হয়। তবে এখানে মনের গল্প যেভাবে আছে, শরীরের গল্প সেভাবে নেই। ‘শোলে’ একান্তভাবে পুরুষতান্ত্রিক ছবি এবং খেয়াল করার যে, এই সাম্প্রতিক আলফা মেলের আধিপত্য ভারতীয় সিনেমায়, তা কিন্তু শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালের এই ব্লক বাস্টারের হাত ধরেই। অথচ ছবির মূল চরিত্র, মানে কোনও নারীকেই (হেলেন বাদে, কারণ সে সংযোজক অব্যয়) আমরা অনাবৃতা দেখি না। গা-ভর্তি পোশাক পরে তাদের দেখি পুরুষ চরিত্রের ছায়াবৃতা হিসেবে। তবে হ্যাঁ, বসন্তী কখনও-কখনও মহাভারতের সুভদ্রার মতো আচরণ করে বটে, চাবুক হাতে অশ্বচালনা করে এবং রথ চালিয়ে পালায় (সুভদ্রা হরণের দৃশ্যের কথা মনে পড়ে), সেই সময় আমরা বীরু চরিত্রটিকে অর্জুনের ভূমিকায় ভাবতেই পারি। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। তবে এই টুকরো সময়ে ‘শোলে’ মহাকাব্যের স্মৃতির কোলাজ তৈরি করে এবং ভারতীয় জনসমাজের মনের গহনে থাকা পূণ্য এবং পাপের কাহিনির সঙ্গে সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়। ‘বীরু’ এবং ‘জয়’ ছবির দুই ছিঁচকে অপরাধী গ্রামের (নাকি, দেশের?) অনেক বড় অপরাধকে প্রশ্ন করে। আমরা কোন অপরাধের পক্ষ নেব?



■ ‘শোলে’-র একটি অনুষ্ঠানে জাভেদ আখতার, রমেশ সিপ্পি, সেলিম খান এবং ফারহান আখতার



■ ‘শোলে’-র সাফল্য-পার্টিতে সঞ্জীবকুমার এবং অমিতাভ বচ্চন

‘শোলে’ মহাকাব্যের স্মৃতির কোলাজ তৈরি করে। ভারতীয় জনসমাজের মনে থাকা পূণ্য এবং পাপের সঙ্গে সামাজিক ন্যায় জুড়ে দেয়।

## একাকিত্বের অন্ধকার এবং অপরাধ

তাই তো এই প্রসঙ্গেই আসে ছবির ভিলেন গব্বর সিংহের কথা। ভারতীয় পপুলার সিনেমার অন্যতম কুখ্যাত এই ভিলেনের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে কিন্তু আমরা কিছুই জানতে পারি না ছবিতে। অথচ তাকে মনে



■ গব্বরকে মারতে ঠাকুরও একই রকম অপরাধের সাহায্য নেয়। কিন্তু কেন?



■ গব্বর কি রাবণের অন্য রূপ? কী মনে হয় তলিয়ে দেখলে?

পড়ে জন ফোর্ডের সেই অমোঘ মন্তব্য, 'A man alone with his destiny'... যেন একাকিত্বই মনের অতলে থাকা অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার একমাত্র নিয়তি। গব্বর সিংহের কোনও উৎস নেই ছবিতে। সে অযোনিসম্ভূত, অশুভ শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গোটা ছবি জুড়ে। এবং হয়তো সেই কারণেই চরিত্রটি আমাদের সম্ভ্রম আদায় করে। তলিয়ে ভাবলে দেখা যায়, গব্বর কিন্তু তত খুন করেনি, সংখ্যার দিক থেকে যত খুন জয় এবং বীরু করেছে। সে পাপী হয়েও, গুরুদণ্ড পেয়েছে। তাই কি রাবণের নব রূপায়ণ হয়ে উঠে আসছে গব্বর? রাম তো রাবণের চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ করেছে, রামায়ণে! কিন্তু মৃত্যু শাস্তি পায় কে?

## রাজনীতির সঙ্গে অপরাধ-যোগ এবং...

'শোলে' আপাতভাবে একটি সমস্যাহীন ছবি, সেখানে শ্রেণিগত কোনও সামাজিক উত্তেজনা নেই। এমনকি, অন্ধ ইমামসাহেবকে গ্রামবাসীরা সতত সাহায্য করে। কোনও সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্বও নেই। এই নিবিড় প্রশান্তির মধ্যে একটিই সমস্যা, গব্বর সিংহ। সে যেন বহিরাগত। এই যে ছবিটি দেখার সময়ে দর্শক 'আমরা এবং ওরা'-তে বিভক্ত হয়ে গেল, এখানেই মূল সমস্যার শুরু। কারণ তখন বোঝা গেল, এই ছবির রাজনীতি কী সূক্ষ্ম চালের! গব্বর সিংহকে জীবন্ত ধরে ফেলে, ঠাকুর প্রতিশোধস্পৃহা মেটাতে চায়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'শোলে' কিন্তু ঠাকুরের অন্দরের একাকিত্ব থেকে বাইরের গল্প বলে এবং যেভাবে বলা হয়, তা আসলে প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠস্বর। এই প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিকই। মনে রাখতে হবে, জরুরি অবস্থার সময়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েও ইন্দিরা গান্ধী নিজেকে দলে সংখ্যালঘু বলে মনে করেছিলেন। এবং প্রয়োজনমতো অন্য 'বাহ্যিক' শক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন নিজেকে রক্ষা করার জন্য। ছবিতে ঠাকুরের কর্মকাণ্ডও তাই। নিজের অহং তৃপ্ত করতে, পুলিশ প্রধান হওয়া সত্ত্বেও পুলিশের সাহায্য না নিয়ে, তিনি নিয়েছিলেন দু'টি ছিঁচকে চোরের সাহায্য! এই যে রাজনীতির বাইরে গিয়ে অপরাধীর সঙ্গে প্রশাসন বা পুলিশের সমঝোতা এবং সামাজিকীকরণের একটা ভিত্তি 'শোলে' সেই সময়ের দেশ থেকে রসদ নিয়ে তৈরি করেছিল, তা ৫০ বছর বাদে আজও রাজনীতি ও সমাজনীতিতে সক্রিয়। আসলে শোলের মূল আখ্যানের সঙ্গে খোসার মতো ছড়িয়ে আছে রাজনীতি। জরুরি অবস্থা অগণতান্ত্রিক হতে পারে, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তখন বিরোধীদের এই বলে নিরস্ত করেছিলেন যে, দেশদ্রোহী ও সমাজবিরোধী শক্তিকে আটকানোর জন্য তাঁকে বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে বিচার বিবেচনা করে অন্যভাবে শিবির সাজাতে হবে। এই রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস 'শোলে'তে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ শেখাতে পারে। কারণ সেই সময় দেশে শত্রু ও মিত্রের অবস্থান, ভাল-মন্দের নীতি আদতে মূল সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জয় এবং বীরু যেভাবে রাতারাতি 'ভাল'র দলে চলে গিয়েছিল, তা ঠাকুরের আইন অতিরিক্ত অবস্থান। পুলিশের এই অবস্থানকেই সেই সময় দেশে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। এখনও হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'শোলে'কে আমাদের আজকের চোখ দিয়ে পড়তে হবে।

# বুদবুদে চড়ে তারকা জীবন

টেস্ট গসিপ নিয়ে
আনন্দলোকে
হাজির
সোশ্যালাইট
**মিস আঙুরলতা**

যে ভাবে মেঘ-বৃষ্টি-রোদ্দুরের খেলা চলছে গোটা বঙ্গ জুড়ে, তাতে মনে হচ্ছে এতদিনে আবহাওয়া সেলেব চরিত্রের মনের হদিশ পেয়েছে। এই ভাল তো এই খারাপ। এই অন্ধকার তো এই আলো। এমন দ্রুত পরিবর্তন যে, মনে হচ্ছে, প্রলয়কাণ্ড ঘটবে বুঝি। তবে আবহাওয়াকে তো আর দোষ দেওয়া যায় না। সে তো নিজের খেয়ালে চলবেই। আমাদের তারকারা যে কেন শুধরোয় না কে জানে। এই যে যুবতী নায়িকা এখন দুই বঙ্গের জনপ্রিয় তারা হয়ে উঠেছে, তা তো পরমপূজ্যপাদ অভিনেতার বদান্যতায়! তার জোরেই সে ওপার বাংলাতে কাজের সুযোগ পাচ্ছে। নাম করছে। কিন্তু নিজে তা বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করবে? এই তো কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিল যুবতী। সেখানে তাকে বড় তারার সম্মান দিয়েই মঞ্চে ডাকার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সঞ্চালক। কিন্তু সে বলে পাঠায়, নামের আগে ‘মহাতারা’ শব্দটা না বললে স্টেজে পা-টি পর্যন্ত দেবে না। অথচ, কিছুক্ষণ আগেই সে এমনভাবে লোকের সঙ্গে মিশছিল, যেন পাশের বাড়ির মেয়েটা!

আসলে এই দ্বৈত চরিত্রে ভুগছে এখন সকলেই। এই যে ছোটপর্দার সুন্দরী বৌ এখন বড়পর্দার নায়িকা হয়েছে, তা সিনেমা চলুক ছাই না চলুক... সে নিজে তো তারা! অন্তত মনে তাই ভাবে। তাই দ্যুতি ছড়াবে না? সে তো গিয়েছিল একটা দোকানে পোশাক কিনতে। সেখানে তাকে ছাড় দেয়নি বলে, সে কী রাগ! মুখের উপর বলে দিয়েছে, ‘আপনি জানেন না আমি কে! এই শহরের যে-কোনও দোকানে গেলে ফ্রি-তে আমাকে পোশাক দিয়ে দেয়।’ ভাবখানা এমন, যেন সুন্দরীকে দেখলেই, তাদের ব্যবসা করার ইচ্ছে আর থাকে না। অবশ্য এইভাবেই তো চলছে। এই বুদবুদে ভেসে যতদিন ভেসে থাকা যায় আর কী।





■ দেবলীনা ভট্টাচার্য

## কটাক্ষের জবাব

ছ'মাস আগে মা হয়েছেন হিন্দি ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবলীনা ভট্টাচার্য। পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই একরত্তি এখন থেকেই কটাক্ষের শিকার। কখনও গায়ের রং, কখনও বা চেহারার গঠন... তাকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। এমনকি, তাঁকে 'খুদে জঙ্গি' বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি স্বামী এবং সন্তানকে নিয়ে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। আর তাতে কটাক্ষ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। তাদের একাংশের কথায়, মা সুন্দরী, ফর্সা কিন্তু ছেলে বেমানান। স্বাভাবিকভাবেই সন্তানের নামে এমন কথা শুনে দেবলীনা ক্ষিপ্ত এবং অনুতপ্ত। বাধ্য হয়ে মুখ খোলেন এই সবের বিরুদ্ধে। প্রথমে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি লেখেন, 'আমার সন্তান কার মতো দেখতে হবে, আপনাদের কী ধারণা? আপনারা কি প্রতিবেশীর মতো দেখতে?' এরপর তিনি বলেন, 'সন্তানের মতো মূল্যবান সম্পদ পৃথিবীতে আর কিছু হয় না। মা সেই মূল্য বোঝে।'

## পুরনো জুটির নতুন কাজ

ধারাবাহিক থেকেই তাঁদের পথচলা শুরু। বলা বাহুল্য, পছন্দের জুটি। সেই পছন্দের জুটি, মানে বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ও ঐন্দ্রিলা সেনকে আবারও দেখা যাবে টেলিভিশনের পর্দায়। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ না করলেও, তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট। এবার একই রিয়ালিটি শোয়ের সঞ্চালনার দায়িত্বে তাঁরা। খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে নতুন রিয়ালিটি শো 'দশ দিনে দশ লাখ', যেখানে একসঙ্গে সঞ্চালনা করবেন তাঁরা দু'জন। শো-টি সম্প্রচারিত হবে একটি নতুন চ্যানেলে। জানা গিয়েছে, প্রস্তাব প্রথমে বিক্রমের কাছে গিয়েছিল। পরে বিক্রম ঐন্দ্রিলার নামও বলেন। সঞ্চালনার প্রসঙ্গ শুনে রাজি হন ঐন্দ্রিলা।

■ বিক্রম-ঐন্দ্রিলা





■ মধুমিতা সরকার

## টিআরপিতে দ্বন্দ্ব



■ 'বুলেট সরোজিনী' ধারাবাহিকের একটি মুহূর্ত

মাত্র আড়াই মাসেই শেষ হয়ে গেল ধারাবাহিক 'বুলেট সরোজিনী'। মে মাস নাগাদ ধারাবাহিকের প্রচারকার্য শুরু হয়। তারপর সম্প্রচার হয়। কিন্তু পরিচালক স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের এই ধারাবাহিক কখনওই ভাল ফল করতে পারেনি। বরাবরই টিআরপি তালিকায় একেবারে তলানিতে জায়গা করে নিত এই ধারাবাহিক। এই সময়ে দাঁড়িয়ে সব ধারাবাহিকই খুব স্বল্প সময়ের জন্য সম্প্রচারিত হয়। তার উপর যদি তা লাভজনক না হয়, তা হলে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আরও বাড়ে। ঠিক এই ভাবেই মাত্র দু'মাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল ধারাবাহিক 'দুগ্গামণি এবং বাঘমামা'। এবার 'বুলেট সরোজিনী'র জন্যও একই সিদ্ধান্ত নিলেন চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ কলাকুশলীদের। ইতিমধ্যেই তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলি তুলে ধরেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। জমানো স্মৃতিতে ডুব দিয়েছেন সকলে।

## চেনা পরিসরে

দীর্ঘ সাত বছর পর ফের টেলিভিশনের পর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের আগামী ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে। এই ধারাবাহিকটির জন্য তিন জনের লুক টেস্ট করা হয়েছিল। সেই তালিকায় ছিলেন অভিনেত্রী রনিতা দাস এবং দীপান্বিতা রক্ষিত। দীপান্বিতা নাকি আগেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন চরিত্র থেকে। পরবর্তীতে দু'জনের মধ্যে চূড়ান্ত করা হয় মধুমিতাকেই। এই ধারাবাহিকে মধুমিতার বিপরীতে দেখা যাবে দু'জন অভিনেতাকে। গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং শন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনা গেলেও, এখনও সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। কারণ গৌরব এখন 'তেঁতুলপাতা' ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন। তবে খুব শীঘ্রই নতুন ধারাবাহিকের কাজ শুরু করবেন লেখিকা তথা পরিচালক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

## আত্মবিশ্বাসেই এগিয়ে

ধারাবাহিক শুরুর সময় থেকেই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন রাজনন্দিনী পাল। প্রথম ধারাবাহিক হলেও নিজের কাজে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। একথা নিজেই জানিয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাসই তাঁর জয়ের অস্ত্র। দ্বিতীয় সপ্তাহে টিআরপি-তে সেরা হল অভিনেত্রী রাজনন্দিনী পালের প্রথম ধারাবাহিক 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী'। অ্যাকশন ধারাবাহিক 'পরশুরাম'-কে হারিয়ে অবশেষে জয় হল পিরিয়ডিক্যাল ড্রামার। রাজনন্দিনী ইচ্ছে ছিল, অনেক বেশি সংখ্যক দর্শকদের কাছাকাছি পৌঁছনোর। প্রথম সপ্তাহের ফলাফল হাতে পাওয়ার পর ইতিবাচক ইঙ্গিতও মিলেছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহে টিআরপিতে হল বড় রদবদল। কিন্তু জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'পরশুরাম' রয়েছে সঙ্কটে। একেবারে বরাবর শীর্ষে থাকা একটা ধারাবাহিক, তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে 'পরিণীতা'



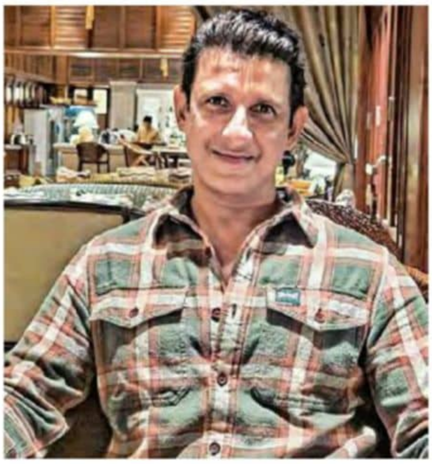
■ রাজনন্দিনী পাল



■ সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, (নীচে) শরমন জোশী

## শরমন জোশীর বিপরীতে সুস্মিতা

প্রথম বার বাংলা ছবিতে শরমন জোশী। বড়পর্দায় তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে টলিউডের অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়কে। এম এন রাজের পরিচালনায় আসছে নতুন প্রেমের ছবি 'ভালবাসার মরশুম'। ছবিতে কলেজ প্রেম থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, বন্ধুত্ব... সবই দেখানো হবে। তবে এই ছবিতে বাড়তি পাওনা যে বলিউডের তারকা শরমন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছবির প্রয়োজনে বাংলা শিখছেন শরমন। মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিংকে বেছে নেওয়া হয়েছে শুটিং স্পট হিসেবে।



## এবার মা দুর্গার ভূমিকায় ইধিকা পাল?

তিনি এখন টক অফ দ্য টাউন। ইতিমধ্যে শাকিব খান থেকে দেব, সুপারস্টার নায়কদের সঙ্গে ছবি করে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। এবার শোনা যাচ্ছে, একটি চ্যানেলে মহালয়ার দিনের অনুষ্ঠানে মা দুর্গার ভূমিকায় দেখা যাবে ইধিকা পালকে। ছোটপর্দায় এর আগে 'পিলু' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ছোটপর্দা থেকেই যে তিনি তাঁর প্রাথমিক পরিচিতি পেয়েছেন সেটাও ইধিকা নিজেও স্বীকার করেন। বর্তমানে ইধিকার ফ্যান বেসও ভালই। দেখা যাক, এবার দেবী দুর্গার চরিত্রে কেমন লাগে তাঁকে। জনপ্রিয়তা পান কি না।



■ ইধিকা পাল



■ কৌশিকের সঙ্গে উজান। এবং রাপূর্ণা (নীচে)

## উজানের ছবিতে রাপূর্ণা

অক্সফোর্ডে স্নাতকোত্তরের পাঠ শেষ করে দেশে ফিরে এবার সিনেমা পরিচালনায় মনোনিবেশ করতে চান কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে উজান গঙ্গোপাধ্যায়। ছবির নাম এখনও কিছু ঠিক করেননি উজান, কিন্তু এটা ঠিক হয়ে গিয়েছে যে, সেই ছবিতে অভিনয় করবেন গায়িকা রাপূর্ণা ভট্টাচার্য। যদিও উজান এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি, কিন্তু প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফের তরফে গোটা বিষয়টা জানানো হবে বলে খবর। এর আগে রাপূর্ণা সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'-তে গান গেয়েছিলেন। এবার অভিনয় করবেন। শোনা যাচ্ছে, উজান নাকি রাপূর্ণার বিশেষ বন্ধু। দেখা যাক, খবরের গতিবিধি কোন দিকে যায়।





■ ঋত্বিক

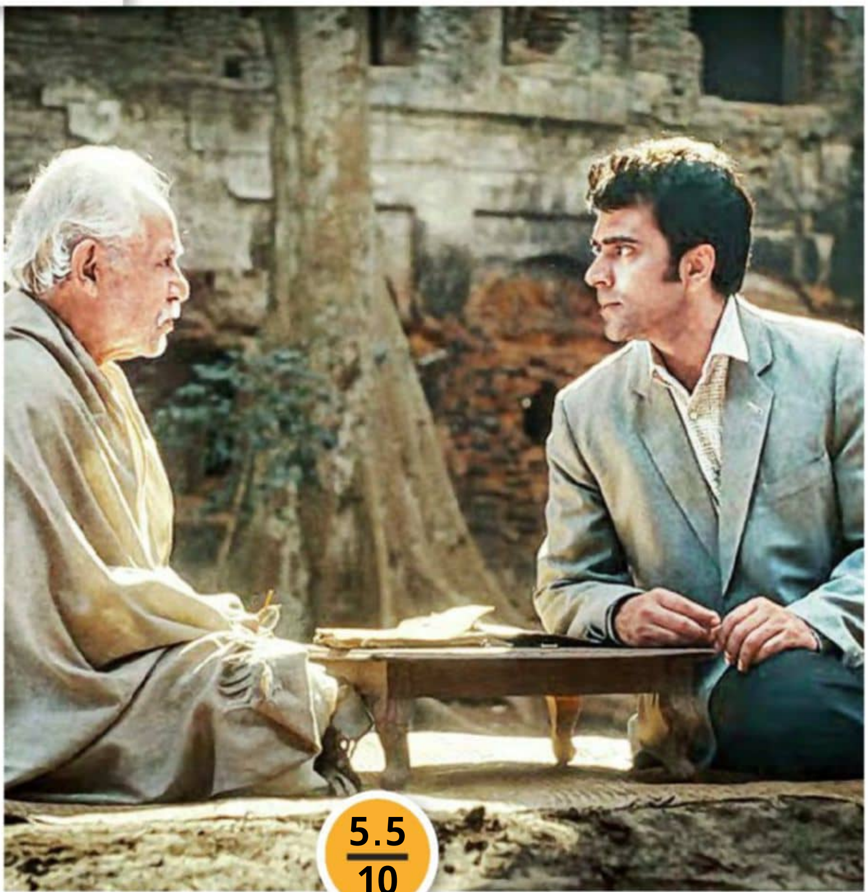


■ ঋতাভরী এবং সোহিনী (নীচে)

## থ্রিলারে ত্রয়ী

পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্তর থ্রিলার সিরিজ়ে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন ঋত্বিক চক্রবর্তী, সোহিনী সরকার এবং ঋতাভরী চক্রবর্তী। কেরিয়ারের শুরুতে সোহিনীর সঙ্গে একই ধারাবাহিকে কাজ করেছিলেন ঋতাভরী। ১৫ বছর পর আবারও তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাবে। এই সিরিজ়ে ঋতাভরীকে দেখা যাবে ধনী পরিবারের মেয়ে হিসেবে। অপরদিকে সোহিনী একজন ছাপোষা মহিলা। যে রহস্য গল্পে দানা বাঁধবে, তা সমাধান করবেন ঋত্বিক। তিনি পুলিশ অফিসারের চরিত্রে। ইতিমধ্যেই এই সিরিজ়ের বেশ কিছু অংশের শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। তবে তা কবে মুক্তি পাবে, সেই তথ্য পাওয়া যায়নি।





5.5/10

## পুতুলনাচের ইতিকথা

### তোমার মন নাই, সুমন

**পরিচালনা**: সুমন মুখোপাধ্যায়
**অভিনয়**: আবীর, জয়া, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল, পরমব্রত, সুরঙ্গনা, অনন্যা

৯০ বছরের পুরনো একটি উপন্যাস। বহুল পঠিত এবং বহুল চর্চিত। এই সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিকে কালজয়ী বলা যেতে পারে। কিন্তু সিনেমা এবং উপন্যাস দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা মাধ্যম। সেখানে উপন্যাস-নির্ভর সিনেমা হলে, আলাদা করে দর্শকের কাছে পৌঁছোনোর তাগিদ দরকার হয়। কোথাও গিয়ে সিনেমার দায় বর্তায় টেক্সটকেও পাল্লা দেওয়ার। সুমন এই কাজ এর আগে হারবার্ট ছবিতে করে দেখিয়েছেন। কিন্তু পুতুলনাচের ইতিকথায় পরিচালক যেন দিক্‌ভ্রষ্ট হলেন। মূলের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থেকে ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন তিনি। শশীর ( আবীর) চোখ দিয়েই দেখেছেন গোপাল (শান্তিলাল) কুমুদ (পরমব্রত) মতি (সুরঙ্গনা) সেনদিদি (অনন্যা) এবং কুসুমকে (জয়া)। দেখেছেন, পাল্টে যাওয়া সময় এবং মানুষের হাত ধরে একটি গ্রামকে শ্মশান হয়ে যেতে। কিন্তু মুশকিল হল, সুমনের এই আখ্যান সেই দর্শকদেরই বোধগম্য হবে, যাদের এই উপন্যাসটি প্রায় একাধিক বার পড়া। সেনদিদির বসন্তে আক্রান্ত হয়ে চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া, যাদব পণ্ডিতের (ধৃতিমান) ইচ্ছামৃত্যু, কুমুদের মতিকে বিয়ে করা... সব কোলাজের মতো আসে। এবং সেই কোলাজ কোনও ভাবেই দর্শক-হৃদয়ে রেশ ফেলতে পারে না। একটা কারণ হতে পারে সম্পাদনা। এত রুক্ষ সম্পাদনা যে একটি দৃশ্য অপরটির উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে। শশীর মনোজগতের হদিস এক মাত্র পাওয়া যায় তার স্বগতোক্তিগুলোয়। কিন্তু তার প্রতিফলন ছবির প্রায় কোনও দৃশ্যেই সে ভাবে পড়ে না। কুসুমের সঙ্গে মতির বা শশীর সম্পর্ক, যাদব পণ্ডিতের বিশ্বাস এবং গ্রামবাসীর উপর প্রভাব, সবই প্রায় একটি বা দু'টি দৃশ্যের মধ্যে সেরেছেন পরিচালক। কিন্তু তার ধারাহিকতা বা পরিণতি দেখাননি। তাই মতি এবং কুমুদের বিয়ে একটি সুখী পরিণতির দিকেই যেন ইঙ্গিত করে। কিন্তু আদত সত্য তো তা নয়! মানিক যে ব্যাপ্তি নিয়ে পুতুলনাচের ইতিকথা লিখেছিলেন, তা একটি ছবিতে ধরা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু তা বলে চিত্রনাট্য এত খাপছাড়া হবে কেন? বোঝা গিয়েছে, শুধু শশী চরিত্রটির উপরেই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে গিয়ে বাকি আখ্যানের উপর সে ভাবে মন দেওয়া সম্ভব হয়নি পরিচালকের। ফলে অনেক চরিত্রের প্রসঙ্গই আসেনি ছবিতে। তাও সম্ভব হত যদি, এই ক'টি চরিত্র এবং ঘটনাবলি নিয়েই আখ্যানের সুতো বাধা যেত। কিন্তু জনপ্রিয় কিছু সংলাপ এবং উপন্যাসের বহুল চর্চিত কিছু ঘটনার দিকেই মন দিয়ে, পরিচালক এই ছবির আত্মাটিকে ধ্বংস করেছেন। অথচ চেষ্টা ছিল বেশ। সুমন গোটা ছবিকে কাব্যময়তার মোড়কে বাঁধতে চেয়েছেন। সেটি সফলও হতে পারত। কিন্তু মানিকের উপন্যাসের বয়ান কাব্যময়তার দাবী রাখে কি না, প্রশ্ন থাকবে। তবে ছবিতে যিনি যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আবীর অনবদ্য অভিনয় করেছেন শশীর চরিত্রে। জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। কুসুম হিসেবে জয়াও ভাল। কিছু মুহূর্তে চমক সৃষ্টি করেছে ক্যামেরা। কিন্তু তা ছাড়া বাকি সময় বেশ সাধারণ মনে হয়েছে। প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবহ প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু আখ্যানের ফাঁকই ছবিটিকে প্রভাব বিস্তার করতে দিল না। নিজের যে খোঁজ উপন্যাসের গোটা শরীর জুড়ে চলে, সেই অন্বেষণ সিনেমাতে অনুপস্থিত।



5/10

## গুডবাই মাউন্টেন

### ভাবনার আড়ালে হারায়

**পরিচালনা**: ইন্দ্রাশিস আচার্য
**অভিনয়**: ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, অনির্বাণ ভট্টাচার্য

একটু অন্য রকমের ছবি বানাতে গিয়ে

অনেক সময় পরিচালক ন্যারেটিভকে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকেন, যাতে দর্শক গোলকধাঁধায় হারিয়ে গল্প না খুঁজতে চান। ‘গুডবাই মাউন্টেন’ তেমনই এক ছবি। কেরলের কুয়াশা ঘেরা এক পাহাড়ি গ্রামে সুন্দর একটি বাড়িতে থাকে অর্জুন (ইন্দ্রনীল)। তার সঙ্গে থাকতে আসে আনন্দী (ঋতুপর্ণা)। সে অর্জুনের জন্য গান গায়, মাছ রান্না করে খাওয়ায়, মাথা টিপে দেয়। অর্জুনের মহিলা চিকিৎসককে হিংসে করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন ‘সেপারেটেড’ স্বামী-স্ত্রী। সম্পর্কের মেরামতির জন্য একসঙ্গে বসবাস করছে নিরালায়। সেই সঙ্গে একটি সাবপ্লট গুঁজেছেন পরিচালক। অর্জুনের হোমস্টে-তে আসে একদল তরুণ-তরুণী। এই সাবপ্লটটি বেশ অনুমেয় এবং অভিনেতাদের অভিনয় এতই দুর্বল যে বিরক্ত লাগতে থাকে। পুরো বিষয়টাই অহেতুক মনে হয়। গল্প নতুন বাঁক নেয় রথীজিতের (অনির্বাণ) আগমনে। ঋতুপর্ণা এবং ইন্দ্রনীলের সমীকরণ ভাল লাগে। বিশেষত ইন্দ্রনীলকে বড় ভাল এবং আকর্ষক লাগে। যদিও দু'টি চরিত্রের সংলাপ বেশ মেকি, সহজ ভাষায়-ভঙ্গিতে তারা কথা বলে না। ছবিতে ‘উত্তর সাজি’ গানটি শুনতে ভাল লাগে। ছবির সম্পাদনা ভাল নয়, ন্যারেটিভ বারবার ধাক্কা খায় দৃশ্যান্তরে গিয়ে। যেভাবে পরিচালক গল্পটি ভেবেছেন, তা বেশ ভাল। তবে শ্লথ গতি এবং ন্যারেটিভের আড়ষ্টতার জন্য ছবিটি দানা বাঁধেনি।



## সন অফ সর্দার ২

## হাসিতে মন ভরে না

**পরিচালনা:** বিজয় কুমার অরোরা
**অভিনয়:** অজয় দেবগন, মৃণাল ঠাকুর, চাঙ্কি পাণ্ডে, রবি কিষাণ, মুকুল দেব

4/10

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে নির্মিত ‘সন অফ সর্দার’ ফ্র্যাঞ্চাইজির এই গল্পের গোড়াতেই বেশ গন্ডগোল। হাসির মোড়কে খেই হারিয়ে ফেলে ছবির চিত্রনাট্য। এই ছবিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং মজার চরিত্র অজয় দেবগন। কিন্তু কমেডি দৃশ্য বড়ই মেকি। চাঙ্কি পাণ্ডে কিংবা রবি কিষাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের কাজে লাগাতে পারেননি পরিচালক। বেঁধে রেখেছেন নির্দিষ্ট সীমায়। ছবি দেখে মনে হবে শুধুই দর্শকদের হাসানোর জন্য রয়েছেন তাঁরা। দক্ষ অভিনেতাদের যথাযথ ব্যবহার করলে চিত্রনাট্য অনেকটা এগিয়ে থাকত। ছবির গতি মন্দ নয়। কিন্তু ছন্নছাড়া। মৃণাল ঠাকুর ভাল, কিন্তু জুটিতে অজয়-মৃণাল মানানসই নয়। সংলাপে আরও একটু জোর দিলে তা আরও উপভোগ্য হত। তাই সব শেষে একটাই কথা বলা যায়, এরকম ছবির সিকোয়েল তৈরি করার সময় ভাল গল্প ও রিসার্চের প্রয়োজন।

## ধড়ক ২

## ভাল বার্তা

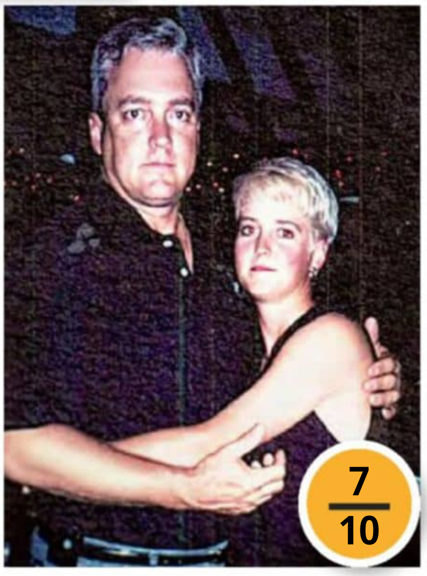
**পরিচালক:** শাজ়িয়া ইকবাল
**অভিনয়:** সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, তৃপ্তি দিমরি, সৌরভ সচদেভ, জ়াকির হুসেন, বিপিন শর্মা

5/10

তামিল ছবি ‘পরিয়েরাম পেরুমল’-এর হিন্দি রিমেক ‘ধড়ক ২’। তবে দুটো ছবির গল্পে বেশ



কিছু পার্থক্য রয়েছে। তামিল ছবিতে নায়িকার চরিত্রকে শান্ত, চুপচাপ দেখানো হয়। কিন্তু ‘ধড়ক ২’-তে বিধি ভরদ্বাজ (তৃপ্তি) খুবই স্ট্রং, স্পষ্টবাদী একটি মেয়ে। এছাড়া আরও কিছু জায়গায় পরিচালক শাজ়িয়া ইকবাল ক্রিয়েটিভ লিবার্টি নিয়েছেন। ছবি শুরু হয় একটি উক্তি দেখিয়ে। ‘যখন অন্যায় আইন হয়ে যায়, তখন প্রতিরোধ কর্তব্য হয়ে ওঠে’। এরপর গোটা ছবি জুড়েই রোম্যান্স যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের সমাজে জাতপাতের বিচারে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাকে। আর এখানেই ‘ধড়ক’ এবং ‘ধড়ক ২’র মধ্যে পার্থক্য। প্রথম ছবিটি যতটা রোম্যান্সের উপর জোর দেয়, এর সিকোয়েলকে কিন্তু আদতে রোম্যান্টিক ছবির আখ্যা দেওয়া যায় না। রোম্যান্সের প্রেক্ষাপটে অনেক সিরিয়াস ইসু এখানে তুলে ধরা হয়। গল্পে নিপীড়িত বর্ণের নীলেশ (সিদ্ধান্ত) একটি আইন কলেজে ভর্তি হয়। সেখানে উচ্চজাতির মেয়ে বিধির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে নীলেশকে মারধর করা হয়, কালো আবরণে মুড়ে তার উপর প্রস্রাব করা হয় এবং আরও অনেকভাবে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সমাজে একজন নিচু জাতির ছেলের তার চেয়ে উচ্চবর্ণের মেয়েকে ভালবাসাটা একটা অপরাধ। সাম্প্রতিক স্মৃতিতে কোনও বলিউড ছবিই জাতপাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এতটা খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেনি। এছাড়া শাজ়িয়া যেভাবে মূল ছবির গল্পকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন সেটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। ছবিটি অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত নয়। সিনেমার বেশ কিছু অংশ বড্ড ধীর। কিছুতেই যেন এগোতে চায় না। ছবির মিউজ়িকও তেমন দাগ কাটে না। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দুরন্ত, কিন্তু তৃপ্তি অনেক জায়গায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চড়া অভিনয় করেন।



7/10

## এমি ব্র্যাডলি ইজ় মিসিং

### ভীষণ ভাল

**পরিচালনা**: অরি মার্ক ও ফিল লট

‘ট্রুথ ইজ় স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন’ বাক্যটি প্রতি পদে আওড়াতে হয় তিন এপিসোডের তথ্যচিত্র ‘এমি ব্র্যাডলি ইজ় মিসিং’ দেখতে বসে। ২৩ বছরের এমি ব্র্যাডলি পুয়ের্তো রিকো থেকে একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরণীতে চড়েছিল মা-বাবা এবং ভাইয়ের সঙ্গে ছুটি কাটাবে বলে। ক্রুজ় থেকে ফিরে তার নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ২৭ বছর আগের সেই ক্রুজ় থেকে আজও ঘরে ফেরেনি এমি। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার এমি ক্রুজ় থেকে হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! তার মা-বাবা এবং ভাই, বন্ধুরা আজও চেষ্টা করে যাচ্ছে তাকে খোঁজার। কিন্তু আসলে তার সঙ্গে কী হয়েছে, কেউ জানে না। এফবিআই ড্রাগ-মাফিয়া নিয়ন্ত্রিত ক্যারিবিয়ানে অনুসন্ধানের সাহস দেখায়নি। তিন পর্বের এই ডকু-সিরিজ়টি সুকৌশলে নির্মিত। সেখানে এমি ব্র্যাডলির ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে লেখাপড়া, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক, সব কিছুই ছুঁয়ে গেছেন পরিচালকরা। আবহ সঙ্গীত ঘটনাক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। যেভাবে এক-একটি পর্ব শেষ হয়, তাতে দর্শকের মনে কৌতূহল তৈরি হয়, টানা দেখে ফেলার প্রবণতা জাগে। সিরিজ়ের শেষে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে, মেয়েটিকে কেন আজও ঘরে ফেরানো গেল না।



4.5/10

## বীরাঙ্গনা

### এগিয়ে যাবে ‘লাফটারসেন’

**পরিচালনা**: নির্ঝর মিত্র
**অভিনয়**: সন্দীপ্তা সেন, নিরঞ্জন মণ্ডল, প্রতীক দত্ত

পরিচালক নির্ঝর মিত্রর তৃতীয় থ্রিলার সিরিজ় ‘বীরাঙ্গনা’। তবে একে শুধু থ্রিলার বললে ভুল হবে। এর সঙ্গে মনস্তত্ত্বের নানা দিক মিশে রয়েছে। রয়েছে নারীবাদের ছোঁয়া। সিরিজ়ে সাব ইন্সপেক্টর চিত্রা বসুর চরিত্রে সন্দীপ্তা সেন। মা-কে ছাড়া বড় হয়ে ওঠা চিত্রার সব ভরসার জায়গা পুলিশ অফিসার বাবা। কর্মক্ষেত্রে মেয়ে বলে প্রায়শই ছোট করা হয় তাঁকে। কিন্তু চিত্রা দমে যাওয়ার মেয়ে নন। তাই তো বসের অমতেই একের পর এক সদ্য বিবাহিতাদের মৃত্যু রহস্য তিনি একাই ভেদ করেন। এই চরিত্রটিকে খুব ভালভাবেই প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্দীপ্তা। তাঁর অভিনয় যে সব সময়ই পরিণত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু একই অঙ্গে অনেক রূপ দেখাতে গিয়ে চরিত্রটিকে খানিক অবিশ্বাস্য করে তুলেছেন পরিচালক। ‘বীরাঙ্গনা’ দেখে বোঝা দায়, নির্ঝর এর আগেও থ্রিলার সিরিজ় বানিয়েছেন। গল্পে ভিড় করে একাধিক জিজ্ঞাসা চিহ্ন। গভীরে না গিয়ে উপর-উপর করে উত্তর দিয়ে তৈরি হয়েছে ক্লাইম্যাক্সগুলো। তবুও কিছু উত্তেজনা তো থাকবেই, কিন্তু তা অনুমেয়। এই সিরিজ়ের আসল রত্ন নিরঞ্জন। নেগেটিভ চরিত্র চিরায়ু তালুকদারকে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। শুধু ইনফ্লুয়েন্সর হিসেবে নয়, অভিনেতা হিসেবে তিনি যে এগিয়ে পারেন, তা প্রমাণিত হয়েছে এই সিরিজ়েই।

## মণ্ডলা মার্ডারস

6/10

### অতি জটিল

**পরিচালনা**: গোপী পুথরান
**অভিনয়**: বাণী কপূর, সুরভীন চাওলা, শ্রিয়া পিলগাঁওকর, বৈভব রাজ গুপ্ত, পিলু বিদ্যার্থী

মানুষের শরীরের অঙ্গ দিয়ে একটি ‘মন্ডল’ তৈরি করে অতিলৌকিক চরিত্রের জন্ম দেওয়ার জন্য কেউ বা কারা পরপর খুন করে যায়। এবং সেই খুনের সমাধান করতে তদন্তে নামে রিয়া থমাস (বাণী) এবং বিক্রম সিংহ (বৈভব) এবং কীভাবে তারা তদন্তে জড়িয়ে পড়ে, তাই নিয়ে অতি জটিল এই সিরিজ়। বলতে বাধা নেই, পুরান, লোককথা, বিজ্ঞান, অলৌকিকতার মিশেলে এই অদ্ভুত থ্রিলার তৈরি করেছেন পরিচালক। এটি পাঁচের দশক এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে অবিরত চলাফেরা করে। এবং একটির উপর আর একটি প্লট প্রায় উপর্যুপরি এসে পড়ে। তাতে অনেক সময় আখ্যানের গতি ধীর হয়ে যায় বটে, বুঝতেও সমস্যা হয়। কিন্তু ধৈর্য ধরে রাখলে শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় ওয়াইআরএফ বা যশ রাজ কেন এই সিরিজ়টি দিয়ে ওটিটি-তে পা রাখল। অতীব জটিল এই সিরিজ়। অভিনয়ও সকলে ভাল করেছেন। তবে হয়তো সম্পাদনা আরও মজবুত হতে পারত।



প্রকাশিত

শারদীয়া ১৪৩২

# পত্রিকা

## ফি চা র

পুরাণে নিন্দিত মারীচের চরিত্রে রয়েছে নানা পরত
অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষের উত্থান-পতনের যাত্রা
সন্দীপন চক্রবর্তী

আনন্দ শাড়ির সাজে ইশা সাহা ও ইধিকা পাল
ঈপ্সিতা বসু

কলকাতার কেবিন-কাফের কাটলেট-কথা
নবনীতা দত্ত

অনির্বাণ চক্রবর্তীর অভিনয়জগতের যাত্রাপথ
দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় ঘোষ

যুদ্ধদেবতা থেকে সন্তানদায়ী দেবসেনাপতি কার্তিক
সুবর্ণ বসু

পান্নাসবুজ জলরাশি ঘেরা অপূর্ব লক্ষদ্বীপ
সৌম্যেন সরকার

মহাকুম্ভ যেন মহামানবের এক বিচিত্র মিলনক্ষেত্র
দেবাশিস ঘড়াই

সঙ্গীত পরিচালনার জগতে তিন সফল বঙ্গনারী
সায়নী ঘটক

ভারতীয় ক্রিকেটে হিরের নাম শুভমন গিল
কৌশিক দাশ

পশ্চিমি পোশাকে কী ভাবে সেজে উঠবেন পুজোয়?
সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়

ক্যাসানোভা থেকে ফ্যামিলিম্যান রণবীর কপূর
চিরশ্রী মজুমদার

পাশ্চাত্যে নব্য ভারতের ভাষ্যকার এস জয়শঙ্কর
অগ্নি রায়

বরফে মোড়া ফিনল্যান্ড ও এস্টোনিয়া ভ্রমণ
সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

অলিম্পিক্সে পদকজয়ী মনু ভাকরের সাফল্যগাথা
সুমিত ঘোষ

কলকাতার নতুন পছন্দ জাপানি কুইজ়িন
কোয়েনা দাশগুপ্ত

চিকিৎসাক্ষেত্রে আগামী দিনের ভরসা এআই
সোমা মুখোপাধ্যায়

## উ প ন্যা স

### অগ্নি, হে পাবক
**অভিজিৎ তরফদার**

মহুল কি পারবে নির্জনকে খাদের কিনারা থেকে ফিরিয়ে আনতে?

### মায়াবী সাঁঝের লাজবতীরা
**রূপক ঘটক**

বৈতরণী, ডানা, চলন, তুমুল কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাবে তাঁদের গন্তব্য?

### কবুল
**তুষারকান্তি রায়**

দিল্লির মসনদে হুমায়ুনের ছায়া সরে গিয়ে এল আফগান পাঠানের কায়া

### নক্ষত্রপথের কুয়াশা
**সঞ্জয় কর্মকার**

সুবল ঠিক করে, বড় ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দেবে। সেই ছেলেই চমকে দেয় শেষে

### বাউলানী
**ঈশা দেব পাল**

সক্রিয় নারীপাচার চক্র। বেড়ানোর নেপথ্যে শুভর আসল উদ্দেশ্য কী?

কলকাতার
সেরা পুজোর
বিশেষ প্রবেশ
কুপন




প্রচ্ছদ: বৈশালী সরকার



WalkarOO®
ওয়াক। ওয়াক। ওয়াক।
ওয়াক উইথ
ওয়াকারু
এটা
কমফোর্টের
গুরু
bounceez
WE1337 | ₹649.00*
WGR53065 | ₹279.00*
SOFT
WC8801 | ₹339.00*
Available in all
Leading Retail Stores
walkarooin
walkarooIN
walkaroo.in
*MRP (inclusive of all taxes) mentioned is price per pair, For sizes - Gents (06X10), Ladies (04X09) & Kids (08X10, 11X13)
curiouscat.co.in